খণ্ড ৬, সংখ্যা ১১
ডিসেম্বর ১-১৫, ২০২৫
বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

নিউ ইন্ডিয়া সমাচার

2025
আন্তর্জাতিক সমবায় দিবস
উন্নততর বিশ্ব গড়ছে সমবায়

বিকশিত ভারতের পথ প্রশস্ত করছে সমবায়

সহযোগিতার মাধ্যমে সমৃদ্ধির আদর্শকে পাথেয় করে ভারতের সমবায়-ভিত্তিক অর্থনৈতিক মডেল হয়ে উঠেছে উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ চালিকাশক্তি। ২০৪৭-এর মধ্যে উন্নত দেশের তালিকাভুক্ত হওয়ার পথে এগিয়ে চলেছে ভারত...

For e-copy

বিহার বিধানসভা নির্বাচন – ২০২৫

এক নজরে ফলাফল

বিহারকে বলা হয়, গণতন্ত্রের ধাত্রীভূমি। বিহার বিধানসভা নির্বাচন ২০২৫ – এ রেকর্ড ভোটদান প্রমাণ করে দেয় যে মানুষ গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করছেন সামাজিক ন্যায়ের লক্ষ্যে, যেখানে প্রতিটি পরিবারের সমনাধিকার, মর্যাদা এবং সুযোগ ও সম্ভাবনা নিশ্চিত। গণতন্ত্রের উৎসবের উদযাপন এই বার্তা দেয় যে, শুধুমাত্র উন্নয়ন নয়, বিকশিত ভারত গড়ে তুলতে ভারতের নাগরিকরা দ্রুত উন্নয়ন চান

নজির

নির্বাচন কমিশন বিহার বিধানসভা নির্বাচন ২০২৫ সম্পন্ন করেছে সাফল্যের সঙ্গে। ভোটদানের হার ৬৭.১৩ শতাংশ – ১৯৫১'র পর সর্বোচ্চ

মহিলাদের ভোটদানের হারও ১৯৫১ সালের পর সর্বোচ্চ – ৭১.৭৮ শতাংশ

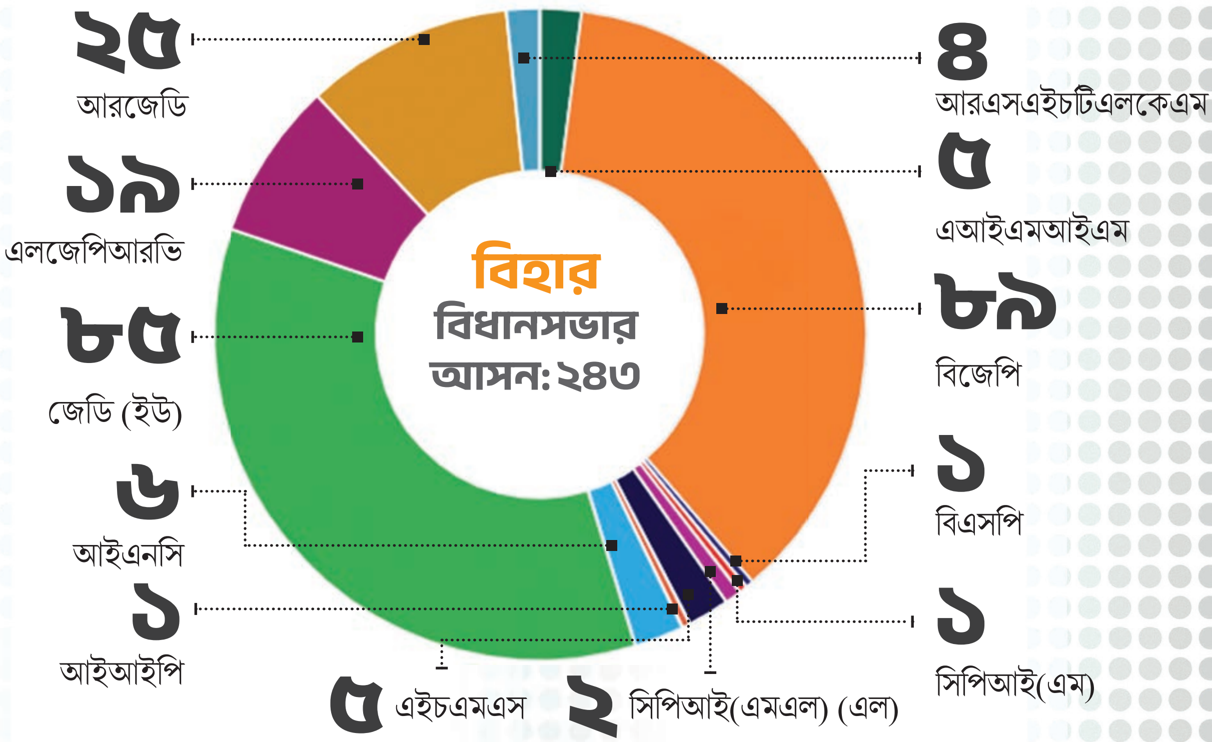

সূত্র: ভারতের নির্বাচন কমিশন

> আজ আমি দেশ ও বিদেশের বিনিয়োগকারীদের বলতে চাই যে, বিহার আপনাদের স্বাগত জানাতে প্রস্তুত। আমি দেশ-বিদেশে থাকা বিহারের মানুষকেও বলতে চাই, ঐ রাজ্যে বিনিয়োগের সবচেয়ে ভালো সময় এখনই। বিহারের মা, তরুণ-তরুণী, কৃষক এবং দরিদ্রদের আজ আমি বলতে চাই, আপনাদের আস্থা অর্জন করা আমার দায়বদ্ধতা ও প্রতিজ্ঞার মধ্যে পড়ে। আপনাদের আশা ও আকাঙ্ক্ষা আমার শক্তি এবং আমার তরুণ বন্ধুদের স্বপ্ন আমার প্রেরণা। সকলে মিলে আমরা গড়ে তুলব সমৃদ্ধ ও উন্নত বিহার।
>
> - নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী

নিউ ইন্ডিয়া সমাচার

খণ্ড ৬, সংখ্যা ১১ | ডিসেম্বর ০১-১৫, ২০২৫

প্রধান সম্পাদক
ধীরেন্দ্র ওঝা
প্রধান মহা নির্দেশক,
প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো,
নতুন দিল্লি

মুখ্য উপদেষ্টা সম্পাদক
সন্তোষ কুমার

উপদেষ্টা সম্পাদক
বিভোর শর্মা

বরিষ্ঠ সহকারী উপদেষ্টা সম্পাদক
পবন কুমার

সহকারী উপদেষ্টা সম্পাদক
অখিলেশ কুমার
চন্দন কুমার চৌধুরি

ভাষা সম্পাদক
সুমিত কুমার (ইংরেজি)
রজনীশ মিশ্র (ইংরেজি)
নাদিম আহমেদ (উর্দু)

মুখ্য ডিজাইনার
শ্যাম তিওয়ারি

সিনিয়র ডিজাইনার
ফুল চাঁদ তিওয়ারি

ডিজাইনার
অভয় গুপ্তা
সত্যম সিং

১৩টি ভাষায় নিউ ইন্ডিয়া সমাচার পড়তে গেলে ক্লিক করুন

https://newindiasamachar.pib.gov.in/news.aspx

নিউ ইন্ডিয়া সমাচারের পুরনো সংস্করণগুলি পড়তে ক্লিক করুন

https://newindiasamachar.pib.gov.in.archive.aspx

'নিউ ইন্ডিয়া সমাচার'-এর নিয়মিত আপডেট পেতে অনুসরণ করুন
@NISPIBIndia

ভিতরের পৃষ্ঠায়

প্রচ্ছদ নিবন্ধ — আন্তর্জাতিক সমবায় বর্ষ, ২০২৫

সমবায়
সমৃদ্ধ সমাজের নির্মাণ

তুচ্ছ ঘটনা এবং সম্পদও সম্মিলিতভাবে বিরাট প্রভাব ফেলার ক্ষমতা রাখে। ভারতের প্রাচীন নানা লেখ-এ বারবার উঠে এসেছে এই গুরুত্বপূর্ণ বার্তা। কেন্দ্রীয় সরকার বিগত কয়েক বছরে সমবায় ক্ষেত্রে মূলগত পরিবর্তন এনেছে। সমবায়ের ধারণা ভারতীয় চিন্তাধারায় সেই সুপ্রাচীনকাল থেকেই বিশেষ জায়গা জুড়ে রয়েছে। সমবায়-ভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা সেজন্যই ভারতের বিকাশের অন্যতম চালিকাশক্তি। ২০৪৭ নাগাদ বিকশিত ভারত গড়ে তোলার স্বপ্ন পূরণে সমবায়-কেন্দ্রিক উদ্যোগের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে | ১২-৩১

বন্দে মাতরমের ১৫০ বর্ষ উদযাপন

বন্দে মাতরম...
স্বাধীনতা সংগ্রামীদের গান

বন্দে মাতরমের ১৫০তম বর্ষ। বর্ষব্যাপী উদযাপনের সূচনা ১০-১১

সন্ত্রাসবাদকে বরদাস্ত করা হবে না
ষড়যন্ত্রীদের রেহাই নয়

সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে প্রধানমন্ত্রী মোদীর কঠোর বার্তা | ৮-৯

সংক্ষিপ্ত সংবাদ | ৪-৫

ব্যক্তিত্ব : নন্দলাল বসু
সংবিধানের পৃষ্ঠায় ভারতের পরিচয় | ৬-৭

জনজাতি গোষ্ঠীর উন্নয়ন কেন্দ্রীয় সরকারের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার
ভগবান বিরসা মুন্ডার ১৫০তম বার্ষিকীতে প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ | ৩২-৩৩

আন্তর্জাতিক ভিন্নভাবে সক্ষম ব্যক্তি দিবস – ৩ ডিসেম্বর
সহায়তা থেকে আত্মনির্ভরতা | ৩৪-৩৫

এনএএলএস-এর ২০তম জাতীয় সম্মেলন
সকলের ন্যায়বিচার সামাজিক ন্যায়ের মূল ভিত্তি | ৩৬-৩৭

চারটি নতুন বন্দে ভারত ট্রেনের যাত্রার সূচনা করলেন প্রধানমন্ত্রী মোদী
ভারত জুড়ে চলবে ১৬৪+ নতুন বন্দে ভারত ট্রেন | ৩৮-৩৯

'দেবভূমি উত্তরাখণ্ড' : ভারতের আধ্যাত্মিক জীবনের হৃদস্পন্দন
উত্তরাখণ্ডের রৌপ্য জয়ন্তী উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ | ৪০-৪১

পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলি যে কোনো বিপর্যয় সইতে সক্ষম
পরমাণু শক্তি সম্পর্কিত বিশেষ প্রতিবেদন | ৪২-৪৩

নতুন ভারতের ক্রীড়া অভিজ্ঞান
প্রধানমন্ত্রী মোদী বিশ্বকাপ জয়ী ভারতকন্যাদের সঙ্গে দেখা করলেন | ৪৪-৪৫

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত
স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে রপ্তানি মিশনে অনুমোদন | ৪৮

ভারত ও ভুটান
সীমানার সেতুবন্ধন, অভিন্ন সংস্কৃতি
প্রধানমন্ত্রী মোদীর দু'দিনব্যাপী ভুটান সফর | ৪৬-৪৭

Published & Printed by : Kanchan Prasad, Director General, on behalf of Central Bureau of Communication
Printed at : Chandu Press, 469, Patparganj Industrial Estate, Delhi 110 092.
Communication Address : Room No-1077, Soochna Bhawan, CGO Complex, New Delhi-110003.
E-Mail : response-nis@pib.gov.in, RNI No. : DELBEN/2020/78825

সম্পাদকের ডেস্ক থেকে...

সমবায় নির্মাণ করে দিচ্ছে ভারতের ভবিষ্যৎ

শুভেচ্ছা!

সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে সমবায়ের বড় ভূমিকা রয়েছে। এই ধরনের সংগঠন ভারতের গণতান্ত্রিক পরিমণ্ডলকেই শুধুমাত্র জোরদার করে না, দুর্বল ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়নের প্রশ্নেও তা গুরুত্বপূর্ণ অনুঘটক। কর্মসংস্থান, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে সমবায় এক গুরুত্বপূর্ণ পন্থা।

ভারতে সমবায় আন্দোলনের দীর্ঘ ও সমৃদ্ধ ইতিহাস রয়েছে। স্বাধীনতারও আগে অর্থনৈতিক বিকাশের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল এই ধরনের উদ্যোগ। ২০২১ সালে সমবায় মন্ত্রকের প্রতিষ্ঠা বিষয়টিকে আরও জোরদার করেছে। আজ ভারতের ৮ লক্ষ ৪৪ হাজার সমবায় সমিতির সদস্য সংখ্যা ৩০ কোটিরও বেশি। ভারতকে ৫ ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতির দেশ করে তোলায় নতুন ও নির্ভরযোগ্য পথের সন্ধান দিতে পারে সমবায়।

সমবায় মন্ত্রক গড়ে ওঠার পর সাড়ে চার বছর অতিবাহিত। এরই মধ্যে সমবায় ক্ষেত্রে ১০০-রও বেশি প্রশাসনিক ও নীতিগত উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এইসব কর্মপরিকল্পনার ভিত্তি সাধারণ মানুষ, উপযুক্ত মঞ্চ, প্রাথমিক ঋণদান সমিতি, প্রাসঙ্গিক কর্মপন্থা এবং সার্বিক কল্যাণ। "সহযোগিতার মাধ্যমে সমৃদ্ধি" ভারতের ভবিষ্যৎ নির্মাণ করে দিচ্ছে। ২০২৫ সালটিকে আন্তর্জাতিক সমবায় বর্ষ হিসেবে চিহ্নিত করেছে রাষ্ট্রসংঘ। সম্প্রতি ভারতের দুটি সমবায় সংস্থা – আমূল ও ইফকো বিশ্বের প্রথম ১০টি সমবায় সমিতির তালিকায় জায়গা করে নিয়েছে। ১৯৪৬ সালের ৪ ডিসেম্বর আমূল নামে পরিচিত সমবায় সমিতির সূচনা হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে এবারের সংখ্যার মূল বিষয় হ'ল – "সহযোগিতার মাধ্যমে সমৃদ্ধি"।

ব্যক্তিত্ব বিভাগে পড়ুন ভারতীয় শিল্প জগতের অন্যতম নক্ষত্র নন্দলাল বসুর কথা। আইসিসি মহিলা বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন ভারতীয় দলের সদস্যদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর আলাপচারিতা এবং দিল্লির বিস্ফোরণের পর সরকারের তরফ থেকে গৃহীত উপযুক্ত সিদ্ধান্ত নিয়েও আলোচনা রয়েছে। আন্তর্জাতিক দিব্যাঙ্গজন দিবস নিয়ে বিশেষ নিবন্ধ জায়গা করে এই সংখ্যায়। পরমাণু শক্তি ক্ষেত্রের বর্তমান চালচিত্র, কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বিভিন্ন সিদ্ধান্ত এবং এক পক্ষকালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিভিন্ন কর্মসূচিও এই সংখ্যায় জায়গা পেয়েছে।

এছাড়াও, বিহার বিধানসভা নির্বাচন ২০২৫ – এর ফল বিশেষভাবে তুলে ধরা হয়েছে দ্বিতীয় প্রচ্ছদে। চতুর্থ প্রচ্ছদে ৬ ডিসেম্বর বাবাসাহেব ডঃ ভীমরাও আম্বেদকরের ৭০তম পরিনির্বাণ দিবস নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

আপনাদের পরামর্শ ও মতামত পাঠাতে থাকুন

(ধীরেন্দ্র ওঝা)

হিন্দি, ইংরেজি এবং আরও ১১টি ভাষায় এই পত্রিকা পড়ুন/ডাউনলোড করুন।
https://newindiasamachar.pib.gov.in/

মেল বক্স

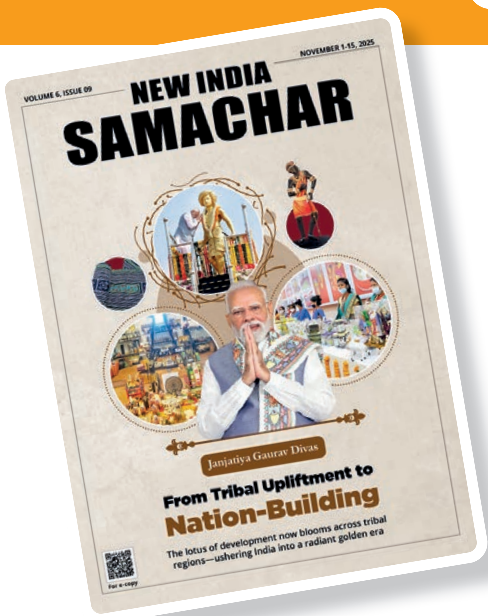

সরকারের বিভিন্ন নীতি সম্পর্কে বিশদে অবহিত করে এই পত্রিকা

সম্প্রতি নিউ ইন্ডিয়া সমাচার পত্রিকাটি পড়ার সুযোগ হয়েছে। নানা দিক থেকেই এই পত্রিকা অনন্য। সরকারের বিভিন্ন নীতি সম্পর্কে পাঠককে বিশদে অবহিত করে এই পত্রিকা। সমাজ, উন্নয়ন ও আরও নানা বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা থাকে এই পত্রিকায়।

amit.tiwari9911@gmail.com

পত্রিকাটির প্রতিটি সংখ্যাতেই থাকে নতুন নতুন নানা শিক্ষণীয় বিষয়

দেশ ও বিদেশের গুরুত্বপূর্ণ নানা ঘটনার কথা জানতে পারি এই পত্রিকা পড়লে। প্রতিটি সংখ্যায় থাকে নতুন নতুন নানা শিক্ষণীয় বিষয়। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার যাঁরা প্রস্তুতি নিচ্ছেন, তাঁদের কাছে এই পত্রিকার লেখাগুলি খুবই সহায়ক। বর্তমানের গুরুত্বপূর্ণ নানা প্রবণতার সুলুকসন্ধান দেয় এই পত্রিকা।

dinesh_dubey1977@rediffmail.com

দেশের উন্নয়ন সংক্রান্ত নানা জ্ঞাতব্য বিষয়ের আকর

নিউ ইন্ডিয়া সমাচার পত্রিকাটি পড়া এবং দেশের উন্নয়ন সম্পর্কে সর্বসময়ে অবগত থাকার জন্য এই পত্রিকাটি গুরুত্বপূর্ণ। পত্রিকাটির লেখাগুলির উপস্থাপনা এবং প্রচ্ছদ আকর্ষণীয়।

purshottam.79fzd@gmail.com

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি সমৃদ্ধ এই পত্রিকা এগিয়ে চলার পথে বড় সহায়ক

পাক্ষিক নিউ ইন্ডিয়া সমাচারের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করি। ভারত সরকারের বিবিধ সিদ্ধান্ত ও কর্মপরিকল্পনার বিষয়ে মানুষকে সচেতন করে তোলে এই পত্রিকা। দেশের সামগ্রিক চালচিত্রের বিষয়ে সচেতন থাকার ক্ষেত্রে এই পত্রিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

pandittaarun@gmail.com

ভারতের বিকাশ সম্পর্কে জানার ক্ষেত্রে সহায়ক এই পত্রিকা

নিউ ইন্ডিয়া সমাচার চমৎকার একটি পত্রিকা। আগের সংখ্যায় গুরুত্বপূর্ণ নানা তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। প্রচ্ছদ নিবন্ধটি ছিল গভীর বিশ্লেষণমূলক। অন্য লেখাগুলি সম্পর্কেও একই কথা খাটে। নির্ভুলভাবে তথ্যাদি তুলে ধরা হয় এই পত্রিকায়।

anjuranip79@gmail.com

যোগাযোগের ঠিকানা: রুম নং ১০৭৭, সূচনা ভবন, সিজিও কমপ্লেক্স, নতুন দিল্লি-১১০০০৩
ই-মেল: response-nis@pib.gov.in

অল ইন্ডিয়া রেডিও'য় এফএম গোল্ডে প্রতি শনি ও রবিবার বিকেল ৩টে থেকে ৩:১৫ নিউ ইন্ডিয়া সমাচার শুনতে এই কিউআর কোড স্ক্যান করুন

কিউএস এশিয়া ইউনিভার্সিটি র‍্যাঙ্কিং – এ ভারতের উজ্জ্বল উপস্থিতি

কিউএস এশিয়া ইউনিভার্সিটি র‍্যাঙ্কিং তালিকায় ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির অন্তর্ভুক্তি নজিরবিহীনভাবে ১ হাজার ১২৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৬'য় এই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত ছিল ভারতের ২৪টি বিশ্ববিদ্যালয়। ২০২৬ সালে এই সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ২৯৪। তালিকা অনুযায়ী, এশিয়ার শীর্ষস্থানীয় ১০টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫টি ভারতে। এশিয়ার প্রথম ৫০টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ২৮টি এদেশের। ভারত এখন এশিয়ার অন্যতম গবেষণা কেন্দ্র হয়ে উঠেছে এবং আধুনিক শিক্ষা ও উদ্ভাবনার পরিমণ্ডলে এদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বলতর হয়েছে। এক্ষেত্রে জাতীয় শিক্ষা নীতির ভূমিকা অপরিসীম। বিগত দশকে আন্তর্জাতিক পরিসরে ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মর্যাদা বৃদ্ধি পাওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেছেন, গবেষণা, উদ্ভাবনা ও তরুণ প্রজন্মের কাছে উন্নতমানের শিক্ষা পৌঁছে দেওয়ায় তাঁর সরকার দায়বদ্ধ। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে নতুন নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে ভারতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান পরিমণ্ডলের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো আরও জোরদার করে তোলা হচ্ছে।

সোনা জিতে ইতিহাস গড়লেন সম্রাট রানা

কায়েরোয়ে আইএসএসএফ – এর শ্যুটিং বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে ছেলেদের ১০ মিটার এয়ার পিস্টল বিভাগে সোনা জিতে ইতিহাস গড়লেন ভারতের সম্রাট রানা। আন্তর্জাতিক স্তরে ব্যক্তিগত বিভাগে এয়ার পিস্তলের ভারতীয় হিসেবে তিনিই প্রথম সোনা জিতলেন। ২৪৩.৭ স্কোর করেছেন তিনি। এই বিভাগে ব্রোঞ্জ জিতেছেন ভারতের বরুণ তোমর।

রামসর সাইটের মর্যাদা পেল বিহারের গোগাবিল

পরিবেশ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে আরও একটি বড় মাইলফলক স্পর্শ করল ভারত। দেশের গুরুত্বপূর্ণ জলাভূমি, বিহারের গোগাবিল রামসর সাইটের মর্যাদা পেয়েছে। ৮৬.৬৩ হেক্টরের এই হ্রদ রয়েছে কাটিহার জেলায়। রামসর সাইটের সংখ্যার নিরিখে ভারতের রাজ্যগুলির মধ্যে বিহার এখন রয়েছে তামিলনাড়ু ও উত্তর প্রদেশের পরেই। এই তালিকায় এশিয়ার মধ্যে প্রথম এবং সারা বিশ্বে তৃতীয় স্থানে রয়েছে ভারত। বর্তমানে ভারতে ৯৪টি রামসর সাইট রয়েছে - ১১ বছর আগের তুলনায় ৬৭টি বেশি।

ছাঁট বিক্রি করে প্রায় ৪ হাজার ১০০ কোটি টাকা পেল সরকার

বিশেষ পরিচ্ছন্নতা অভিযান ৫.০'র আওতায় কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে বাতিল হয়ে যাওয়া সরঞ্জাম ও আসবাব বিক্রি করে ৪ হাজার ৮৫ কোটি টাকা পাওয়া গেছে। বিশেষ পরিচ্ছন্নতা অভিযানের সূচনা হয় ২০২১ সালে। কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং – এর দেওয়া তথ্যানুযায়ী, ছাঁট বিক্রি করে যে অর্থ পাওয়া গেছে, তা দিয়ে বড় ধরনের মহাকাশ অভিযান সম্পন্ন করা যেতে পারে। একাধিক চন্দ্রযান পাঠানো যেতে পারে এই টাকার মধ্যে। দেশের বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে ২৩.১৭৫ মিলিয়ন বর্গফুট জায়গা জুড়ে ছিল এইসব বাতিল হয়ে যাওয়া জিনিসপত্র। খালি হয়ে যাওয়া ঐ পরিসর এখন লাভজনক কাজে ব্যবহার করা যাবে।

ইউনেস্কোর 'ক্রিয়েটিভ সিটি অফ গ্যাস্ট্রোনমি' শিরোপা পেল লক্ষ্নৌ

শিল্প ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নিজস্ব ঘরানার লক্ষ্নৌ শহরটিকে 'ক্রিয়েটিভ সিটি অফ গ্যাসট্রোনমি' শিরোপা দিয়েছে ইউনেস্কো। এই সম্মান লক্ষ্নৌয়ের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ রন্ধন শিল্প ও ঐতিহ্যের স্বীকৃতি। উত্তর প্রদেশের রাজধানীর এই শিরোপা প্রাপ্তিতে সন্তোষ প্রকাশ করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, "লক্ষ্নৌ এবং প্রাণবন্ত সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল সমার্থক। এই সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে রন্ধন শিল্পগত ঐতিহ্য। আমি আনন্দিত যে, ইউনেস্কো এই বিষয়টিকে স্বীকৃতি দিয়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ লক্ষ্নৌতে আসুন এবং এখানকার সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যগত সম্পদের স্পর্শ অনুভব করুন – এমনটাই আমি চাই"।

"অমৃত ফার্মেসি"র সংখ্যা দ্বিগুণ হতে চলেছে

দেশের মানুষের কাছে ন্যায্য দামে উন্নতমানের ওষুধ পৌঁছে দিতে ২০১৫'য় সূচনা হয় 'অমৃত ফার্মেসি' কর্মসূচির। বিগত ১০ বছরে লক্ষ লক্ষ মানুষ এই ওষুধ বিপণীগুলি থেকে ৫০-৯০ শতাংশ কম দামে ওষুধ ও চিকিৎসা সরঞ্জাম পেয়েছেন। সারা দেশে বর্তমানে ২৫৫টি 'অমৃত ফার্মেসি' রয়েছে। অদূর ভবিষ্যতে সংখ্যাটি ৫০০'তে নিয়ে যেতে চায় সরকার। 'অমৃত ফার্মেসি' কর্মসূচিতে উপকৃত রোগীর সংখ্যা ৬.৮৫ কোটিরও বেশি। রোগীরা এই কেন্দ্রগুলি থেকে ১৭ হাজার কোটি টাকারও বেশি মূল্যের ওষুধ কিনেছেন এবং তাঁদের সাশ্রয় হয়েছে প্রায় ৮ হাজার ৪০০ কোটি টাকা। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জে পি নাড্ডা বলেছেন, প্রতিটি মেডিকেল কলেজ ও জেলা হাসপাতালে 'অমৃত ফার্মেসি' থাকা উচিৎ।

সংবিধানের পাতায় পাতায় ভারতীয়ত্বের পরিচয়

জন্ম: ৩ ডিসেম্বর, ১৮৮২, মৃত্যু: ১৬ এপ্রিল, ১৯৬৬

জাতীয়তাবাদী চিত্রকর নন্দলাল বসু আধুনিক ভারতীয় চিত্রকলার জনক হিসেবে পরিচিত। তিনি ভারতীয় চিত্রশিল্পকে অভাবনীয় উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছিলেন। তুলির জাদুকর এই মানুষটি সংবিধানের পাতায় পাতায় রেখাচিত্রের মাধ্যমে ভরে দিয়েছিলেন ভারতের সারমর্ম। দেশের সর্বোচ্চ অসামরিক সম্মান ভারতরত্ন এবং পদ্মশ্রীর নকশাও তাঁর হাতে তৈরি। কিংবদন্তী এই শিল্পীর জন্মবার্ষিকীতে কৃতজ্ঞ জাতি তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করছে...

আধুনিক ভারতীয় চিত্রকলার পথিকৃৎ, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শিল্পী নন্দলাল বসু হাতে লেখা সংবিধানের পাতায় পাতায় ভারতীয়ত্বের পরিচয় রেখেছিলেন। ২২১ পাতার এই নথির সবকটি পাতায় আঁকা সম্ভব ছিল না। তাই তিনি সংবিধানের প্রতিটি বিভাগের গোড়ায় ৮x১৩ ইঞ্চি মাপের ছবি এঁকেছিলেন। সংবিধানের মোট ২২টি ভাগ ছিল। তিনিও হাতে লেখা ভারতীয় সংবিধানের আসল নথিতে ২২টি ছবি এঁকেছিলেন। এগুলি আঁকতে তাঁর মোট চার বছর সময় লেগেছিল। তাঁর এই কাজ শুধু যে সংবিধানের ইতিহাসকে জীবন্ত করেছে তাই নয়, একইসঙ্গে আমাদের ভারতীয় সংস্কৃতি, সমৃদ্ধ ইতিহাস, ধর্ম, ঐতিহ্য, উচ্চ মানবিক মূল্যবোধ এবং ঐক্যের মূল সুরটি অনুভব করতে সাহায্য করেছে।

সংবিধানে ভগবান রাম, বুদ্ধ, মহাবীর, গুরু গোবিন্দ সিং, গুরুকুল, ভগবদগীতার বার্তা, শিবাজী, লক্ষ্মীবাঈ, নালন্দা বিশ্ববিদ্যাল এবং নটরাজের ছবি রয়েছে। এইসব অঙ্কনের মধ্য দিয়ে তিনি স্বদেশবাসীকে দেশপ্রেমের শিক্ষা দিয়েছিলেন। তাঁর বিখ্যাত ছবিগুলির মধ্যে রয়েছে ‘ডান্ডি অভিযান’, ‘সাঁওতালি কন্যা’ এবং ‘সতীর ত্যাগ’। ১৯৩০ সালে লবণ সত্যাগ্রহের সময়ে তিনি সাদা লিনোকাট প্রিন্টে গান্ধীজির একটি কালো প্রতিকৃতি আঁকেন, যা বিপুলভাবে সমাদৃত হয়। ১৮৮২ সালের ৩ ডিসেম্বর, বিহারের মুঙ্গের জেলায় নন্দলাল বসুর জন্ম। বাবা ছিলেন স্থপতি পূর্ণচন্দ্র বসু, মা ক্ষেমানি। বাংলার হুগলীতে ছিল তাঁর পিতৃপুরুষের ভিটে।

ছোটবেলা থেকেই স্থাপত্য ও চিত্রকলার প্রতি তাঁর গভীর আগ্রহ লক্ষ্য করে নন্দলাল বসুর বাবা-মা তাঁকে কলকাতার আর্ট স্কুলে ভর্তি করে দেন। ছবি আঁকা ও শেখানো ছাড়াও তিনি তিনটি বই লিখেছেন – রূপাবলী, শিল্পকলা এবং শিল্পচর্চা। ১৯৩০ সালে ডান্ডি অভিযানের সময়ে মহাত্মা গান্ধীকে যখন গ্রেপ্তার করা হয়, তখন নন্দলাল বোস গান্ধীজির লাঠি হাতে হাঁটার একটি ছবি আঁকেন। এটাই ছিল স্বাধীনতা সংগ্রামে নন্দলাল বসুর অংশগ্রহণের সূত্রপাত। চিত্রকলায় অবদানের জন্য তাঁকে পদ্মবিভূষণে সম্মানিত করা হয়েছে। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিষ্য নন্দলাল স্বাধীনতা সংগ্রামেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২০১৯ সালের ২৫ অগাস্ট, তাঁর মন কি বাত অনুষ্ঠানে নন্দলাল বসুকে স্মরণ করেন। তিনি বলেন, গুজরাটের হরিপুরায় কংগ্রেস অধিবেশনের আগে (১৯৩৭-৩৮) মহাত্মা গান্ধী নন্দলাল বসুকে আমন্ত্রণ জানান। তিনি তখন শান্তিনিকেতনে কলাভবনের অধ্যক্ষের দায়িত্বে ছিলেন। মহাত্মা গান্ধী চেয়েছিলেন নন্দলাল তাঁত চিত্রকলায় দেশের সাধারণ মানুষের জীবনযাপন ফুটিয়ে তুলুন এবং সেই সব ছবি অধিবেশনে প্রদর্শিত হোক। নন্দলাল বসু হরিপুরার

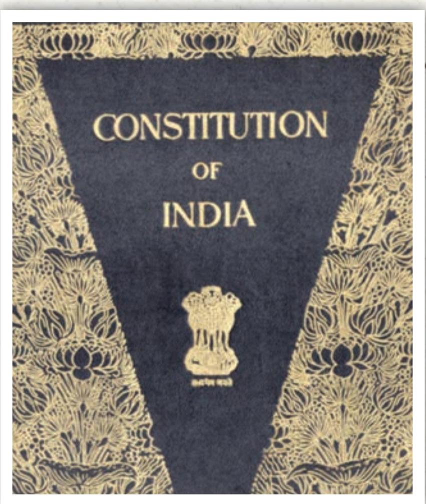

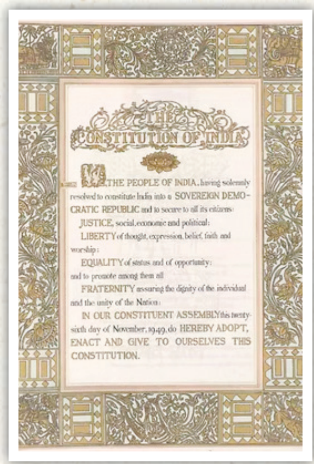
THE CONSTITUTION OF INDIA

WE, THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly resolved to constitute India into a SOVEREIGN DEMOCRATIC REPUBLIC and to secure to all its citizens:

JUSTICE, social, economic and political;

LIBERTY of thought, expression, belief, faith and worship;

EQUALITY of status and of opportunity;

and to promote among them all

FRATERNITY assuring the dignity of the individual and the unity of the Nation;

IN OUR CONSTITUENT ASSEMBLY this twenty-sixth day of November, 1949, do HEREBY ADOPT, ENACT AND GIVE TO OURSELVES THIS CONSTITUTION.

> **নন্দলাল বোস-এর শিল্পকৃতি আমাদের সংবিধানের সৌন্দর্য বাড়িয়ে তাকে এক নতুন পরিচয় দিয়েছে। তাঁর শিল্পচেতনার জন্য সংবিধানের সঙ্গে নন্দলাল বসুও অমর হয়ে থাকবেন।**
>
> **নরেন্দ্র মোদী,**
> **প্রধানমন্ত্রী**

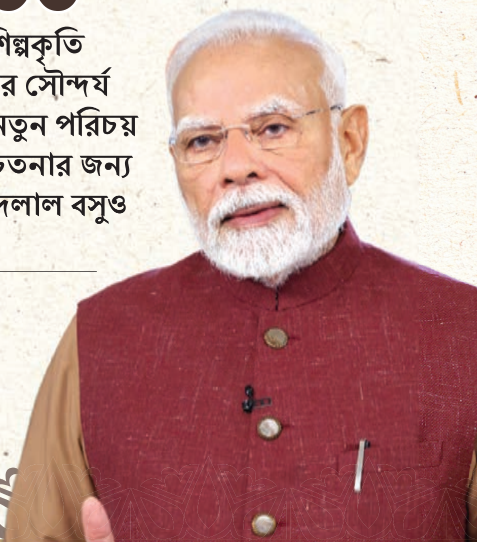

চারপাশের গ্রাম ঘুরে দেখে গ্রামীণ ভারতের চিত্র তাঁর ক্যানভাসে ফুটিয়ে তোলেন। এইসব অমূল্য ছবি ২০১৯ সালে ভেনিসের বিখ্যাত চিত্র প্রদর্শনীতে বহু মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

ভারতীয় সংবিধানের ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে রাজ্যসভার অধিবেশনে ২০২৪ সালের ১৭ ডিসেম্বর, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ নন্দলাল বসুকে স্মরণ করেন। তিনি বলেন, লিখিত সংবিধানের চেতনার সঙ্গে সাযুজ্য রেখে নন্দলাল বসু যেসব ছবি এঁকেছিলেন, তার মধ্য দিয়ে ভারতের ইতিহাস, ধর্ম, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও মানবিক মূল্যবোধ মূর্ত হয়ে উঠেছিল।

তাঁর চিত্রকৃতিতে ভগবান রাম, বুদ্ধ ও মহাবীরের প্রতিকৃতি যেমন রয়েছে, তেমনি গুরুকুলের মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে ভারতের সুপ্রাচীন শিক্ষা ব্যবস্থা। আমাদের শিক্ষানীতি কেমন হওয়া উচিত, তার বার্তা দেয় এইসব ছবি। ভগবদগীতার পাশাপাশি তিনি শিবাজী ও লক্ষ্মীবাঈ-এর ছবিও এঁকেছেন, দিয়েছেন দেশপ্রেমের শিক্ষা। গুরুকুলের ছবি আমাদের প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। জীবনে কীভাবে ভারসাম্য রক্ষা করতে হয়, তার প্রতীক হয়ে থেকেছে নটরাজের ছবি।

চলতি বছরের ২৬ জানুয়ারি, সাধারণতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজে সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রকের ট্যাবলোতে সংবিধানের ৭৫ বছরের গৌরবজনক যাত্রা তুলে ধরা হয়েছিল। সেখানে নন্দলাল বসুর শিল্পকৃতি স্থান পায়। ১৯৬৬ সালের ১৬ এপ্রিল, নন্দলাল বসুর জীবনাবসান হয়।

সন্ত্রাস সহ্য করা হবে না
ষড়যন্ত্রীরা রেহাই পাবে না...

জাতীয় সুরক্ষা এবং প্রতিটি নাগরিকের নিরাপত্তার যে অঙ্গীকার রয়েছে, তার সঙ্গে সাযুজ্য রেখে কেন্দ্রীয় সরকার সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে কড়া বার্তা দিয়েছে। ১০ নভেম্বর, সন্ধ্যায় দিল্লির লালকেল্লার কাছে জঙ্গি হামলার বিরুদ্ধে সারা দেশ ঐক্যবদ্ধ, সমগ্র বিশ্ব ভারতের সমর্থনে এগিয়ে এসেছে। এই ধরনের কাপুরুষোচিত ও ঘৃণ্য কাজের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি পুনর্ব্যক্ত করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, "এই ষড়যন্ত্রের পিছনে যারা রয়েছে তাদের বিচারের আওতায় আনা হবে!"

সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে ভারতের জিরো টলারেন্স নীতি সুস্পষ্ট। ভারত শান্তির পক্ষে, ভারত যুদ্ধ চায় না, কিন্তু তাই বলে সন্ত্রাস কোনোভাবেই মেনে নেওয়া হবে না। গত ১১ বছরে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে ভারত তিনটি বড় মাপের আঘাত হেনেছে – উরি সার্জিক্যাল স্ট্রাইক, অপারেশন বালাকোট এবং অপারেশন সিঁদুর। যতবার সন্ত্রাসবাদীরা ভারতের নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্বকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে, ততবারই দেশের ১৪০ কোটি নাগরিক এর বিরুদ্ধে এক হয়ে গর্জে উঠেছেন। দিল্লিতে লালকেল্লার কাছে জঙ্গি হামলার যে কাপুরুষোচিত যে ঘটনা ঘটেছে, তার তদন্তে সমস্ত দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে, পরবর্তী তদন্তের ভার জাতীয় তদন্ত সংস্থা এনআইএ-র হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

ভুটান থেকে ফিরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকে পৌরোহিত্য করেন। ১০ নভেম্বর, সন্ধ্যায় দিল্লিতে লালকেল্লার কাছে জঙ্গি হানায় গাড়ি বোমা বিস্ফোরণে প্রাণহানির ঘটনায় মন্ত্রিসভা গভীর শোকপ্রকাশ করেছে। নিহতদের স্মৃতির উদ্দেশে মন্ত্রিসভার সদস্যরা ২ মিনিট নীরবতা পালন করেন।

প্রস্তাবসমূহঃ

- দেশ এক জঘণ্য জঙ্গি নাশকতার সাক্ষী থেকেছে। ১০ নভেম্বর, সন্ধ্যায় লালকেল্লার কাছে দেশ বিরোধী শক্তিগুলি একটি গাড়ি বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে। এর জেরে বেশ কিছু মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন, আহত হয়েছেন আরও অনেকে।
- অর্থহীন এই হিংসায় নিহতদের প্রতি মন্ত্রিসভা বিনম্র শ্রদ্ধা জানায়, নিহতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করে।
- কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছে। বিস্ফোরণের পরে যেসব চিকিৎসাকর্মী ও অন্য মানুষজন জরুরি ভিত্তিতে ক্ষতিগ্রস্তদের পরিচর্যা করেছেন, তাঁদের তৎপরতার প্রশংসা করছে মন্ত্রিসভা।
- যে বেপরোয়া ও কাপুরুষোচিত কাজের জন্য নিরপরাধ মানুষের প্রাণহানি হলো, কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা সমস্বরে তার নিন্দা করছে।
- সন্ত্রাসের সমস্ত আকার ও রূপের প্রতি জিরো টলারেন্সের যে নীতি রয়েছে, কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা তার প্রতি ভারতের অটল অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করছে।
- সারা বিশ্ব থেকে বিভিন্ন দেশের সরকার ভারতের সমর্থনে এবং ভারতের প্রতি সংহতি জানিয়ে যে বিবৃতি দিয়েছে, তার প্রশংসা করেছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা।
- বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ, নিরাপত্তা সংস্থা এবং নাগরিকরা যেভাবে প্রতিকূল পরিস্থিতিতে সাহস ও সহানুভূতির পরিচয় দিয়ে সময়োপযোগী সমন্বিত প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছেন, তার প্রশংসা করছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা। তাদের নিষ্ঠা এবং কর্তব্যবোধ গভীর প্রশংসার যোগ্য।
- কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা এই ঘটনার তদন্ত দ্রুততার সঙ্গে এবং পেশাদারি দক্ষতায় এমনভাবে করার নির্দেশ দিচ্ছে, যাতে এই ঘটনার পিছনে থাকা ব্যক্তিদের, তাদের সহযোগীদের এবং তাদের মদতদাতাদের চিহ্নিত করে বিচারের আওতায় নিয়ে আসা যায়। সরকারের শীর্ষস্তর থেকে পরিস্থিতির উপর নজর রাখা হবে।
- জাতীয় সুরক্ষা এবং প্রতিটি নাগরিকের নিরাপত্তা রক্ষার যে অঙ্গীকার সরকার নিয়েছে, কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা তা পুনর্ব্যক্ত করেছে।

আমাদের এজেন্সিগুলি এই চক্রান্তের শেষ দেখে ছাড়বে, যারা এর পিছনে রয়েছে তারা রেহাই পাবে না

নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী

(ভুটানে এক অনুষ্ঠানে)

১০ নভেম্বর, সন্ধ্যায় দিল্লিতে জঙ্গি হামলার খবর পাওয়া মাত্র দিল্লি পুলিশের বিশেষ সেল, অপরাধদমন শাখা, জাতীয় তদন্ত সংস্থা এনআইএ, এনএসজি এবং ফরেন্সিক সায়েন্সের দল ঘটনাস্থরে ছুটে যায়। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ দ্রুত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে বিষয়টি জানান। পরিস্থিতির সংবেদনশীলতা মাথায় রেখে অমিত শাহ বলেন, সমস্ত দিক থেকে এর তদন্ত করা হচ্ছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী হাসপাতালে গিয়ে আহদের সঙ্গে কথা বলেন এবং পরিস্থিতি সরেজমিনে খতিয়ে দেখতে সেখান থেকে সরাসরি ঘটনাস্থলে যান। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ভুটান থেকে ফিরে হাসপাতালে গিয়ে আহতদের সঙ্গে কথা বলেন। তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন অপরাধীরা শাস্তি পাবেই। ●

বন্দে মাতরম-এর ১৫০ বছর

বন্দে মাতরম...
স্বাধীনতা সংগ্রামীদের গান

বন্দে মাতরম- "মা তোমাকে প্রণাম"- এই শব্দগুচ্ছ ছিল একটি মন্ত্র, একটি শক্তি এবং একটি দৃঢ় অঙ্গীকার। এটি আমাদের বর্তমানকে আত্মবিশ্বাসে ভরিয়ে তোলে এবং ভবিষ্যতের জন্য এই বিশ্বাস নিয়ে নতুন উদ্যমে সাহসের সঞ্চার করে যে, এমন কোনও অঙ্গীকার বা লক্ষ্য নেই, যা আমরা ভারতীয়রা অর্জন করতে পারি না। প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী দিল্লিতে ৭ নভেম্বর প্রতিরোধ এবং দেশাত্মবোধের প্রতীক বন্দে মাতরম-এর ১৫০তম বার্ষিকীর বর্ষপূর্তির সূচনা করেন...

৭ নভেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত ঐক্য, প্রতিরোধ এবং জাতীয় গর্বের পরম্পরা বন্দে মাতরমের ১৫০তম বার্ষিকী উদযাপিত হবে। এই গানের গুরুত্ব উদযাপন উপলক্ষে ৭ নভেম্বর ২০২৫ থেকে দেশজুড়ে বেশ কিছু কর্মসূচি চলছে। মূল অনুষ্ঠানটি ছাড়াও দেশ জুড়ে জনসমক্ষে সমবেতভাবে "বন্দে মাতরম" গানটি পুরো গাওয়া হয়। এই উদযাপনের লক্ষ্য হল, আজকের ভারতের জন্য বন্দে মাতরম-এর চেতনাকে পুনর্জাগরিত করা এবং ঐক্যবদ্ধ, স্বনির্ভর এবং সাংস্কৃতিকভাবে সমৃদ্ধ ভবিষ্যতের আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে দেশের গৌরবময় অতীতকে যুক্ত করা। ভারত সরকার চারটি পর্বে এই উৎসব উদযাপন করবে।

বর্ষব্যাপী উদযাপন অনুষ্ঠানের সূচনা করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই বার্তা দেন যে, যাঁরা দেশকে শুধুমাত্র ভূ-রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেন, তাঁদের কাছে দেশকে 'মা' হিসেবে দেখার ভাবনা আশ্চর্যজনক মনে হতে পারে। ভারতে 'মা' হলেন তিনি, যিনি জন্ম দেন, লালন-পালন করেন এবং সন্তানের প্রয়োজনে যিনি সমস্ত প্রতিকূলতার ঊর্ধ্বে ওঠেন। মা ভারতী অসীম ক্ষমতার অধিকারী, প্রতিকূলতার সময় আমাদের পথ দেখান এবং আমাদের শত্রুকে ধ্বংস করেন। মা হিসেবে দেশের ভাবনা এবং শক্তির স্বর্গীয় প্রতিমূর্তি হিসেবে মায়ের ভাবনা স্বাধীনতা আন্দোলনকে অনুপ্রাণিত করেছিল, যা

যেভাবে বন্দে মাতরম জাতীয় সঙ্গীত হয়ে উঠেছিল

বন্দে মাতরম, ভারতের জাতীয় সঙ্গীত... এই অবিস্মরণীয় জাতীয় সঙ্গীতটি দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং দেশ গড়ার সঙ্গে যুক্ত বহু প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করেছে। এটি জাতীয় সত্তা এবং সম্মিলিত চেতনার স্থায়ী প্রতীক। ৭ নভেম্বর ১৮৭৫-এ সাহিত্য পত্রিকা বঙ্গদর্শনে 'বন্দে মাতরম' প্রথম প্রকাশিত হয়। পরে এর লেখক বঙ্কিমচন্দ্র চ্যাটার্জি এটিকে তাঁর উপন্যাস 'আনন্দমঠ'-এ অন্তর্ভুক্ত করেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এর সুর দেন। ২৪ জানুয়ারি ১৯৫০-এ ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ গণ পরিষদে এক বিবৃতিতে বলেন : "জন গণ মন গানটির কথা এবং সুর বিবেচনা করে এটিকে জাতীয় সঙ্গীতের মর্যাদা দেওয়া হচ্ছে, পরিস্থিতি অনুযায়ী সরকার এতে পরিবর্তন আনতে পারে এবং দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালনকারী বন্দে মাতরমকেও সমান মর্যাদা দেওয়া হবে। আমার বিশ্বাস এতে সদস্যরা সন্তুষ্ট হবেন।" তাঁর বক্তব্য গৃহীত হয় এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন গণ মন গানটিকে স্বাধীন ভারতে জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে এবং বঙ্কিমচন্দ্রের বন্দে মাতরমকে জাতীয় স্তোত্রের মর্যাদা দেওয়া হয়।

স্বাধীনতা আন্দোলনে বন্দে মাতরম শহীদদের গান হয়ে ওঠা ছাড়াও এটি হল চিরন্তন অনুপ্রেরণার উৎস। কীভাবে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছিলাম, এটি শুধুমাত্র তা স্মরণ করিয়ে দেয় না, সেইসঙ্গে একে কীভাবে রক্ষা করতে হবে, তাও বলে দেয়। যখনই জাতীয় পতাকা তোলা হয়, তখনই এই শব্দগুলি আমাদের হৃদয় থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বেরিয়ে আসে:
ভারত মাতা কি জয়! বন্দে মাতরম!

- নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী

যেখানে নারী ও পুরুষ সমানভাবে অংশগ্রহণ করেছিল। প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, এই ভাবনা ভারতকে আবার একটি দেশের স্বপ্ন দেখার উপযোগী করে তুলেছে, যেখানে দেশ গড়ার ক্ষেত্রে সামনের সারিতে রয়েছে নারী শক্তি।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মূল গানটি থেকে কয়েকটি লাইন উদ্ধৃত করেন তিনি: "ত্বং হি দুর্গা, দশপ্রহরণ ধারিণী, কমলা কমল-দল বিহারিণী, জ্ঞানদায়িনী, সমৃদ্ধিদায়িনী লক্ষ্মী এবং অস্ত্র ও ধর্মের বাহক দুর্গা।" প্রধানমন্ত্রী মোদী জোর দিয়ে বলেন, মা ভারতী-ও সরস্বতী, জ্ঞানদায়িনী, লক্ষ্মী সমৃদ্ধিদায়িনী এবং দুর্গা অস্ত্র ও ধর্মের বাহক। আমরা অবশ্যই এমন একটি দেশ গড়ব যা জ্ঞান, বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির ক্ষেত্রে উৎকর্ষতা প্রদান করবে এবং জ্ঞান ও বিজ্ঞানের শক্তির মাধ্যমে সমৃদ্ধির চূড়ায় দেশকে নিয়ে যাবে এবং দেশের সুরক্ষার জন্য যা স্ব-নির্ভর হবে। ৭ নভেম্বর সেনাকর্মীদের জন্য এক পদ এক পেনশন নীতি রূপায়ণের ১১তম বার্ষিকীও। যখন আমাদের সেনাবাহিনী শত্রুদের দুরভিসন্ধি ব্যর্থ করে দেয়, যখন সন্ত্রাসবাদ, নকশালবাদ এবং মাওবাদী সন্ত্রাসকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করতে হয়, তখন আমাদের দেশের সুরক্ষা বাহিনী একটি মন্ত্রের মাধ্যমে অনুপ্রাণিত হয় : বন্দে মাতরম। ●

প্রধানমন্ত্রীর পুরো কর্মসূচি দেখতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন

সমবায়

একটি সমৃদ্ধ সমাজের প্রতিপালন

2025

আন্তর্জাতিক সমবায় দিবস

উন্নততর বিশ্ব গড়ছে সমবায়

अल्पानाम् अपि वस्तूनाम्, संहतिः कार्य साधिका।।

এর অর্থ হল, যখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জিনিস, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্পদ একত্রিত হয়, তখন বড় সাফল্য অর্জন করা যায়। ভারতে সমবায় গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে ধর্মশাস্ত্রের এই স্তোত্রের প্রভূত গুরুত্ব রয়েছে। বর্তমানে বিশ্বের সমবায় সমিতিগুলির এক চতুর্থাংশ রয়েছে ভারতে এবং ভারতের গ্রামীণ জনসংখ্যা প্রায় এক তৃতীয়াংশ তাঁদের সামাজিক ও আর্থিক প্রয়োজনে এগুলির সঙ্গে সরাসরি যুক্ত। বিগত কয়েক বছরে কেন্দ্রীয় সরকার সমবায় ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন এনেছে এবং নতুন শক্তির সঞ্চার করেছে, যা দশকের পর দশক ধরে ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে এক বিশেষ পারস্পরিক একাত্মতা গড়ে তুলেছে। এর ফলশ্রুতি হিসেবে সমবায়-ভিত্তিক আর্থিক মডেল ভারতের অগ্রগতির প্রধান ইঞ্জিন হয়ে উঠেছে এবং ২০৪৭-এর মধ্যে বিকশিত ভারতের লক্ষ্যকে বাস্তবায়িত করছে।

আন্তর্জাতিক সমবায় দিবস (আইওয়াইসি) ২০২৫-এর যখন যবনিকা পড়তে চলেছে, তখন বিশ্বের সেরা ১০টি সমবায়ের মধ্যে দুটি ভারতীয় সমবায় - আমূল এবং ইফকো-র যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান দখলের ঘটনার চেয়ে বেশি গর্বের মুহূর্ত আর কী হতে পারে। ১৪ ডিসেম্বর ১৯৪৬-এ ত্রিভুবন দাস প্যাটেলের নেতৃত্বে আমূল নথিভুক্ত হয়েছিল। আসুন আমরা দেখে নিই, এই উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জনের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার কীভাবে নীতির সংস্কার করেছে এবং ২০৪৭-এর মধ্যে বিকশিত ভারতের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার উদ্যোগে সমবায় আন্দোলনকে প্রাতিষ্ঠানিক চেহারা দিয়েছে।

ভারতের পক্ষে এক গর্বের মুহূর্ত !

"বিশ্বের সেরা ১০টি সমবায়ের মধ্যে প্রথম ২টি স্থান দখলের জন্য আমূল এবং ইফকো-কে আন্তরিক অভিনন্দন। আমূলের সঙ্গে যুক্ত লক্ষ লক্ষ মহিলার নিরলস নিষ্ঠা এবং ইফকো-র সঙ্গে যুক্ত কৃষকদের কাছে এটি বড় সম্মান। এটি সমবায় ক্ষেত্রের অসীম সম্ভাবনার সাক্ষ্যও বটে, যা ক্ষমতায়ন ও স্বনির্ভরতার আন্তর্জাতিক মডেলে রূপান্তরিত করছেন প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী জি।"

৪ নভেম্বর দেশের প্রথম সমবায় মন্ত্রী হিসেবে এই বার্তা দিয়েছিলেন অমিত শাহ, যিনি ভারতীয় সংস্কৃতির মূল সারবত্তা সমবায় ক্ষেত্রে নতুন শক্তির সঞ্চার করেছেন...পারস্পরিক সহযোগিতার ভারতীয় ভাবনার ব্যাপকতা...সম্মিলিত শক্তির অনন্য প্রদর্শন...ভারতীয়ত্বে পরিপূর্ণ এক জীবনযাপনের সূচনা...সহকার সে সমৃদ্ধির এক গৌরবময় মন্ত্র। এই দুটি সাফল্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর অঙ্গীকারকেও পূর্ণ করছে, যা গত বছরের ২২ ফেব্রুয়ারি আমূলের এক অনুষ্ঠানে তিনি ভাগ করে নিয়েছিলেন : "আজ আমূল বিশ্বের অষ্টম বৃহত্তম ডেয়ারি সংস্থা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। যত দ্রুত সম্ভব আপনাদের একে বিশ্বের বৃহত্তম ডেয়ারি সংস্থায় পরিণত করতে হবে। সরকার প্রতিটি ক্ষেত্রে আপনাদের পাশে রয়েছে এবং এটাই মোদীর গ্যারান্টি।" প্রধানমন্ত্রী মোদীর অঙ্গীকার দুই বছরের মধ্যেই বাস্তবায়িত হয়েছে এবং মাত্র কয়েক বছর আগে তৈরি হওয়া সমবায় মন্ত্রক কীভাবে সমবায় ক্ষেত্রে এক নতুন দিশা দিয়েছে, তার বার্তা দিচ্ছে। ফলশ্রুতি হিসেবে দুটি ভারতীয় সমবায় বিশ্বের মধ্যে শীর্ষস্থানে পৌঁছেছে। এই সাফল্যের প্রশংসা করতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছিলেন, "আমূল ও ইফকোকে অভিনন্দন। ভারতের সমবায় ক্ষেত্র অত্যন্ত গতিশীল এবং অনেক মানুষের জীবনকে বদলে দিচ্ছে। ভবিষ্যতে এই ক্ষেত্রকে আরও উৎসাহিত করতে আমাদের সরকার বেশ কিছু পদক্ষেপ নিচ্ছে।"

সহকার সে সমৃদ্ধি

জাতীয় সমবায় নীতি ২০২৫

- সমবায় ক্ষেত্রের দ্রুত, সর্বাত্মক এবং ধারাবাহিক উন্নয়নের জন্য রোডম্যাপ।
- লক্ষ্য: গ্রামীণ অর্থনীতিকে মজবুত করা ও তরুণদের যুক্ত করা।

৫০ **কোটি মানুষ ১০ বছরে সমবায় কাঠামোর সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন, তাঁদের আর্থিক অবদানকে ৩ গুণ বৃদ্ধি করেছেন।**

- বহুমুখী পিএসিএস-এর ওপর ভিত্তি করে প্রতিটি জেলায় একটি আদর্শ সমবায় গ্রাম গড়ে তোলা হবে।
- ডেয়ারী সমবায়ের মাধ্যমে 'শ্বেত বিপ্লব ২.০'। নারীর ক্ষমতায়ন ও কর্মসংস্থানকে প্রসারিত করা হবে।
- ডাল, তৈলবীজ, ভুট্টা এবং মোটা শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে খাদ্যে স্বনির্ভরতা বাড়ানো।

১০ বছরে লক্ষ্য

৬	১৬	৮২
মিশন পিলার্স	লক্ষ্য	কৌশল

অর্জন করতে হবে

এখন আসুন উদাহরণের মাধ্যমে এই সাফল্যকে বোঝার চেষ্টা করি...

আজ আমূল দেশে শ্বেত বিপ্লবের অগ্রদূত হয়ে উঠেছে। ৩৬ লক্ষ কৃষক, ১৮,০০০ গ্রামীণ কমিটি এবং ১৮টি জেলা ইউনিয়নের মাধ্যমে আমূল গোটা দেশ থেকে প্রতিদিন ৩.৫ কোটি লিটার দুধ সংগ্রহ করে। ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে আমূলের লেনদেন ৯০,০০০ কোটি টাকা ছাড়িয়ে গিয়েছে। এর থেকে স্পষ্ট, ৩৬ লক্ষ কৃষক, ৬৫ শতাংশ মহিলার অংশগ্রহণের মাধ্যমে

পরিবর্তন গ্রামের মানুষ এবং গরিব কৃষকদের জীবন বদলে দিচ্ছে

- সমবায় মন্ত্রক দেশের গরিব, কৃষক এবং গ্রামবাসীদের জীবন বদলে দিচ্ছে।
- রপ্তানি সমিতির মাধ্যমে কৃষকরা জৈব গমের দাম উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি পাচ্ছেন।
- কমন সার্ভিস সেন্টার, মাইক্রো এটিএম, হর ঘর নল এবং ব্যাঙ্ক মিত্র সহ ২৫টি অন্যান্য উদ্যোগের সঙ্গে পিএসিএস-কে সুসংহত করা হয়েছে।
- পিএসিএস-এর উপবিধিগুলির সংশোধনের মাধ্যমে দেশের জেলা সমবায় ব্যাঙ্কের ইন্সপেক্টরদের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করা হয়েছে।
- জন ঔষধি কেন্দ্রগুলিতে পরিষেবা প্রদানে নিযুক্ত পিএসিএস-গুলি সহজলভ্য দামে ওষুধের প্রাপ্তি সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করছে।

সমবায়গুলি কেন্দ্রের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারের মধ্যে রয়েছে

- দেশে এই প্রথম সমবায়গুলির একটি তথ্য ব্যাঙ্ক গড়ে তোলা হয়েছে। ৩০টি বিভিন্ন ক্ষেত্রের ৮.৪৪ লক্ষ সমবায় সমিতির প্রায় ৩২ কোটি সদস্যের তথ্য এতে রয়েছে।
- মহারাষ্ট্রে সর্বোচ্চ ২৭% সমবায় সমিতি রয়েছে, এর পরেই রয়েছে গুজরাটের ১০%।
- সমবায়গুলির মধ্যে সর্বোচ্চ ২৩% সমবায় রয়েছে আবাসন ক্ষেত্রে, এর পরেই রয়েছে ডেয়ারি সমিতিগুলির ১৮% এবং প্রাথমিক কৃষি ঋণ সমবায়গুলির ১৩%।

১৫৭%

সমবায় সমিতির বৃদ্ধি জম্মু ও কাশ্মীরে, ২০২১-এর ৪,০৯৮ থেকে বেড়ে বর্তমানে হয়েছে ১০,৫৩৫টি।

ভারতের জনসংখ্যার ২০%-এর বেশি মানুষ নানাভাবে সমবায় আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এই গড় হার হল মাত্র ১২%।

কৃষকদের ক্ষুদ্র অবদানকে সঙ্গী করে দীর্ঘ বহু বছর ধরে সাফল্যের সঙ্গে আমূলের এ ধরনের বিরাট সমবায় চালিয়ে আসছে। এটি দেশে সমবায় ক্ষেত্রের বিপুল সম্ভাবনাকে তুলে ধরছে। আমূল সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, "স্বাধীনতার পর দেশে বহু ব্র্যান্ড তৈরি হয়েছে, কিন্তু কোনওটিই আমূলের মতো নয়। আমূল আজ দেশের গবাদি পশুর কৃষকদের শক্তির প্রতীক হয়ে উঠেছে। আমূল অর্থ হল আস্থা। আমূল অর্থ হল বিকাশ। আমূল অর্থ হল, মানুষের অংশগ্রহণ। আমূল অর্থ হল, কৃষকদের ক্ষমতায়ন। আমূল অর্থ হল, সময়ের সঙ্গে আধুনিকতার সুসংহতকরণ। আমূল অর্থ হল, স্বনির্ভর ভারতের অনুপ্রেরণা। আমূল অর্থ হল বড় স্বপ্ন, বড় অঙ্গীকার এবং বড় সাফল্য।"

একইভাবে, ইফকো-র লেনদেনের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৪১,০০০ কোটি টাকা এবং লাভের পরিমাণ হল ৩০০০ কোটি টাকা। ইফকো হল বহু রাজ্যের সমবায় সমিতি, যার সঙ্গে দেশের ৩৫,০০০ সমবায় সমিতি যুক্ত, অধিকাংশই হল

পিএসিএস-গুলিকে বহুমুখী, বহু উদ্দেশ্যসাধনকারী এবং স্বচ্ছ করে তোলা হচ্ছে

প্রাথমিক কৃষি ঋণ সমিতি (পিএসিএস)-গুলির সঙ্গে ১৩ কোটির বেশি কৃষক সদস্য যুক্ত। পিএসিএসগুলিকে বহু উদ্দেশ্যসাধক, বহুমুখী এবং স্বচ্ছ প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে আদর্শ উপবিধি তৈরি করা হয়েছে। মহিলা, তপশিলি জাতি এবং তপশিলি উপজাতি সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্বের মাধ্যমে পিএসিএস-গুলির সদস্যপদকে আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক ও ব্যাপক করে তোলা হয়েছে। ২৫টি আর্থিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত করার মাধ্যমে পিএসিএস-গুলিকে বহুমুখী পরিষেবা প্রদানকারী কেন্দ্রে রূপান্তরিত করা হচ্ছে। সেগুলির মাধ্যমে এখন ৩০০টির বেশি সরকারি প্রকল্পের সুবিধা ও পরিষেবা প্রদান করা হচ্ছে।

এ পর্যন্ত ৩২টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল এটিকে গ্রহণ করেছে

কম্পিউটার ব্যবস্থা পিএসিএসকে সশক্ত করেছে

২,৯২৫ কোটি টাকা পিএসিএস-এর কম্পিউটার প্রকল্পের জন্য অনুমোদিত হয়েছে।

৭৩,৪৯৩ টি পিএসিএস প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে, প্রায় ৬০,০০০টি কাজ চালু হয়ে গিয়েছে। ৩০টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে হার্ডওয়্যার সংগ্রহ করা হয়েছে।

সমবায়ের কাজের পরিসরের মধ্যে রয়েছে পঞ্চায়েত ও গ্রাম

সমস্ত পঞ্চায়েত এবং গ্রামগুলিকে সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলির আওতায় আনতে নতুন পিএসিএস, ডেয়ারি এবং মৎস্য সমবায় গড়ে তোলার কাজ শুরু হয়েছে। ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৩-এ এই প্রকল্প চালু হওয়ার পর ১৫ অগাস্ট ২০২৫ পর্যন্ত দেশে মোট ২৪,৪১৭টি নতুন পিএসিএস, ডেয়ারি এবং মৎস্য সমবায় নথিভুক্ত হয়েছে।

সমবায় ক্ষেত্রে বিশ্বের বৃহত্তম খাদ্য মজুত প্রকল্প

- কয়েকটি প্রকল্প ও মিশনকে একত্রিত করে খাদ্য মজুত গুদাম তৈরি, শুল্ক আদায় কেন্দ্র, প্রাথমিক প্রক্রিয়াকরণ ইউনিট এবং পিএসিএস স্তরে শস্যের অপচয় রুখতে কৃষি পরিকাঠামো এবং পরিবহণের খরচ কমানোর লক্ষ্যে একটি প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে।
- পাইলট প্রকল্পের অংশ হিসেবে ১১টি রাজ্যে ১১টি পিএসিএস তৈরির কাজ শেষ হয়েছে। এখন গুদামঘর তৈরির জন্য চিহ্নিত ৫০০-র বেশি পিএসিএস-এ এই উদ্যোগের বিস্তার ঘটানো হচ্ছে।
- ২২৫টি পিএসিএস-এর গুদামঘর হিসেবে ভাড়ার নিশ্চয়তা দিয়েছে রাজ্য সরকার, নাফেড এবং এনসিসিএফ। ১২৯টি অন্য পিএসিএস-এ নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। এর মধ্যে ৬৫টির কাজ শেষ হয়েছে।
- আর্থিক কার্যকারিতা বাড়াতে, নির্মাণ খরচ ও ভর্তুকি কমাতে কৃষি বিপণন পরিকাঠামো (এএমআই) প্রকল্পে সামান্য সংশোধন করা হয়েছে।

প্রাথমিক কৃষি ঋণ সমিতি (পিএসিএস) এবং বিপণন সম্পর্কিত সমিতি। এইসব সমিতির মাধ্যমে ৫ কোটির বেশি কৃষক ইফকো-র সদস্য হয়েছেন এবং ইফকো আজ ৯৩ লক্ষ মেট্রিক টন ইউরিয়া ও ডিএপি সার তৈরির মাধ্যমে দেশে সবুজ বিপ্লবের একটি স্তম্ভ হয়ে উঠেছে। ইফকোর ন্যানো ইউরিয়া এবং ন্যানো ডিএপি ব্রাজিল, ওমান, আমেরিকা, জর্ডন এবং বিশ্বের আরও ৬৫টি দেশে রপ্তানি করা হচ্ছে।

আন্তর্জাতিক সমবায় জোট (আইসিএ) আমূলকে প্রথম এবং ইফকোকে বিশ্বের মধ্যে দ্বিতীয় স্থানের স্বীকৃতি দিয়েছে, যা সমবায়ের ধারণা ও সংস্কৃতিকে আজ শক্তিশালী ক্ষেত্র হিসেবে তুলে ধরছে। এছাড়া শিল্পোদ্যোগ সমবায় পুরস্কার বিভাগে ২০২৩-এ এশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় সমবায় উৎকর্ষ পুরস্কার পেয়েছে ভারতের উরলুঙ্গাল লেবার কন্ট্রাক্ট কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড।

কমন সার্ভিস সেন্টার হিসেবে পিএসিএস

গ্রামীণ স্তরে পিএসিএস-এর ব্যাপ্তির কথা বিবেচনা করে ব্যাঙ্কিং, বিমা, আধার নথিভুক্তি, স্বাস্থ্য পরিষেবা, প্যানকার্ড পরিষেবা, রেল, বাস ও বিমান টিকিট বুকিং-এর মতো ৩০০টির বেশি পরিষেবা প্রদানের লক্ষ্যে পিএসিএসগুলিকে উপযুক্ত করে তুলতে মন্ত্রীস্তরীয় এবং বিভিন্ন এজেন্সির মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ১০ নভেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত ৫০,৩৫৫টি পিএসিএস গ্রামের মানুষের মধ্যে কমন সার্ভিস সেন্টার হিসেবে পরিষেবা প্রদানের কাজ শুরু করেছে।

- পিএসিএস ১৮৬৩টি কৃষক উৎপাদক সংগঠনকে (এফপিও) নথিভুক্ত করেছে। এর মাধ্যমে কৃষকরা বাজারের সঙ্গে যোগাযোগ গড়ে তুলতে পারবেন এবং তাঁদের পণ্যের ন্যায্য দাম সুনিশ্চিত হবে।
- পেট্রোল ও ডিজেলের খুচরো আউটলেটগুলিতে পিএসিএস-কে অগ্রাধিকারের তালিকায় রাখা হয়েছে। ২৭টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ৩৯৩টি পিএসিএস আবেদন জানিয়েছে। পিএসিএস-গুলিকে তাদের পাইকারি পেট্রোল পাম্পগুলিকে খুচরো আউটলেটে পরিণত করার সুযোগ দেওয়া হয়েছে।
- এলপিজি পরিবেশক হিসেবে আবেদনের জন্য সরকার এখন পিএসিএস-কে সম্মতি দিয়েছে।
- গ্রামাঞ্চলে নলবাহিত জল সরবরাহ ব্যবস্থা পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের উপযোগী হয়ে উঠেছে পিএসিএস-গুলি; এই ক্ষেত্রে ৫৩৯টি পিএসিএসকে চিহ্নিত করা হয়েছে।
- পিএম কুসুম যোজনা এবং পিএম সূর্যঘর মুফত বিজলি যোজনাকেও পিএসিএস-এর সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে পিএম সূর্যঘর মুফত বিজলি যোজনার জন্য ১০০টি শহরকে বেছে নেওয়া হয়েছে।

৩৬,৫৯২টি

পিএসিএস এখন প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সমৃদ্ধি কেন্দ্র (পিএমকেএসকে) হিসেবে কাজ করছে, কৃষকদের সহজে সারের ব্যবস্থা এবং পরিষেবা সুনিশ্চিত করছে।

২০ লক্ষ ডেয়ারি কৃষক সংগঠিত সমবায় সমিতির সদস্য হওয়ার উপযোগী হয়ে উঠবেন

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ জুলাই ২০২৫-এ সর্দার প্যাটেল সমবায় ডেয়ারি ফেডারেশন লিমিটেড নামে একটি বহু রাজ্য ভিত্তিক সমবায় সংগঠনের সূচনা করেছেন। ২০টি রাজ্যের ২০,০০০-এর বেশি গ্রামের ২০ লক্ষাধিক ডেয়ারি কৃষক এর সদস্য হবেন। এই ফেডারেশনের মাধ্যমে কৃষকরা সুনিশ্চিত দুগ্ধ সংগ্রহ, পশুর উন্নত পরিচর্যা, প্রাণী পুষ্টি এবং আধুনিক ডেয়ারি প্রযুক্তির সুবিধা পাবেন। হিমঘর পরিকাঠামো, হিমঘর কেন্দ্র এবং দক্ষ প্রক্রিয়াকরণের সুযোগ-সুবিধা উন্নত মানকে আরও মজবুত করবে। নিরাপদ এবং বিজ্ঞানসম্মত ডেয়ারি পণ্যের চাহিদা মেটানোর ক্ষেত্রে এটি সহায়ক হবে।

শক্তিশালী এবং প্রেরণাদায়ক সমবায় কাহিনীর তালিকা সীমাহীন এবং পরিসংখ্যানের মাধ্যমে গোটা দেশ ও বিশ্বে এগুলির গুরুত্ব প্রকাশ্যে এসেছে। দেশে ৮ লক্ষের বেশি সমবায় সমিতি রয়েছে, ৩০ কোটির বেশি সদস্য রয়েছে এবং প্রায় ৩০টি ক্ষেত্রে এগুলি ব্যাপকভাবে কাজ করে থাকে। দেশের প্রতি ৫ জন ব্যক্তির মধ্যে একজন সমবায় ক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত। গরিব এবং প্রান্তিক মানুষের উন্নয়নে সমবায়গুলি হাতিয়ার হয়ে উঠেছে। সমবায়গুলি কোনও না কোনওভাবে দেশের প্রতিটি পরিবারকে ছুঁয়ে যাচ্ছে। আজ দেশের প্রায় ৯১% গ্রাম সমবায়গুলির মাধ্যমে কৃষি উন্নয়ন, গ্রামোন্নয়ন এবং স্বনিযুক্তির সঙ্গে যুক্ত। এটি গ্রামীণ অর্থনীতিকে মজবুত করছে, স্বনিযুক্তি এবং ক্ষুদ্র শিল্পোদ্যোগের অগ্রগতি ত্বরান্বিত করছে। সামাজিক অন্তর্ভুক্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং উদ্ভাবন ও গবেষণার ক্ষেত্রে নতুন মান তৈরি হচ্ছে।

সমবায়

সহকার সে সমৃদ্ধিতে প্রেরণা যোগাচ্ছে

সমবায় আন্দোলনকে জোরদার করতে মন্ত্রক ১০০টির বেশি উদ্যোগের সূচনা করেছে। ৬ জুলাই ২০২৫-এ জাতীয় সমবায় নীতি ২০২৫ চালু করা হয়। সহকার সে সমৃদ্ধির মন্ত্রকে তুলে ধরতে অসংখ্য প্রকল্প ও উদ্যোগের সূচনা করা হয় এবং আয়কর ও জিএসটি সহ বেশ কিছু ক্ষেত্রে ছাড় দেওয়া হয়।

*আজ দেশে **৮.৪৪ লক্ষের** বেশি সমবায় সংগঠন সক্রিয় রয়েছে, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রায় ৩২ কোটি মানুষ এর সঙ্গে যুক্ত। এছাড়া কৃষকদের প্রায় ৯৪ শতাংশ কোনও না কোনওভাবে সমবায় ক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত।*

১ কোটি থেকে ১০ কোটি টাকার মধ্যে আয়ের ক্ষেত্রে সমবায় সমিতিগুলির করের হার ১২% থেকে কমিয়ে ৭% করা হয়েছে। এর ফলে সমবায় সমিতিগুলির ওপর করের বোঝা কমছে।

- সমবায় সমিতিগুলির ২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত নগদ লেনদেনের ক্ষেত্রে আয়কর সংক্রান্ত জরিমানা ছাড় দেওয়া হয়েছে। পিএসিএস এবং প্রাথমিক সমবায় কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন ব্যাঙ্কগুলিতে নগদ জমা ও পেমেন্টের সীমা ২০,০০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ২ লক্ষ টাকা করা হয়েছে।
- নতুন উৎপাদনকারী সমবায় সমিতিগুলির ওপর করের হার আগের ৩০% থেকে কমিয়ে ১৫% করা হয়েছে।
- সমবায় সমিতিগুলির জন্য ন্যূনতম বিকল্প করের হার ১৮.৫% থেকে কমিয়ে ১২% করা হয়েছে।
- আখের জন্য কৃষকদের এপ্রিল ২০১৬তে চালু হওয়া রাজ্য নির্ধারিত মূল্যের (এসএপি) চেয়ে যদি বেশি দাম দিতে হয়, তবে সমবায় চিনি কলগুলিকে অতিরিক্ত কোনও কর দিতে হবে না।
- গুড়ের ওপর জিএসটি ২৮% থেকে কমিয়ে ৫% করা হয়েছে, এর ফলে উচ্চহারে সমবায় চিনি কলগুলি গুড় বিক্রির মাধ্যমে তাদের সদস্যদের বেশি লাভের সুযোগ করে দিতে পারছেন।
- খরচ হিসেবে ২০১৬-১৭ মূল্যায়ন বর্ষের আগে সমবায় চিনি সমিতিগুলিকে আখ কৃষকদের দাবি মতো প্রাপ্য টাকা মিটিয়ে দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এর ফলে ৪৬,০০০ কোটি টাকার বেশি ছাড় পাওয়া গেছে। অতিরিক্ত হিসেবে সমবায় চিনি কলগুলিকে শক্তিশালী করতে ১০,০০০ কোটি টাকার ঋণ প্রকল্প চালু করা হয়।
- ইথানল সংগ্রহের ক্ষেত্রে সমবায় চিনি কলগুলিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয় এবং ইথানল সংমিশ্রণ কর্মসূচির আওতায় ইথানল সংগ্রহের ক্ষেত্রে সমবায় চিনি কলগুলিকে বেসরকারি সংস্থাগুলির সমান মর্যাদা দেওয়া হয়।
- সমবায় ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা, কর্মসংস্থান এবং সুস্থিতিশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৬০টির বেশি নীতি সংস্কার রূপায়িত করা হয়েছে।
- কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কগুলিকেও ব্যাঙ্কমিত্র হিসেবে মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। দুয়ারে দুয়ারে আর্থিক পরিষেবা দিতে

এছাড়া আন্তর্জাতিকভাবে ৩০ লক্ষ সমবায়ের মাধ্যমে ১২ শতাংশের বেশি মানুষ সমবায় ক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন। ৩০০টি বৃহত্তম সমবায় সহ এই ক্ষেত্রে লেনদেনের পরিমাণ হল ২,৪০৯.৪১ বিলিয়ন ডলার। উন্নত কর্মসংস্থান এবং ২৮ কোটি মানুষের অর্থাৎ বিশ্বে কাজের সঙ্গে যুক্ত মানুষের ১০ শতাংশ প্রতিনিধিত্বের মাধ্যমে এই সমবায়গুলি সুস্থিতিশীল আর্থিক উন্নয়নকেও এগিয়ে নিয়ে চলেছে। ডেয়ারি এবং মৎস্য সমবায়গুলিকেও

"ভারতের সমবায়গুলি ভাবনা থেকে আন্দোলন, আন্দোলন থেকে বিপ্লব এবং বিপ্লব থেকে ক্ষমতায়নের পথ পরিক্রমা করেছে। আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে সমবায়গুলি নতুন শক্তি যোগাতে পারে।"

নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী

এগুলিকেও ক্ষুদ্র এটিএম হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। গুজরাটে প্রায় ১০,০০০ ক্ষুদ্র এটিএম বন্টন করা হয়েছে।

- সমবায় ব্যাঙ্কগুলির ব্যাপ্তি বাড়াতে, এর গুরুত্বকে স্বীকৃতি দিয়ে এবং সমবায় সদস্যদের প্রয়োজনীয় নগদ অর্থের যোগান দিতে সমবায় সমিতির সদস্যদের RuPay কিষাণ ক্রেডিট কার্ড দেওয়া হচ্ছে।
- বর্তমানে ১০০০টি মৎস্য সমবায়কে মৎস্য চাষি উৎপাদক সংস্থায় (এফএফপিও) রূপান্তরিত করার উদ্যোগও নেওয়া হয়েছে। এর জন্য ক্লাস্টার বেস্ট বিজনেস অর্গানাইজেশন বাণিজ্যিক পরিকল্পনাও করছে। মৎস্যজীবীদের বাজারের সঙ্গে যোগাযোগ এবং প্রক্রিয়াকরণ সুযোগ-সুবিধার লক্ষ্যে ৭০টি এফএফপিও-কে ইতিমধ্যে নথিভুক্তও করা হয়েছে।
- ২০২৫-২৬ থেকে ২০২৮-২৯ পর্যন্ত অর্থবর্ষের জন্য "গ্র্যান্ড-ইন-এইড টু দ্য ন্যাশনাল কো-অপারেটিভ ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন (এনসিডিসি)" নামে ২০০০ কোটি টাকার একটি কেন্দ্রীয় প্রকল্প অনুমোদন করা হয়েছে। এর ফলে এনসিডিসি চার বছরে খোলা বাজার থেকে প্রায় ২০,০০০ কোটি টাকা তুলতে পারবে। ডেয়ারি, পশুপালন, মৎস্য, চিনি, বস্ত্র, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, গুদাম ঘর ও হিমঘর, শ্রম এবং মহিলা পরিচালিত সমবায়ের মতো বিভিন্ন ক্ষেত্রের যুক্ত দেশের প্রায় ১৩,২৮৮টি সমবায় সমিতির প্রায় ২.৯ কোটি সদস্য এই প্রকল্পে উপকৃত হবেন বলে আশা করা হচ্ছে।
- জিইএম-এ সমবায়গুলিকে ক্রেতা হিসেবে নথিভুক্ত করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

কৃষকদের স্বনির্ভরতার পথ...

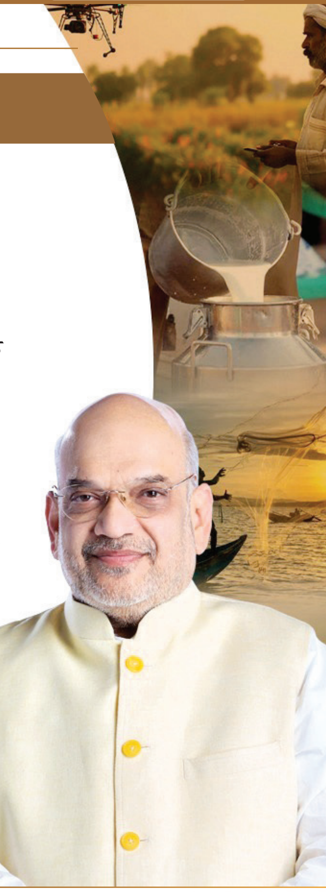

সমবায় মন্ত্রক দেশে ডালের (অড়হর, মুসুর ও কলাই) উৎপাদন বাড়াতে এবং রপ্তানির ওপর নির্ভরশীলতা কমাতে স্ব-নির্ভরতার প্রচারাভিযান শুরু করেছে। ইথানল সংমিশ্রণ কর্মসূচির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ভুট্টার উৎপাদনও বাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এর জন্য এনসিসিএফ এবং নাফেডকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। কৃষকদের নথিভুক্তির জন্য এনসিসিএফ ই-সংযুক্তি এবং নাফেড ই-সমৃদ্ধি পোর্টাল চালু করেছে। এই পোর্টালের মাধ্যমে নথিভুক্ত কৃষকরা ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে (এমএসপি) তাঁদের অড়হর, কলাই, মুসুর উৎপাদনের পুরোটাই বিক্রি করতে পারবেন। যদি বাজারদর এমএসপি-র চেয়ে বেশি হয়, তবে কৃষকরা খোলা বাজারে তাঁদের উৎপাদিত ফসল বেশি দামে বিক্রি করে লাভ করতে পারবেন। এ পর্যন্ত ই-সংযুক্তি পোর্টালে ৪.১৪১ মিলিয়নের বেশি কৃষক এবং নাফেডের ই-সমৃদ্ধি পোর্টালে ১১.০৭ লক্ষ কৃষক তাঁদের নাম নথিভুক্ত করেছেন।

এর ফলে সমবায়গুলি প্রায় ৬৭ লক্ষ ভেন্ডার থেকে ব্যয়সাশ্রয়ী উপায়ে পণ্য ও পরিষেবা নিতে পারবে। ৫৭৪টির বেশি সমবায় সমিতিকে ইতিমধ্যে যুক্ত করা হয়েছে।

- জানুয়ারি ২০২৫-এ সমবায়গুলির মূল্যায়ন ও র‍্যাঙ্কিং-এর জন্য সমবায় র‍্যাঙ্কিং কাঠামো তৈরি করা হয়েছে। ৭টি প্রধান ক্ষেত্রে জাতীয় সমবায় ডেটাবেস পোর্টাল র‍্যাঙ্কিং নির্ধারণ করতে পারে।
- বিভিন্ন রাজ্যের সমবায় সমিতিগুলির প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে মজবুত করতে, স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা বাড়াতে এবং নির্বাচনী প্রক্রিয়া উন্নত করতে বিবিধ-রাজ্য সমবায় সমিতি (সংশোধনী) আইন ২০২৩-এর আওতায় বিবিধ-রাজ্য সমবায় সমিতি আইন ২০০২-কে সংশোধন করা হয়েছে।
- পোর্টালের মাধ্যমে সাহারা গোষ্ঠী সমবায় সমিতির ২২.৫৬ লক্ষ বৈধ আমানতকারীকে ৪,৪৪৮ কোটি টাকার বেশি ফেরত দেওয়া হয়েছে।

রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভায় ২০২৫কে আন্তর্জাতিক সমবায় বর্ষ হিসেবে ঘোষণা করা হয়, এর বিষয়বস্তু ছিল "সমবায় উন্নত বিশ্ব তৈরি করে।"

বস্তুতপক্ষে দশকের পর দশক ধরে ভারতীয় সংস্কৃতির অগ্রদূত হয়ে উঠেছে সমবায়গুলি। এই ভাবনা হল ভারতের ভাবনা। সমবায়গুলি হল ভারতীয় সংস্কৃতির মূল সত্তা। ভারত সমবায়ের ভাবনাকে তুলে ধরেছে এবং গোটা বিশ্বে তা ছড়িয়ে দিয়েছে। বিশ্বের কাছে সমবায় হল একটি মডেল। কিন্তু ভারতের কাছে সমবায় হল সংস্কৃতির ভিত্তি এবং জীবনযাপনের একটি পথ। সমবায়গুলি শক্তিবর্ধক হয়ে উঠেছে, যা ব্যক্তিগত শক্তিকে সমষ্টিগত সামাজিক শক্তিতে পরিণত করেছে। এটাও বলা যেতে পারে যে, ভারতীয় সমাজের ভিত্তির গভীরে পৌঁছে গিয়েছে সমবায়। সামাজিক ও আর্থিক লক্ষ্য অর্জনের সম্মিলিত চেতনাকে লালন-পালন করছে সমবায়।

শ্বেত বিপ্লব ২.০...

ভারতের গ্রামে পরিবর্তনের এক নতুন অধ্যায়

শ্বেত বিপ্লব ২.০-র লক্ষ্য হল, দেশের সেইসব অঞ্চলের কৃষকদের কাছে ডেয়ারি সমবায়কে পৌঁছে দেওয়া, যেখানে এখনও পর্যন্ত এইসব সমবায় পৌঁছতে পারেনি। ডেয়ারি সমবায়ে যোগদানের মাধ্যমে কৃষকরা তাঁদের দুধের আরও ভালো বাজার পাবেন। শ্বেত বিপ্লব ২.০-র লক্ষ্য হল সমবায়ের ব্যাপ্তিকে প্রসারিত করা, দুধের সংগ্রহ ৫০% বাড়ানো, গ্রামাঞ্চলে নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ-সুবিধার সৃষ্টি করা এবং আর্থিকভাবে মহিলাদের ক্ষমতায়ন। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী অমিত শাহ শ্বেত বিপ্লব ২.০-এর উপযুক্ত পরিচালন পদ্ধতির সূচনা করেছেন।

১৬,৩২২ টি দুগ্ধ সমবায় সমিতি এ পর্যন্ত নথিভুক্ত হয়েছে

ডেয়ারি ক্ষেত্রকে কাচরে সে কাঞ্চন থেকে রূপান্তরের উদ্যোগ

শ্বেত বিপ্লব ২.০-র একটি প্রধান লক্ষ্য হল, ডেয়ারি ক্ষেত্রে একটি উন্নয়নের মডেল গড়ে তোলা, যা পরিবেশ সুরক্ষা, সম্পদের পুনর্ব্যবহার এবং কৃষকের সুস্থিতিশীল আয় বৃদ্ধি সুনিশ্চিত করবে। এই লক্ষ্যে ডেয়ারি ক্ষেত্রে সুস্থায়িত্বকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সরকার পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে রয়েছে ডেয়ারি মূল্য শৃঙ্খল ব্যবস্থায় জলবায়ু-স্মার্ট ব্যবস্থা, সম্পদের দক্ষ পুনর্ব্যবহার, কম নিঃসরণ ও আয়ের সংস্থান সৃষ্টিকারী পরিমণ্ডল গড়ে তোলা। এই লক্ষ্যে ৩টি মাল্টি-স্টেট সমবায় সমিতি গড়ে তোলা হবে।

- গবাদি পশু, খাদ্য উৎপাদন, রোগ নিয়ন্ত্রণ এবং কৃত্রিম গর্ভধারণের জন্য
- গরু ও মোষের গোবর ব্যবস্থাপনার জন্য।
- মৃত গবাদি পশুর চামড়া, হাড় ও শিংয়ের ব্যবস্থাপনার জন্য

দীর্ঘকাল ধরে এই ক্ষেত্রটি দেশে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে ছিল এবং ধারাবাহিকতায় ঘাটতি ছিল। দেশের গ্রামাঞ্চলের অর্থনীতির সুষম বিকাশের লক্ষ্যে সমবায় আন্দোলনকে মজবুত করতে এবং এর সুযোগ-সুবিধা প্রতিটি বাড়িতে পৌঁছে দিতে ২০২১-এ পৃথক সমবায় মন্ত্রক গঠন করা হয়। বিগত ১১ বছর ধরে গ্রামীণ ভারতে সড়ক, আবাসন,

> **সমবায়গুলি আমাদের দুগ্ধ ক্ষেত্র... আমাদের গ্রামীণ অর্থনীতিতে নতুন গতি সঞ্চার করছে**
>
> **নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী**

টেলি যোগাযোগ, বিদ্যুৎ, শৌচালয় এবং রান্নার গ্যাসের মতো মূল পরিকাঠামোগত ক্ষেত্রে নজিরবিহীন উন্নয়ন লক্ষ্য করা গেছে। এর ফলে গ্রামাঞ্চলে প্রত্যাশা অনেক বেড়ে গিয়েছে। এখন দ্রুত গতিতে পরিকাঠামোর উন্নতি ঘটানো হচ্ছে। বাজারের সঙ্গে তাল রাখতে গ্রামীণ অর্থনীতিকে আরও মজবুত, সংগঠিত এবং সুসংহত করা প্রয়োজন। এই প্রেক্ষাপটে সমবায় ভিত্তিক অর্থনৈতিক মডেল ভারতের অগ্রগতির প্রধান ইঞ্জিন হয়ে উঠেছে। সেইসঙ্গে ২০৪৭-এর মধ্যে বিকশিত ভারতের লক্ষ্যের বাস্তবায়নে অবদান রেখে চলেছে।

ভারতে সমবায় আন্দোলন

স্বাধীনতার আগে গুজরাটের আনন্দ-খেরা জেলার কয়েকজন কৃষক মুম্বইয়ের পলসন ডেয়ারিতে দুধ বিক্রি করতেন। কোনও একটি ক্ষেত্রে কৃষকরা বাড়তি দাম দাবি করেন এবং পলসন ডেয়ারি দুধ কেনা বন্ধ করে দেয়। অসহায় কৃষকরা ত্রিভুবন দাস কিশিভাই প্যাটেলের নেতৃত্বে সর্দার প্যাটেলের দ্বারস্থ হন। তিনি বলেন, "যদি আপনারা দাসত্ব মেনে নেন, তবে আপনাদের অত্যাচার সহ্য করতে হবে। যদি আপনারা তা করতে না চান, তবে আপনাদের নিজেদের সমবায় সমিতি গঠন করা উচিত এবং আপনাদের নিজেদের দুধ নিজেদেরই বিক্রি করা উচিত।" তখন ত্রিভুবন দাস প্যাটেলের নেতৃত্বে ১৪ ডিসেম্বর ১৯৪৬-এ ইতিহাস সৃষ্টি হয়। ১৯২৫-এর বম্বে সমবায় সমিতি আইনের অধীনে আমূল নামে পরিচিত খেরা জেলা

"

বিশ্বের কাছে সমবায় হল একটি মডেল, কিন্তু ভারতের কাছে সমবায় হল সংস্কৃতির ভিত্তি, জীবনযাপনের একটি পথ। আজ ভারতে সরকারের ক্ষমতা এবং সমবায়কে একত্রিত করে উন্নত ভারত গড়ার লক্ষ্যে আমরা কাজ করে চলেছি। আমরা সহকার সে সমৃদ্ধির মন্ত্র অনুসরণ করছি।

নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী

সমবায় দুগ্ধ উৎপাদক ইউনিয়ন নথিভুক্ত হয়। এটি হল প্রথম সমবায়, একটি ছোট্ট গ্রাম থেকে ২৫০ লিটার দুধ সংগ্রহের মাধ্যমে যার যাত্রা এভাবে শুরু হয়েছিল। সেখান থেকেই বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী সমবায় ব্র্যান্ড আমূলের যাত্রা শুরু হয়, যার পথ তৈরি করেছিলেন ত্রিভুবন দাস প্যাটেল। সর্দার প্যাটেলের মতো মহান নেতাদের প্রেরণায় ভারতে সমবায়ের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ত্রিভুবন দাস।

সমবায় ব্যাঙ্ক

সরকারি উদ্যোগে সশক্তিকরণ

সমবায় ব্যাঙ্ক চালু হওয়ার পর থেকে নতুন নতুন শাখা চালু, গ্রাহকদের দুয়ারে পরিষেবা প্রদান, আরবিআই-এ একজন নোডাল অফিসার নিয়োগ এবং গৃহঋণের সীমা বৃদ্ধি সহ বিভিন্ন পদক্ষেপের ফলে সমবায় ব্যাঙ্কগুলি মজবুত হয়েছে।

- রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আগাম অনুমোদন ছাড়াই শহরাঞ্চলের সমবায় ব্যাঙ্কগুলি এখন তাদের পূর্ববর্তী আর্থিক বছরের মোট শাখার ১০% বা সর্বাধিক ৫টি শাখা চালু করতে পারে।
- আরবিআই শহরাঞ্চলের সমবায় ব্যাঙ্কগুলিকে দুয়ারে পরিষেবা প্রদানের অনুমতি দিয়েছে। এইসব ব্যাঙ্কের গ্রাহকরা এখন নগদ টাকা তোলা ও জমা দেওয়া, কেওয়াইসি, ডিমান্ড ড্রাফ্ট এবং লাইফ সার্টিফিকেটের মতো পরিষেবাগুলি দুয়ারেই পেতে পারেন।
- শক্তিশালী আর্থিক ব্যবস্থা, শর্তাবলী পূরণ এবং ন্যূনতম আমানত বজায় রাখার মাধ্যমে আর্বান সমবায় ব্যাঙ্কগুলি আরবিআই-এর তপশিল-২ অনুযায়ী স্বীকৃতির মর্যাদা পেতে পারে।

শহরাঞ্চলের সমবায় ব্যাঙ্কগুলির কাজকর্মের সুবিধার্থে অগ্রাধিকার ক্ষেত্রে ঋণের লক্ষ্যমাত্রা কমিয়ে **৭৫% থেকে ৬০%** করা হয়েছে।

আর্বান সমবায় ব্যাঙ্কের সদস্যদের গৃহঋণের সীমা বাড়ানো হয়েছে

১০% থেকে ২৫% (৩ কোটি টাকা পর্যন্ত)

- উচ্চ ঋণের চাহিদা মেটাতে, ব্যবসা বৃদ্ধিতে সহায়তা এবং প্রতিযোগিতামুখী করতে এসএমই ঋণের ক্ষেত্রে ঋণের সীমা ১ কোটি টাকা থেকে বাড়িয়ে ৩ কোটি টাকা করা হয়েছে।

- প্রায় ১৫০০টি আর্বান সমবায় ব্যাঙ্কের প্রয়োজনীয় তথ্যপ্রযুক্তি পরিকাঠামো ও পরিচালনগত সুবিধার লক্ষ্যে আর্বান সমবায় ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রের জন্য একটি ছাতা সংগঠন গড়ে তোলার ব্যাপারে অনুমোদন দিয়েছে আরবিআই। অন্য ব্যাঙ্কগুলির মতই বকেয়া ঋণ আদায়ে সমবায় ব্যাঙ্কগুলিকেও এককালীন নিষ্পত্তির সম্মতি দেওয়া হয়েছে।
- সমবায় ব্যাঙ্কগুলি এখন বোর্ড অনুমাদিত নীতির মাধ্যমে ঋণ- গ্রহীতাদের ছাড় দেওয়া এবং অন্যান্য পরিষেবা প্রদান করতে পারে।
- গ্রামীণ সমবায় ব্যাঙ্কগুলিতে ব্যক্তিগত গৃহঋণের সীমা আড়াই গুণ বাড়িয়ে ৭৫ লক্ষ টাকা করা হয়েছে।

গুজরাট সমবায় দুগ্ধ বিপণন ফেডারেশন (যা আমূল নামেও পরিচিত) হল, ত্রিভুবন দাসের ভাবনার ফসল।

২০০৩-এ আমূলের লেনদেনের পরিমাণ ছিল ২,৮৮২ কোটি টাকা। আজ আমূলের বিক্রি ৯০,০০০ কোটি টাকা ছাড়িয়ে গিয়েছে। এটি বহু বড় বহুজাতিক সংস্থার চেয়েও অনেক গুণ বেশি। এই ব্যাপক আন্দোলনে কারুরই পুঁজির পরিমাণ ১০০ টাকার বেশি নয়। গরিব মহিলা চাষিরা এটি তৈরির জন্য প্রত্যেকের কাছ থেকে ১০০ টাকা করে সংগ্রহ করেছেন। আজ গোটা বিশ্ব এই বিস্ময়কর সাফল্য প্রত্যক্ষ করছে। দুধ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ব্যবসা সহ আমূল গোষ্ঠীর লেনদেন ৯০,০০০ কোটি টাকা অতিক্রম করেছে। শুধুমাত্র গুজরাটেই এই গোষ্ঠীতে ৩৬ লক্ষ মহিলার স্ব-নিযুক্তির ব্যবস্থা হয়েছে।

১৯৪৭-এ স্বাধীনতার পর সমবায় আন্দোলনে গতি আসে, কারণ যোজনা কমিশনের তৈরি করা বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সমবায়কে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়।

- আর্বান সমবায় ব্যাঙ্কগুলির সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখার জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মধ্যেই একজন নির্দিষ্ট নোডাল অফিসার নিয়োগ করা হয়েছে।
- চালু থাকা সমবায় ব্যাঙ্কগুলিতে লাইসেন্স ফি-র ক্ষেত্রে, লেনদেনের সংখ্যার সঙ্গে একে যুক্ত করার মাধ্যমে আধার-নির্ভর পেমেন্ট ব্যবস্থা কমানো হয়েছে। এর ফলে বায়োমেট্রিকের মাধ্যমে ঘরে বসেই ব্যাঙ্কিং পরিষেবা পাচ্ছেন সদস্যরা।
- ন্যাশনাল ফেডারেশন অফ আর্বান কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অ্যান্ড ক্রেডিট সোসাইটির আওতায় আর্বান সমবায় ব্যাঙ্ক ও সমবায় ক্রেডিট সোসাইটিরগুলির সংস্কারের জন্য সরকার একটি টার্স্কফোর্স গঠন করেছে। ইতিমধ্যে দু'টি রিপোর্টও পেশ করা হয়েছে।

অগ্রাধিকার ক্ষেত্রে কৃষি সমবায়গুলির (ডেয়ারি) ঋণের সীমা বৃদ্ধি করেছে আরবিআই

- এই পদক্ষেপের ফলে এইসব সমিতিগুলিকে আরও বেশি ঋণ সহায়তা প্রদান করতে পারবে ব্যাঙ্কগুলি, মজবুত হবে কৃষি পরিকাঠামো এবং গ্রামাঞ্চলে ঋণের যোগান বাড়বে।

২০০২ সালে কেন্দ্রীয় সরকার জাতীয় সমবায় নীতি ঘোষণা করে। এই নীতির লক্ষ্য ছিল, দেশের সমবায়গুলির সামগ্রিক উন্নয়নকে জোরদার করা। এই নীতি রূপায়ণে একটি কর্মপরিকল্পনা তৈরির লক্ষ্যে মন্ত্রীস্তরীয় টাস্কফোর্স গঠন করা হয়। বিভিন্ন রাজ্যের সমান্তরাল আইনের পরিবর্তে একটি আইন রূপায়িত করার সুপারিশ করে টাস্ক ফোর্স। ভারতে সমবায় ব্যবস্থাকে মূলত দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায় : ঋণদান এবং

> **ভারতে আর্থিক অগ্রগতি পরিমাপ করার ক্ষেত্রে দুটি প্রধান বিষয় হল, মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি। এই দুটি দিককে শক্তিশালী করতে বিশ্বের বৃহত্তম খাদ্য মজুত ভাণ্ডার গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে, পিএসিএস-গুলিতে আয় বাড়ছে। অন্যদিকে কর্মসংস্থানেরও সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে।**
>
> **অমিত শাহ, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী**

ঋণহীন সমবায়। গ্রামাঞ্চলে ঋণদানকারী সমবায়গুলি কৃষি ক্ষেত্রে কম সুদের হারে ঋণদান এবং বিপণন সুনিশ্চিত করেছে। উপভোক্তা সমবায়গুলি বিশেষ ছাড়ের মাধ্যমে কৃষকদের ব্যবহারের চাহিদা মেটাচ্ছে। পণ্যের লেনদেনের ক্ষেত্রে মধ্যস্বত্বভোগীদের অবলুপ্তি ঘটিয়ে বিপণন সমিতিগুলি পণ্যের লাভজনক দাম সুনিশ্চিত করছে। কৃষি এবং ক্ষুদ্র শিল্পের জন্য বিপণন সংক্রান্ত কার্যকলাপ, প্রক্রিয়াকরণ এবং বন্টন ও সরবরাহের কাজেও উদ্যোগী হয়েছে সমবায়গুলি।

দেশে ৮ লক্ষের বেশি নথিভুক্ত সমবায় সমিতি রয়েছে, কৃষি এবং সংশ্লিষ্ট কাজকর্মে ৩০ কোটির বেশি সদস্য যুক্ত। দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক বিকাশে সমবায় ক্ষেত্র বরাবরই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এসেছে। আর্থিক অগ্রগতিকে চালিত করতে ভারতের অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া অংশের ক্ষমতায়নের মাধ্যমে ব্যাপক আর্থিক সমৃদ্ধি ঘটিয়ে চলেছে সমবায় মডেল।

সহকার সে সমৃদ্ধির মন্ত্রকে সঙ্গী করে মন্ত্রক গঠন

সমবায়গুলি ভারতের মৌলিক দর্শন, প্রকৃতি এবং সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার ৬ জুলাই ২০২১-এ একটি নতুন সমবায় মন্ত্রক গঠনের মাধ্যমে সহকার সে সমৃদ্ধি মন্ত্রের বাস্তবায়নে এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ নিয়েছে। এর লক্ষ্য ছিল, সমবায় ক্ষেত্রকে মজবুত করতে সুনির্দিষ্ট প্রশাসনিক, আইনি এবং নীতিগত কাঠামো গড়ে তোলা। সমবায় নির্ভর উন্নয়নের মডেল দেশে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক,

যেখানে প্রত্যেক সদস্য তাঁদের দায়দায়িত্ব অনুযায়ী কাজ করবেন। সমবায় ক্ষেত্রে ব্যবসার সরলীকরণ, প্রক্রিয়াকে মসৃণ করা এবং মাল্টি-স্টেট সমবায়গুলির উন্নয়নে কাজ করে চলেছে নতুন সমবায় মন্ত্রক। প্রাচীনকাল থেকেই দেশে সমবায় অর্থনীতির মডেল বিরাজ করছে। বর্তমানে আমূলের মতো গণ-আন্দোলন প্রতিটি গ্রামে এবং প্রতিটি পরিবারে সমবায়ের সুযোগ-সুবিধা পৌঁছে দিয়েছে। কৃষকদের আয় বৃদ্ধি, গ্রামীণ অর্থনীতিকে শক্তিশালী করা এবং গ্রামগুলিকে স্বনির্ভর করে তোলার ক্ষেত্রে সমবায় আন্দোলন এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। সমবায় মন্ত্রক গঠনের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকার গোষ্ঠী-ভিত্তিক উন্নয়ন অংশীদারিত্বের ওপর জোর দিচ্ছে। "সহকার সে সমৃদ্ধি" দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদী ভাবনা ও প্রশাসনিক সংস্কার সমবায় ক্ষেত্রকে বদলে দিয়েছে।

সমবায় ক্ষেত্র: আগে এবং এখন

৭ দশকের বেশি সময় ধরে কৃষক, গ্রামের মানুষ এবং দেশের সমবায় নেতৃবৃন্দ একটি পৃথক সমবায় মন্ত্রক গঠনের দাবি জানিয়ে আসছিলেন। এই দাবিকে বাস্তবায়িত করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সমবায় মন্ত্রক গঠনের মাধ্যমে সমবায়গুলির উন্নয়নে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। ৭ দশকের বেশি সময় ধরে এই ক্ষেত্রটি যথাযথ নজর পায়নি। সমবায় আন্দোলনও বিভিন্ন অঞ্চলে সমানভাবে এগোয়নি। পশ্চিম এবং দক্ষিণে এটি ভালো কাজ করছিল, মধ্যাঞ্চলে মোটামুটি, উত্তরাঞ্চলে দুর্বল এবং পূর্বে আরও দুর্বল হয়ে পড়ে। পৃথক মন্ত্রক গঠনের ফলে এই ক্ষেত্রটি কাঠামোগত প্রাতিষ্ঠানিক নজরের কেন্দ্রে চলে আসে। রাজ্য সরকারগুলির সঙ্গে মিলিতভাব একটি সমবায় তথ্যভাণ্ডার গড়ে তোলা হয়। এখন যে কেউ প্রত্যেকটি অঞ্চলের সমবায় সংক্রান্ত তথ্যাদি পেতে পারেন এবং ডেয়ারি, পিএসিএস, বিপণন, মৎস্য এবং আবাসন সংক্রান্ত তথ্যও সহজেই পাওয়া যায়। কেন্দ্রীয় সরকার ২ লক্ষ নতুন প্রাথমিক সমবায় সমিতি (পিএসিএস) গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যাতে দেশের একটিও পঞ্চায়েত পিএসিএস-হীন না থাকে।

"

জাতীয় সমবায় নীতি ২০২৫-এ দেশে সুস্থিতিশীল সমবায় উন্নয়নের একটি সর্বাত্মক পথ নির্দেশিকা প্রদান করা হয়েছে। এই পথ নির্দেশিকায় তৃণমূল স্তরে সমবায় পরিমণ্ডলকে শক্তিশালী করতে ভারত সরকারের প্রকল্পগুলির সঙ্গে সমন্বয়ের কথা বলা হয়েছে। সমবায়-চালিত শ্বেত বিপ্লব ২.০-র আওতায় আগামী ৫ বছরে দুধ সংগ্রহের পরিমাণ ৫০%-এর বেশি করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে।

অমিত শাহ, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী

দেশের চিনি উৎপাদনে এক-তৃতীয়াংশ, সার উৎপাদনে এক-চতুর্থাংশ, কৃষি ঋণ, ধান ও মৎস্য সংগ্রহে এক-পঞ্চমাংশ এবং দুধ উৎপাদন ও বন্টনে এক-দশমাংশ অবদান রয়েছে সমবায়েরা

ভারত ট্যাক্সি

ভারতে প্রথম কোঅপারেটিভ ভিত্তিক পরিবহণ প্ল্যাটফর্ম

দেশের প্রথম কো-অপারেটিভ ভিত্তিক পরিবহণ প্ল্যাটফর্ম হল সহকার ট্যাক্সি কো-অপারেটিভ লিমিটেড, যার লক্ষ্য হল চালকদের স্বশক্ত করে তোলা এবং সাধারণ মানুষের জন্য ব্যয়সাশ্রয়ী ও বিশ্বস্ত পরিবহণ ব্যবস্থা গড়ে তোলা। পারস্পরিক সহযোগিতা, স্বচ্ছতা এবং অংশীদারিত্বমূলক মালিকানার মাধ্যমে সহকার ট্যাক্সি মনুষ্য-কেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করেছে। শীঘ্রই "ভারত ট্যাক্সি" নামে এটি চালু হতে চলেছে এবং এই প্ল্যাটফর্মের লক্ষ্য হল ভারতের পরিবহণের দৃশ্যপট বদলে দেওয়া। এই উদ্যোগের লক্ষ্য হল, সমবায় চালিত স্বচ্ছ এবং নাগরিকদের জন্য প্রথম অ্যাপ নির্ভর পরিবহণ পরিমণ্ডল গড়ে তোলার মাধ্যমে পরিবর্তন আনা। ইফকো, নাফেড, আমূল, ক্রিবকো, এনডিডিবি, এনসিটিএল এবং নাবার্ড-এর সঙ্গে মিলিতভাবে এই প্রকল্প রূপায়িত করছে জাতীয় সমবায় উন্নয়ন নিগম।

কেন্দ্রীয় সরকারের প্রয়াস ধন্যবাদযোগ্য। কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী এবং উত্তর-পূর্ব থেকে দ্বারকা পর্যন্ত গোটা দেশে কেন্দ্রীয় সরকারের আদর্শ পিএসিএসগুলির জন্য উপ-আইন অনুমোদিত হয়েছে।

এই পরিবর্তনের ফলে পিএসিএস-এ ২৫টির বেশি আর্থিক কর্মকাণ্ড যুক্ত হয়েছে। এটি নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে সুসংহত করেছে এবং একটি অভিন্ন হিসেব সংক্রান্ত সফ্টওয়্যার যুক্ত করেছে, যা সব ভাষায় পাওয়া যায়। পিএসিএস-গুলি স্বল্প, মাঝারি এবং দীর্ঘমেয়াদী কৃষি ঋণ প্রদান করে থাকে। সেগুলি এখন উন্নত বীজ বন্টন, ফল ও সব্জি চাষ এবং মৌমাছি প্রতিপালনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। পিএসিএস মৎস্য সমিতি, পিএসিএস ডেয়ারি গঠন করা হচ্ছে এবং রেশম চাষের মতো অন্যান্য কাজও সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। পিএসিএস-গুলি কমন সার্ভিস সেন্টার হিসেবেও কাজ করছে।

আজ দেশে ৫০,০০০-এর বেশি পিএসিএস গড়ে তোলা হয়েছে, এগুলির আওতায় এসেছে ৩০০টির বেশি কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের প্রকল্প। জন্ম ও মৃত্যুর শংসাপত্র, বিমান ও রেলের টিকিট বুকিং এবং যে কোনও ধরনের যাচাই প্রক্রিয়া, সবকিছুই পিএসিএস-এর মাধ্যমে করা হচ্ছে। দেশে ৩৬,০০০ প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সমৃদ্ধি কেন্দ্র (পিএমকেভিকে) কাজ করছে। সেখানে ৪০০০-এর বেশি প্রধানমন্ত্রী জন ঔষধি কেন্দ্রও চালু করা হচ্ছে। এছাড়া বেশ কয়েকটি পিএসিএস তাদের নিজেদের পেট্রোল পাম্পও চালু করেছে। কয়েকটি পিএসিএস এলপিজি বন্টনের জন্য আবেদন জানিয়েছে। শস্য মজুত আগে বেসরকারি হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল, তা এখন প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে বিশ্বের বৃহত্তম খাদ্য মজুত প্রকল্প হিসেবে রূপায়িত করা হচ্ছে। ৫০০টি পিএসিএস গুদাম চিহ্নিত করা হয়েছে, যার মধ্যে এ পর্যন্ত ৭৩টির কাজ শুরু হয়েছে। ১১টি পিএসিএস গুদামের কাজ শেষ হয়েছে। মুফত অন্ন যোজনার আওতায় পিএসিএস-এর মাধ্যমে কেনা ধান ও গম মজুত ভাণ্ডার থেকে প্রতিটি ব্যক্তির কাছে সরবরাহ করা হচ্ছে।

এইসব কাজের জন্য কম্পিউটার-চালিত সফ্টওয়্যারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সমস্ত লেনদেন অনলাইনে করা হয়। এভাবে সমবায় ক্ষেত্রে এক নতুন আধুনিক বিপ্লব সংগঠিত হয়েছে।

৩টি জাতীয় মাল্টি-স্টেট সমবায়ের মাধ্যমে সমৃদ্ধি

সমবায় ক্ষেত্র, কৃষি এবং কৃষকদের সমৃদ্ধিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে তিনটি জাতীয় স্তরের সমবায় সমিতি গঠন করা হয়েছে।

১. ন্যাশনাল কো-অপারেটিভ অর্গ্যানিক্স লিমিটেড

জৈব পণ্যের সংগ্রহ, শংসাপত্র, পরীক্ষা, প্রক্রিয়াকরণ, মজুত, ব্র্যান্ডিং, লেভেলিং, প্যাকেজিং ও বিপণন সুনিশ্চিত করছে, পণ্যের জন্য কৃষকদের ন্যায্য দাম প্রাপ্তি সুনিশ্চিত করছে।

৭,০৩১

পিএসিএস এবং সমবায় সমিতি সদস্য হয়েছে।

"ভারত অর্গ্যানিক্স" নামে পণ্য চালু করা হয়েছে। দিল্লিতে ২৫টি জৈব পণ্য পাওয়া যাচ্ছে।

স্বীকৃত গবেষণাগারে ভারত অর্গ্যানিক্সের সমস্ত পণ্যের ২৪৫-এর বেশি কীটনাশকের পরীক্ষা করা হয়ে থাকে।

২. ন্যাশনাল কো-অপারেটিভ এক্সপোর্টস লিমিটেড (এনসিইএল)

পুরো লাভ কৃষকদের হাতে যাওয়ার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক বাজারে কৃষকদের পণ্য রপ্তানি সংক্রান্ত সমস্ত সুবিধা প্রদান করে থাকে।

- ৯,৪২৫ টি পিএসিএস এবং সমবায় সমিতি এনসিইএল-এর সদস্য হয়েছে।
- চাল, গম, ভুট্টা, চিনি, পেঁয়াজ, জিরে প্রভৃতির মতো ১৩.০৯ লক্ষ মেট্রিক টন কৃষিজাত সামগ্রী রপ্তানি করা হয়েছে, যেগুলির আনুমানিক মূল্য ৫,৩৯৭ কোটি টাকা।

৩. ভারতীয় বীজ সহকারী সমিতি লিমিটেড (বিবিএসএসএল)

একটি ছাতা সংগঠন হিসেবে এই সংস্থাটি পিএসিএস-এর মাধ্যমে উৎপাদন, পরীক্ষা, শংসা প্রদান, সংগ্রহ, প্রক্রিয়া, মজুত, ব্র্যান্ড, লেভেল, প্যাকেজ এবং বীজের স্বীকৃতির ক্ষেত্রে ভারত সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রকের প্রকল্প ও নীতিকে বাস্তবায়িত করে থাকে।

পরম্পরাগত বীজের ক্ষেত্রে এই সংস্থা ক্ষুদ্র চাষিদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হবে, যাতে তাঁরা লাভবান হতে পারেন।

২২,৯৯৫

পিএসিএস এবং সমবায় সমিতি বিবিএসএসএল-এর সদস্য হয়েছে। 'ভারত বীজ' ব্র্যান্ডের মাধ্যমে বীজ বাজারে ছাড়া হয়েছে।

২ লক্ষ নতুন বহুমুখী পিএসিএস গঠন দেশের সমবায় আন্দোলনকে পুনরুজ্জীবিত করবে। আজ ৫৫০টির বেশি সমবায় সমিতি জিইএম পোর্টালে নথিভুক্ত হয়েছে। সমিতিগুলির আয়কর সারচার্জ ১২ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৭ শতাংশ করা হয়েছে। ম্যাট ১৮.৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ১৫ শতাংশ করা হয়েছে। ধারা ২৬৯এসটি-র অধীনে ২ লক্ষ টাকার কম লেনদেনের ক্ষেত্রে আয়করে জরিমানায় ছাড় দেওয়া হয়েছে। নির্মাণের সঙ্গে যুক্ত সমবায় সমিতিগুলির করের হার ৩০ শতাংশ থেকে কমিয়ে ১৫ শতাংশ করা হয়েছে। পিএসিএস এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে নগদ জমার সীমা ২০ হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে ২ লক্ষ টাকা করা হয়েছে। টিডিএস ছাড়ের সীমা ১ কোটি থেকে বাড়িয়ে ৩ কোটি টাকা করা হয়েছে। সমবায় ক্ষেত্রকে শক্তিশালী করার ফলে সাহারা গোষ্ঠীতে বিনিয়োগকারীরা তাঁদের টাকা ফেরত পাচ্ছেন।

দেশ যখনই কোনও সঙ্কটের মুখোমুখি হয়েছে, তখনই তা থেকে দেশকে বার করে এনেছে সমবায় আন্দোলন। কোনওরকম লাভের কথা না ভেবেই সমবায় ব্যাঙ্কগুলি মানুষের জন্য কাজ করে। কারণ, সমবায় ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে গভীরভাবে জড়িয়ে রয়েছে।

ওলা এবং উবের সহ সহকার ট্যাক্সি নামে একটি সমবায় ট্যাক্সি পরিষেবা ভারতে আত্মপ্রকাশ করছে। এতেও গাড়ি, বাইক এবং অটোরিক্সার মাধ্যমে লাভ সরাসরি চালকদের পকেটে যাবে। একটি সমবায় বিমা সংস্থাও গঠন করা হচ্ছে। এটি সমস্ত সমবায়ের বিমার কাজ করবে। এটি বেসরকারি ক্ষেত্রে দেশের বৃহত্তম সমবায় বিমা সংস্থা হতে চলেছে।

সমবায় ক্ষেত্রের ত্রয়ী

সমবায় মন্ত্রক সমবায়কে প্রাণবন্ত এবং সফল বাণিজ্যিক ক্ষেত্র হিসেবে গড়ে তুলতে অঙ্গীকারবদ্ধ। সমবায় ক্ষেত্র, কৃষি এবং কৃষকের সমৃদ্ধির লক্ষ্যে জাতীয় স্তরে তিনটি সমবায় সমিতি গঠন করা হয়েছে। ন্যাশনাল কো-অপারেটিভ এক্সপোর্ট লিমিটেড (এনসিইএল) নামে একটি জাতীয় সমবায় সংস্থা তৈরি করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। এতে ৮ হাজারের বেশি পিএসিএস নাম নথিভুক্ত করেছে। এর মাধ্যমে দেশের কৃষকদের উৎপাদিত সামগ্রী বিদেশে রপ্তানি করা হয় এবং লাভের পুরোটাই কৃষকের হাতে যায়। এছাড়া ন্যাশনাল কো-অপারেটিভ অর্গ্যানিক লিমিটেড (এনসিওএল)-এর মাধ্যমে ভারত ব্র্যান্ডের অধীনে কৃষকদের উৎপাদিত জৈব সামগ্রী ক্রয়, পরীক্ষা এবং প্যাকেটজাত করা হয় এবং বাজারে বিক্রি করা হয়। আজ ৫,০০০-এর বেশি পিএসিএস এই সংস্থার মাধ্যমে তাদের জৈব সামগ্রী অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক বাজারে বিক্রি করছে। এর মধ্যে রয়েছে জৈব চাল, ময়দা, শস্য, মিলেট, চিনি, গুড়, চা, কফি, গোটা মশলা, জৈব তেল, মধু, গুঁড়ো মশলা, শুকনো ফল, ব্যাসন, ছোলার ডাল, মসুর ডাল, রাজমা, অড়হর ডাল, মুগ ডাল প্রভৃতি। আজ ভারত ব্র্যান্ডের আওতায় এই সব জৈব সামগ্রী ১০০ শতাংশ পাওয়া যায়। একইভাবে আগে শুধুমাত্র বড় বড় কৃষকরা ভারত বীজ সহকারী সমিতি লিমিটেড (বিবিএসএসএল)-এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এখন ২.৫ একরের বেশি জমি রয়েছে, এমন কৃষকরাও বীজ উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। আজ ২০ হাজারের বেশি পিএসিএস বীজ উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত।

ভারতের সমবায় ক্ষেত্র অত্যন্ত গতিশীল এবং বহু মানুষের জীবন বদলে দিচ্ছে। বিশ্বের প্রতি চারটি সমবায়ের মধ্যে একটি রয়েছে ভারতে। ভারত এখন মহিলা-চালিত উন্নয়নের যুগের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে... আমরা এর ওপর অত্যন্ত সর্বাত্মকভাবে নজর দিচ্ছি। সমবায় ক্ষেত্রে মহিলারাও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন।

নরেন্দ্র মোদী, **প্রধানমন্ত্রী**

আন্তর্জাতিক সমবায় ফেডারেশনের মতে : সমবায় হল "মানুষের একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ সংস্থা, যেখানে মানুষ তাঁদের আর্থিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক স্বার্থে অভিন্ন মালিকানা ও গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে একত্রিত হন।"

ফসল উৎপাদনের চেয়ে বীজ চাষের ক্ষেত্রে আড়াই গুণ বেশি লাভ হয়, যা আগে কৃষকরা করতে পারতেন না। কিন্তু এখন তা সম্ভব হয়েছে।

সমবায় : পুঁজিহীনদের জন্য শিল্পোদ্যোগের একটি পথ

সমবায় ক্ষেত্র হল একমাত্র পথ, যেখানে পুঁজিহীন ব্যক্তিরা শিল্পোদ্যোগের সঙ্গে যুক্ত হতে পারেন। অর্থনীতিবিদদের মতে, দেশের অর্থনীতির প্রধান সূচক হল জিডিপি। ১৪০ কোটি জনসংখ্যার দেশে জিডিপি-র পাশাপাশি কর্মসংস্থানও একটি গুরুত্বপূর্ণ চালিকাশক্তি। এ পর্যন্ত ৩৫,৩৯৫টি নতুন সমবায় গঠন করা হয়েছে। আগামী ৫ বছরের মধ্যে ২,০০,০০০ বহু উদ্দেশ্যসাধক সমবায় সমিতি গঠনের লক্ষ্যে দেশ সঠিক পথেই এগোচ্ছে। সমবায় ক্ষেত্র ভূমিহীন এবং পুঁজিহীন মানুষের সামনে সমৃদ্ধির পথ খুলে দিচ্ছে। ভারত বিশ্বের বৃহত্তম দুগ্ধ উৎপাদক দেশ হয়ে উঠেছে। ২০১৪-১৫তে দুধ উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ১৪০ মিলিয়ন টন, যা এখন ২৪০ মিলিয়ন টন ছাড়িয়ে গিয়েছে। একটি চক্রাকার অর্থনীতির পথ সুগম হচ্ছে। সমবায় ডেয়ারিগুলি বেসরকারি দুগ্ধ বিক্রেতাদের গবাদি পশুর জন্য খাদ্য এবং টিকা প্রদানের ব্যবস্থা করবে। এই সমবায়গুলি গোবরও সংগ্রহ করবে এবং তা থেকে গ্যাস তৈরি করবে। গবাদি পশুর মৃত্যু হলে, সেগুলির চামড়া ও হাড় বাজার দরের থেকে বেশি দামে কিনে নেবে এই সমবায়গুলি। ১০,০০০ কোটি টাকার মাধ্যমে ইতিমধ্যে এই প্রকল্পের সূচনাও করা হয়েছে। ২৫ ডিসেম্বর ২০২৪-এ চালু হওয়া সমবায়-চালিত শ্বেত বিপ্লবের মাধ্যমে আগামী ৫ বছরে দুগ্ধ সংগ্রহের পরিমাণ ৫০ শতাংশ বাড়ানোর

জাতীয় সমবায় উন্নয়ন নিগম

মেলছে ডানা

ভৌগোলিক ক্ষেত্রের বিস্তার ঘটাতে জাতীয় সমবায় উন্নয়ন নিগম (এনসিডিসি) অন্ধ্রপ্রদেশের বিজয়ওয়াড়ায় একটি আঞ্চলিক কার্যালয় এবং জম্মু ও কাশ্মীর, লাদাখ, সিকিম, মণিপুর, মিজোরাম, ত্রিপুরা, অরুণাচলপ্রদেশ, মেঘালয় এবং নাগাল্যান্ডে উপ-কার্যালয় চালু করেছে। এনসিডিসি-র ঋণ বন্টনের পরিমাণ ২০২০-২১ অর্থবর্ষের ২৪,৭৩৩ কোটি টাকা বেড়ে ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে ৯৫,১৮৩ কোটিতে পৌঁছেছে। ২০১৪-১৫ তে এর পরিমাণ ছিল মাত্র ৫,৭৩৫.৫১ কোটি টাকা।

উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বিগত চার বছরে ডিজিটাল সংস্কার, নীতি পরিবর্তন, আর্থিক সহায়তা ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা নির্মাণ সহ পিএসিএস, ডেয়ারি, মৎস্য, সমবায় ব্যাঙ্ক, চিনি সমবায় এবং সরকারি ব্যবস্থায় ১০০টির বেশি উদ্যোগকে রূপায়িত করেছে সমবায় মন্ত্রক।

সমবায় আন্দোলনকে শক্তিশালী করতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যগুলির সঙ্গে মিলিতভাবে অন্তর্ভুক্তিমূলক সমবায় উদ্যোগের সূচনা করেছে।

দেশে ৩০ ধরনেরও বেশি সমবায় সমিতি রয়েছে

বিগত বছরগুলিতে দেশে সমবায়ের দ্রুত বিস্তার ঘটছে, ৩০ ধরনের বেশি ক্ষেত্রে সমবায় সমিতিগুলি কাজ করছে। এখানে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সমবায় ক্ষেত্রের নাম ও সংখ্যা দেওয়া হল ...

সমবায় সমিতির নাম	সমিতির সংখ্যা
গবাদি পশু ও পোল্ট্রি সমবায়	১৬,৭৩৫
বিপণন সমবায়	৯,২১৯
বিবিধ নন-ক্রেডিট	৩০,৬২৩
বহুমুখী সমবায়	২০,৩৬৮
প্রাথমিক কৃষি ঋণ সোসাইটি	৯৯,৩৫৯
পরিবহন সমবায়	৪,১৭৪
তপশিলি জাতি / উপজাতি সমবায়	১,৫১৬
নারী কল্যাণ সমবায়	২৫,০৬৭
কৃষি ও সংশ্লিষ্ট সমবায়	২৭,১৪৩
কৃষি প্রক্রিয়াকরণ সমবায় সমিতি	২২,৯২৫
ভোগ্যপণ্য সমবায়	২১,৭৭২
সঞ্চয় ও ঋণ সহায়তাকারী সমিতি	৮০,৩৩১
ডেয়ারি সমবায়	১,৪৩,৫০০
মৎস্য সমবায়	২৫,৮৯৪
হ্যান্ডলুম টেক্সটাইল ও তাঁত সমবায়	১৯,৬১৩
আবাসন সমবায়	১,৯২,১৪৭
শ্রমিক সমবায়	৪৪,৮৫৯

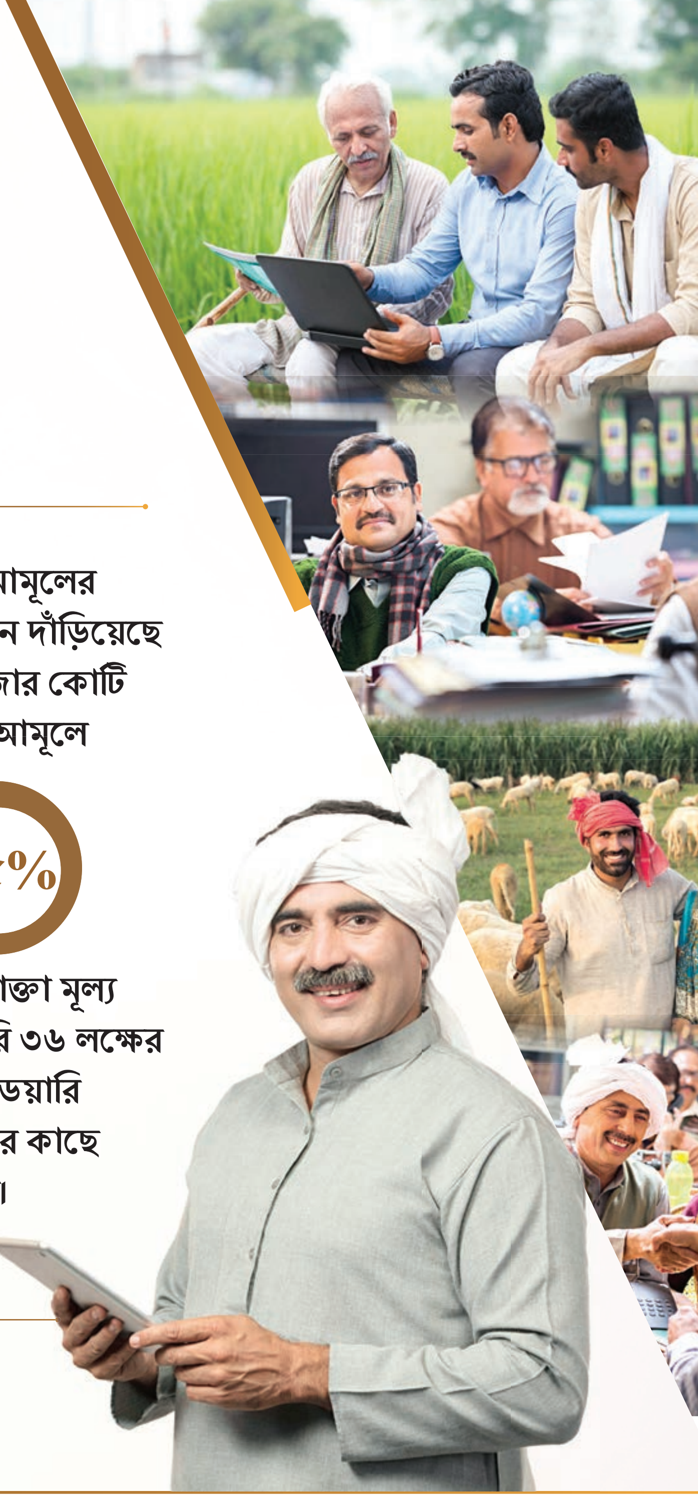

আজ আমূলের লেনদেন দাঁড়িয়েছে ৯০ হাজার কোটি টাকা। আমূলে

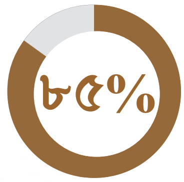

উপভোক্তা মূল্য সরাসরি ৩৬ লক্ষের বেশি ডেয়ারি কৃষকের কাছে পৌঁছয়।

দশকের পর দশক ধরে উদাসীনতা এবং প্রশাসনিক দুর্নীতির ফলে অধিকাংশ প্রাথমিক কৃষি ঋণ সমিতি (পিএসিএস) আর্থিক ভাবে দুর্বল ও নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছে। সরকার পিএসিএস-এর সম্প্রসারণ ঘটিয়ে সেগুলিকে আর্থিক ভাবে লাভজনক করে তুলছে। সমবায় হল একটি ব্যবস্থা, যা শুধুমাত্র সমাজে উচ্চাকাঙ্খী মানুষকে আর্থিকভাবে সমৃদ্ধ করে না, সেইসঙ্গে তাঁদের বৃহত্তর মূলস্রোতের অর্থনীতির অংশীদার করে তোলে। যাঁদের সামান্য বা কোনও পুঁজি নেই, তাঁদের অবস্থার উন্নতিতে এক শক্তিশালী হাতিয়ার হল সমবায়। দেশে সমবায় ক্ষেত্রের সমৃদ্ধ পরম্পরা রয়েছে। স্বাধীনতার আগে থেকে প্রান্তিক শ্রেণীর মানুষের আর্থিক অবস্থার উন্নতিতে যে প্রচারাভিযান শুরু হয়েছিল, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর শাসনকালে তা গতি পেয়েছে।

নতুন জাতীয় সমবায় নীতি

২৪ জুলাই ২০২৫-এ নতুন জাতীয় সমবায় নীতি ২০২৫-এর সূচনা করা হয়। এই নীতির মাধ্যমে সমবায় ক্ষেত্রের ধারাবাহিক ও

সমবায় ক্ষেত্রে নতুন প্রজন্মকে আকর্ষণ করার লক্ষ্যে প্রয়াস

যদিও দেশের প্রায় ৩২ কোটি মানুষ কোনও না কোনওভাবে সমবায়ের সঙ্গে যুক্ত, তাই ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে এর সঙ্গে যুক্ত করার মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকার সমবায়ের ভিত্তিকে মজবুত করতে চায়। সেই কারণে সমবায় মন্ত্রকের তত্ত্বাবধানে এবং এনসিইআরটি-র সঙ্গে পরামর্শের মাধ্যমে ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর কো-অপারেটিভ ট্রেনিং (এনসিসিটি) সমবায়ের ওপর একটি বিশেষ পাঠক্রম তৈরি করেছে। এর লক্ষ্য হল, দেশ নির্মাণে স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের সচেতন করে তোলা এবং সমবায় ক্ষেত্রকে পেশা হিসেবে বেছে নেওয়ার জন্য তাদের অনুপ্রাণিত করা। বিদ্যালয়গুলিতে এনসিইআরটি-র পাঠ্যক্রমের সঙ্গে মাধ্যমিক স্তরে এই বিশেষ পাঠক্রম চালু করা হবে।

- সমবায় মন্ত্রকের নির্দেশিকা মেনে এবং ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর কো-অপারেটিভ ট্রেনিং (এনসিসিটি)-র প্রয়াসের মাধ্যমে সমবায় আন্দোলন সম্পর্কে পড়ুয়াদের প্রাথমিক জ্ঞান প্রদানের লক্ষ্যে ষষ্ঠ শ্রেণীতে সমবায়ের ওপর একটি অধ্যায় অন্তর্ভুক্ত করেছে এনসিইআরটি।
- ২০২৫ শিক্ষাবর্ষে পুণের বৈভব শঙ্কর মিত্তাল ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অফ কো-অপারেটিভ ম্যানেজমেন্ট নতুন দিল্লির এআইসিটিই অনুমোদিত 'পিজিডিএম-কোঅপারেশন' নামে একটি নতুন কোর্স চালু করার উদ্যোগ নিয়েছে। এই পাঠ্যক্রমে ৩০ জন ছাত্রছাত্রী ভর্তি হতে পারবেন।

সমবায় প্রশাসন, শিক্ষা ও গবেষণায় পদ দেখাবে টিএসইউ

ত্রিভুবন সমবায় বিশ্ববিদ্যালয় (টিএসইউ) শুধুমাত্র ভারতের গ্রামাঞ্চলের ক্ষমতায়ন ঘটাবে না, সেই সঙ্গে স্বচ্ছ, পেশাদারসুলভ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের পথও মসৃণ করবে। ভারতে সমবায় সংক্রান্ত শিক্ষা, গবেষণা ও প্রশাসনের ক্ষেত্রে এক নতুন দিশা দেখাবে এই বিশ্ববিদ্যালয়। সমবায় শিক্ষার ক্ষেত্রে এটি প্রধান প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠবে। একটি ত্রি-স্তরীয় পাঠক্রম ব্যবস্থা তৈরি করা হয়েছে। পরিচালনগত স্তরে দশম মানের শিক্ষার্থীদের জন্য সমবায় সম্পর্কে আবশ্যিক ভিত্তিগত জ্ঞান এবং কারিগরি দক্ষতা অর্জনের ব্যবস্থা করা হবে। এর পর সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলিতে পরিচালন ব্যবস্থার সঙ্গে মাঝারি স্তরে যুক্তদের জন্য ডিপ্লোমা কোর্স চালু করা হবে। ম্যানেজার স্তরে যাঁরা যুক্ত, তাঁদের ডিগ্রি ও পিএইচডি প্রদান করা হবে। প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাসরত সমবায় কর্মীদের অত্যাধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে উন্নতমানের শিক্ষাদানের লক্ষ্যে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ই-লার্নিং প্ল্যাটফর্ম গড়ে তোলা হবে।

- টিএসইউ বিভিন্ন রাজ্যে সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রভিত্তিক শিক্ষাগত ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তুলবে, গুজরাটে দুগ্ধ সমবায়, কেরালায় মৎস্য সমবায়, মহারাষ্ট্রে অর্থ সমবায় এবং বিহার ও উত্তরপ্রদেশে মহিলা সমবায়ের সঙ্গে সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠান তৈরি করা হবে।
- জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০-র সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এই পাঠক্রম তৈরি করা হবে। এতে বিভিন্ন ধরনের শিক্ষার ওপর জোর দেওয়া হবে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের লক্ষ্য হল, ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে বছরে ৮ লক্ষ ছাত্রছাত্রীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। ২০২৬ থেকে এই বিশ্ববিদ্যালয়টি পুরোপুরি চালু হয়ে যাবে।

সর্বাঙ্গীন উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি রোডম্যাপ ও সর্বাত্মক কাঠামো গড়ে তোলা হয়েছে। এই নীতির লক্ষ্য হল, ৬টি কৌশলগত মিশনের আওতায় আগামী ১০ বছরের মধ্যে ১৬টি লক্ষ্য অর্জন করা। জাতীয় সমবায় নীতি ২০২৫-এর লক্ষ্যকে একটি বাক্যের মাধ্যমে বলা যায়, তা হল "সহকার সে সমৃদ্ধি"-র মাধ্যমে ২০৪৭-এর মধ্যে ভারতকে উন্নত দেশে পরিণত করা।

তরুণ প্রজন্মকে সমবায়ের সঙ্গে যুক্ত করতে সমবায় বিশ্ববিদ্যালয়

প্রজন্মগত উন্নয়নের মন্ত্রকে সামনে রেখে গুজরাটে ত্রিভুবন সমবায় বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলা হয়েছে। মার্চ ২০২৫-এ সংসদে আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। সমবায় ক্ষেত্রে এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রশিক্ষিত সম্পদ প্রদান করবে।

অমিত শাহ : তাঁর অন্তরে রয়েছে "সহকার সে সমৃদ্ধি"র মন্ত্র

গুজরাটে সক্রিয় রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত থাকার সময়েই সমবায় আন্দোলন নিয়ে আগ্রহী হয়ে ওঠেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র সমবায় মন্ত্রী অমিত শাহ। ১৮ বছর বয়স থেকেই তিনি সমবায়ের সঙ্গে যুক্ত এবং এর শক্তি ও দুর্বলতাগুলির সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন। সমবায় আন্দোলন নিয়ে তাঁর গভীর অন্তর্দৃষ্টি জাতীয় স্তরে স্বীকৃতি পায়, যখন ২০০১ সালে একটি রাজনৈতিক সংগঠনের সমবায় শাখার তিনি জাতীয় আহ্বায়ক হন। তিনি দুটি মৃতপ্রায় ব্যাঙ্ককেও পুনরুজ্জীবিত করে তোলেন। এগুলি হল – আমেদাবাদ জেলা সমবায় ব্যাঙ্ক এবং আমেদাবাদের মাধবপুরা ব্যাঙ্ক। দেশের সমবায় ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন জরুরি হয়ে পড়েছিল। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যখন সমবায় মন্ত্রক গঠন করেন, তখন অমিত শাহকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। দেশের প্রথম সমবায় মন্ত্রী হিসেবে মাত্র অল্প সময়ের মধ্যে তিনি অসংখ্য নতুন প্রকল্প নীতি উদ্যোগ এবং সংস্কারমূলক পদক্ষেপের মাধ্যমে প্রশাসনিক ও নীতিগত স্তরে ব্যাপক পরিবর্তন আনেন। সংসদে বিল অনুমোদনের মাধ্যমে তিনি এই ক্ষেত্রকে দেশের মূলস্রোতে নিয়ে আসেন। তাঁর প্রয়াস এবং প্রধানমন্ত্রী মোদীর দূরদৃষ্টিসম্পন্ন চিন্তা-ভাবনার ফলে 'সহকার সে সমৃদ্ধি' ভারতের আর্থিক পরিকল্পনা ও অগ্রগতির ক্ষেত্রে একটি জনপ্রিয় শব্দবন্ধ হয়ে উঠেছে। সমবায় ক্ষেত্রের সঙ্গে তাঁর হৃদয়ের যোগ এবং দেশ ও সমাজ গঠনে এর গুরুত্ব তাঁর বক্তব্য থেকেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তিনি বলেছেন, "দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হওয়া এক বড় প্রাপ্তি, কারণ সর্দার প্যাটেলও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন। কিন্তু যেদিন সমবায় মন্ত্রী নিযুক্ত করা হয়, সেদিন আমার মনে হয়েছিল, আমি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের চেয়েও বড় একটি দপ্তর পেয়েছি। এটি এমন একটি মন্ত্রক, যা গরিব, কৃষক, গ্রাম এবং দেশের গবাদি পশুর জন্য কাজ করে।"

প্রায় সাড়ে চার বছরে সমবায় ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের অর্জিত সাফল্যের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে সমবায় বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলা হয়েছে। এর ফলে সমবায়ে কাজের ক্ষেত্রে স্বজনপোষণ দূর হবে। তার পরিবর্তে সমবায় ক্ষেত্রে এখন একটি ডিগ্রি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। শুধুমাত্র যাঁদের ডিগ্রি ও ডিপ্লোমা এবং মেধা থাকবে, একমাত্র তাঁরাই চাকরি পাবেন। এতে এক নতুন সমবায় সংস্কৃতি গড়ে উঠবে। এই সমবায় বিশ্ববিদ্যালয়ে বছরে ৮ লক্ষ পড়ুয়াকে শিক্ষাদান করা হবে। দেশজুড়ে এর আওতায় কলেজ ও বিদ্যালয় চালু করা হবে। দশম এবং দ্বাদশ শ্রেণীর জন্য কোর্স চালু করা হবে। সেইসঙ্গে ইঞ্জিনিয়ারিং ও চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্সির জন্যেও কোর্স থাকবে।

প্রত্যেকের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে, তাঁদের জীবনযাপনের মানোন্নয়নে এবং একটি সুন্দর জীবনের নিশ্চয়তা সমবায় ছাড়া কোনওমতেই পরিপূর্ণ হতে পারে না। এই গুরুত্বকে স্বীকৃতি দিয়ে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলি ভারতে সমবায় আন্দোলনের ক্ষেত্রে যৌথভাবে এক নতুন যুগের সূচনা করেছে। সমবায় আন্দোলন ভারতের গ্রামীণ সমাজে অগ্রগতিকে সুনিশ্চিত করছে এবং সামাজিক পুঁজিতে এক নতুন ভাবনার জন্ম দিচ্ছে। সমবায়ের সাফল্য চারটি জিনিসের ওপর নির্ভরশীল : দৃঢ় প্রত্যয়, সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য, কঠোর শ্রম এবং ঐক্যের চেতনা। এই চেতনার মাধ্যমে সমবায়গুলি সাধারণ মানুষের স্বপ্নপূরণের অবলম্বন হয়ে উঠছে। ●

ধরতি আবা ভগবান বিরসা মুন্ডার ১৫০তম জন্মবার্ষিকী

আদিবাসী কল্যাণ এক শীর্ষ অগ্রাধিকার

দেশ 'সবকা কা সাথ, সবকা বিকাশ' মন্ত্র গ্রহণ করেছে৷ এই মন্ত্র বছরের পর বছর ধরে লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনকে বদলে দিয়েছে, একইসঙ্গে জাতির ঐক্যকে করেছে শক্তিশালী এবং দশকের পর দশক ধরে অবহেলিত উপজাতি সম্প্রদায়গুলিকে মূলধারায় সংহত করেছে৷ ১৫ নভেম্বর, ভগবান বিরসা মুন্ডার ১৫০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী "সবকা সাথ, সবকা বিকাশ" মন্ত্রকে শক্তিশালী করার অঙ্গীকারের আহ্বান জানিয়েছেন যাতে উন্নয়নের যাত্রায় কেউ পিছিয়ে না থাকে…

যখনই জাতির সম্মান, মর্যাদা অথবা স্বশাসন ঝুঁকির মুখে পড়েছিল, তখনই আমাদের আদিবাসী সমাজ সামনের সারিতে দাঁড়িয়েছিল৷ এর সবচেয়ে বড় উদাহরণ আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম৷ আদিবাসী সম্প্রদায়ের অসংখ্য বীর নায়ক নায়িকা – তিলকা মাঝি, রাণী গাইদিনলিউ, সিধু-কানহু, ভৈরব মুর্মু, বুধু ভগত এবং আল্লুরি সীতারাম রাজুর মত অনুপ্রেরণা সৃষ্টিকারী ব্যক্তিত্ব স্বাধীনতার মশাল এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন৷ একইভাবে মধ্যপ্রদেশের তান্ত্যা ভিল, ছত্তিসগড়ের বীর নারায়ণ সিং, ঝাড়খণ্ডের তেলঙ্গা খারিয়া, আসামের রূপচাঁদ কানোয়ার এবং ওড়িশার লক্ষ্মণ নায়েক সহ অনেক সাহসী যোদ্ধা অপরিসীম ত্যাগ স্বীকার করেছিলেন স্বাধীনতার জন্য, অক্লান্তভাবে লড়াই করেছিলেন এবং ব্রিটিশদের কখনও শান্তিতে থাকতে দেননি৷ আদিবাসী সম্প্রদায় অসংখ্য বিপ্লবের নেতৃত্ব দিয়েছে এবং স্বাধীনতার জন্য তাদের রক্তপাত করেছে৷ গুজরাটের দেদিয়াপাড়ায় জনজাতীয় গৌরব দিবস অনুষ্ঠানে আদিবাসী সম্প্রদায়ের অবদানের কথা স্মরণ করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন যে স্বাধীনতা আন্দোলনে আদিবাসী সম্প্রদায়ের অবদান আমরা ভুলতে পারি না৷ ২০২১ সালে, ভগবান বিরসা মুন্ডার জন্মবার্ষিকী জনজাতীয় গৌরব দিবস হিসেবে পালিত হয়েছিল৷ আদিবাসিদের গর্ব হাজার হাজার বছর ধরে ভারতের চেতনার অবিচ্ছেদ্য অংশ৷

> **"যেকোন সমাজের অগ্রগতির জন্য, গণতন্ত্রে তার প্রকৃত অংশগ্রহণ সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ৷ তাই আমাদের লক্ষ্য হল আমাদের আদিবাসী সম্প্রদায়ের ভাইবোনেরা যাতে দেশের উচ্চ পদে পৌঁছতে পারেন এবং জাতিকে নেতৃত্ব দিতে পারেন তা নিশ্চিত করা৷ দেখুন, আজ দেশের রাষ্ট্রপতি একজন আদিবাসী মহিলা৷**
>
> **নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী**

মুম্বাই-আহমেদাবাদ হাই-স্পিড রেল করিডোর প্রকল্পটি মসৃণভাবে এগিয়ে চলেছে

প্রধানমন্ত্রী মোদী গুজরাটের সুরাটে নির্মীয়মাণ বুলেট ট্রেন স্টেশন পরিদর্শন করেন এবং মুম্বাই-আহমেদাবাদ হাই-স্পিড রেল করিডোরের অগ্রগতি পর্যালোচনা করেন। তিনি ভারতের প্রথম বুলেট ট্রেন প্রকল্পের পিছনে থাকা টিমের সঙ্গে মতবিনিময় করেন এবং প্রকল্পের অগ্রগতি সম্পর্কে খোঁজখবর করেন, এর মধ্যে গতি এবং সময়সূচি লক্ষ্যমাত্রা মেনে চলাও রয়েছে। কর্মীরা জানিয়েছেন যে প্রকল্পটি কোন অসুবিধা ছাড়াই সুষ্ঠুভাবে এগিয়ে চলেছে।

দ্রুত উন্নয়নের সূচনা ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

- গুজরাটের দেদিয়াপাড়া আদিবাসী সম্প্রদায়ের উন্নয়ন এবং এই এলাকার গ্রামীণ ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে পরিকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে বেশ কয়েকটি উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন।
- এক লক্ষ বাড়িতে গৃহপ্রবেশ (Housewarming) : প্রধানমন্ত্রী জনজাতি আদিবাসী ন্যায় মহা অভিযান (PM-JANMAN) এবং ধরতি আবা জনজাতি গ্রাম উৎকর্ষ অভিযান (DA-JAGUA) এর অধীনে নির্মিত।
- প্রায় ১,৯০০ কোটি টাকা ব্যয়ে আদিবাসী শিক্ষার্থীদের জন্য তৈরি ৪২টি একলব্য আবাসিক বিদ্যালয় (EMRS) এর উদ্বোধন।
- সম্প্রদায়ভিত্তিক কাজকর্মের কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হওয়া ২২৮টি বহুমুখী কেন্দ্র, ডিব্রুগড়ের আসাম মেডিক্যাল কলেজের দক্ষতা কেন্দ্র এবং মণিপুরের ইম্ফলে আদিবাসী সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সংরক্ষণের জন্য আদিবাসী গবেষণা ইনস্টিটিউট (TRI) ভবনের উদ্বোধন।
- আদিবাসী এলাকায় যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করার জন্য গুজরাটের ১৪টি উপজাতীয় জেলায় ২৫০টি বাসের উদ্বোধন।
- আদিবাসী এলাকায় যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করার জন্য ৭৪৮ কিলোমিটার নতুন রাস্তা এবং কমিউনিটি সেন্টার হিসেবে কাজ করার জন্য DA-JAGUA 'র আওতায় ১৪টি আদিবাসী মাল্টি-মার্কেটিং সেন্টার (TMMC)'এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন।

২,৩২০+ কোটি টাকা ব্যয় করা হবে, একলব্য মডেল আবাসিক বিদ্যালয় নির্মাণের জন্য, যার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছিল।

উপজাতি যুবসমাজকে যখন সুযোগ দেওয়া হয়, তখন তাদের প্রতিটি ক্ষেত্রেই উচ্চ শিখরে পৌঁছানোর শক্তি থাকে। সাহস, কঠোর পরিশ্রম এবং ক্ষমতা তাদের ঐতিহ্য থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া। ক্রীড়া জগতের উদাহরণ থেকে বোঝা যায়, উপজাতি ছেলেমেয়েরা কীভাবে বিশ্বব্যাপী ভারতের গৌরব বৃদ্ধিতে উল্লেখ্য অবদান রেখেছে। এছাড়াও আদিবাসী শিশুদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার দিনরাত কাজ করে চলেছে। প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, গত পাঁচ থেকে ছয় বছরে কেন্দ্রীয় সরকার সারা দেশের একলব্য মডেল আবাসিক স্কুলগুলিতে ১৮,০০০ কোটি টাকারও বেশি বিনিয়োগ করেছে। স্কুলগুলিতে দেওয়া হয়েছে মেয়েদের জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগসুবিধা। ফলে এই স্কুলগুলিতে উপজাতি শিশুদের ভর্তির সংখ্যা ৬০ শতাংশ বেড়েছে।

দেবমোগরা মাতার কাছে প্রার্থনা

প্রধানমন্ত্রী মোদী ১৫ নভেম্বর জনজাতি গৌরব দিবস উপলক্ষ্যে দেবমোগরা মাতার মন্দিরে গিয়েছিলেন। তিনি দেবমোগরা মাতার কাছে সব নাগরিকদের সুস্বাস্থ্য ও অগ্রগতির জন্য প্রার্থনা করেছিলেন এবং আশীর্বাদ চেয়েছিলেন। প্রধানমন্ত্রী মোদী এই অভিজ্ঞতাকে পবিত্র বলে বর্ণনা করেছিলেন এবং সারা দেশের মানুষকে দেবীর আশীর্বাদ নেওয়ার জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন।

ঝাড়খন্ড প্রতিষ্ঠা দিবসের শুভেচ্ছা

প্রধানমন্ত্রী মোদী ঝাড়খন্ডের প্রতিষ্ঠা দিবসের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। ঝারখন্ড প্রাণবন্ত আদিবাসী সংস্কৃতিতে সমৃদ্ধ এক গৌরবময় ভূমি। ভগবান বিরসা মুন্ডার উত্তরাধিকার স্মরণ করে তিনি বলেন, এই পবিত্র ভূমির ইতিহাস সাহস, সংগ্রাম এবং মর্যাদার অনুপ্রেরণাময় গল্পে পরিপূর্ণ। ●

প্রধানমন্ত্রীর অনুষ্ঠান দেখতে QR কোডটি স্ক্যান করুন।

স্ব-নির্ভরতার লক্ষ্যে দিব্যাঙ্গজনদের ক্ষমতায়ন

আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি দিবস সেই অটল দৃঢ় সংকল্প এবং সহনশীলতা উদযাপন করে যা সীমাবদ্ধতাকে বদলে দেয় সুযোগে। গত দশক ধরে, কেন্দ্রীয় সরকারের প্রগতিশীল নীতিগুলি এই সম্ভাবনাগুলিকে আরও শক্তিশালী করেছে। আসুন আমরা বিগত ১০ বছরে কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জীবনকে মর্যাদাপূর্ণ এবং স্বনির্ভর করে তোলার জন্য কীভাবে প্রচেষ্টা চালিয়েছে তা খুঁজে দেখি...

সুযোগ এবং বিশ্বাস ব্যক্তিদের তাদের পূর্ণ সম্ভাবনা উপলব্ধি করার ক্ষমতা দেয়। এর উদাহরণ ২৬ বছর বয়সী শীতল দেবীর কৃতিত্ব, তিনি জম্মু ও কাশ্মীরের একজন তীরন্দাজ, দুই হাত না থাকা সত্ত্বেও যিনি ধনুকের সাহায্যে তীর ছুঁড়তে তাঁর দাঁত এবং পা ব্যবহার করেন। ফোকোমেলিয়া নামে একটি বিরল অসুখ নিয়ে জন্ম নিয়েছিলেন তিনি, তাঁর ধৈর্য প্রতিটি পদক্ষেপে সরকারের সহায়তায় সার্থক হয়েছিল। শীতল ভারতীয় সেনাবাহিনীর একটা যুব কর্মসূচিতে যোগ দিয়েছিলেন এবং যা গড়ে তুলেছিল তাঁর ক্রীড়া জীবনের ভিত। তিনি হ্যাংজু এশিয়ান প্যারা গেমসে তীরন্দাজিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এবং মহিলাদের ব্যক্তিগত কম্পাউন্ড ওপেন ইভেন্টে স্বর্ণপদক জেতেন। দেশের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অসংখ্য সাফল্যের গল্প অনুপ্রেরণা দেয়, যা কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি, সিদ্ধান্ত এবং তাদের ক্ষমতায়নের চেষ্টার ফলে সম্ভব হয়েছে।

দিব্যাঙ্গজনদের ক্ষমতায়নে দিব্যাঙ্গজনকেন্দ্রিক উদ্যোগ সমূহ

সামাজিক ন্যায়বিচার ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রকের আওতায় থাকা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ক্ষমতায়ন বিভাগ, ভারত জুড়ে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ক্ষমতায়নের জন্য ১৬টি উদ্যোগ চালু করেছে। এর মধ্যে একটা হল সুগম্য ভারত অভিযান, যা ২০১৫ সালে আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি দিবসে (৩ ডিসেম্বর) চালু করা হয়েছিল। দিব্যাঙ্গজনদের সর্বজনীন প্রবেশযোগ্যতা অর্জনের লক্ষ্যে শুরু হওয়া এই দেশব্যাপী উদ্যোগটি ১০ বছর পার করেছে এবং প্রবেশযোগ্যতা বাড়িয়েছে···

১. সুগম্য ভারত অভিযান ২. সুগম্য ভারত যাত্রা ৩. প্রবেশাধিকারের পথ ৪. হাই-পাওয়ার চশমা ৫. দিব্যাশা ই-কফি টেবিল বুক ৬. কদম নি জয়েন্ট ৭. সচেতনতা সৃষ্টি এবং প্রচার প্রকল্প ৮. সহজলভ্য গল্পের বই ৯. স্ট্যান্ডার্ড ভারতী ব্রেইল কোড ১০. ব্রেইল বইয়ের পোর্টাল ১১. ইনফোসিস বিপিএমের সঙ্গে সমঝোতা স্মারক ১২. কর্মসংস্থান দক্ষতার বই ১৩. ইনফোসিস স্প্রিং বোর্ড স্কিল প্রোগ্রাম ১৪. শ্রবণ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য গুগল এক্সটেনশন ১৫. ই-সান্নিধ্য পোর্টাল ১৬. NIEPID, সেকেন্দ্রাবাদ কর্তৃক কম্পিউটারভিত্তিক ভারতীয় বুদ্ধিমত্তা পরীক্ষা

সুগম্য ভারত অভিযান সর্বস্তরে গ্রহণযোগ্যতা বাড়িয়েছে

১৫৩ টি আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ বিমানবন্দরে এখন হুইলচেয়ার, র‍্যাম্প, সুগম্য টয়লেট, দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের উপযোগী পথ, লিফট এবং নির্দিষ্ট পার্কিং সুবিধা রয়েছে।

৪২,০০০ এরও বেশি বাস আংশিকভাবে এবং ৮,৬৯৫টি পুরোপুরি সর্বজনব্যবহারযোগ্য।

৭০৯ টি রেলওয়ে স্টেশনে এখন র‍্যাম্প, টয়লেট, লিফট, হেল্প ডেস্ক, পার্কিং এবং পানীয় জলের সুবিধা রয়েছে।

৩,১২০ টি বাস টার্মিনাল দিব্যাঙ্গজন-বান্ধব।

প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য উন্নত শিক্ষা...

- ১ম থেকে ৬ষ্ঠ শ্রেণীর NCERT পাঠ্যপুস্তকগুলিকে ভারতীয় সাংকেতিক ভাষায় রূপান্তরিত করা হয়েছে। ১ম থেকে ৩য় শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকগুলিকেও ISL-এ রূপান্তরিত করা হয়েছে।
- ভারতীয় সাংকেতিক ভাষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ওপেন স্কুলিং-এর সহযোগিতায়, মাধ্যমিক স্তরে ভাষা বিষয় হিসেবে ISL-এর জন্য একটি পাঠ্যক্রম তৈরি করেছে।
- ১০,০০০-এরও বেশি শব্দের একটা ISL অভিধান তৈরি করেছে।

প্রায় **১.২৬** **কোটি অনন্য প্রতিবন্ধী পরিচয়পত্র চালু করা হয়েছে।**

দিব্যাঙ্গজনদের জীবন সহজ হয়েছে

- নিরাময় স্বাস্থ্য বীমা প্রকল্পটি নির্দিষ্ট শ্রেণীর প্রতিবন্ধকতার জন্য দিব্যাঙ্গজনদের ১ লাখ টাকা পর্যন্ত স্বাস্থ্য কভারেজ প্রদান করে।
- জাতীয় বিরল রোগের নীতি, ২০২১ এর অধীনে ১৪টি মনোনীত উৎকর্ষ কেন্দ্রে ৬৩টি বিরল রোগের চিকিৎসার জন্য ৫০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আর্থিক সহায়তা।

২.৬৮

কোটি দিব্যাঙ্গজন, মোট জনসংখ্যার ২.২১%, ২০১১ সালের জনগণনা অনুসারে।

দিব্যাঙ্গজনদের ক্ষমতায়নের সিদ্ধান্ত এবং পদক্ষেপ

- গত ১১ বছরে, ৩১.১৬ লক্ষ দিব্যাঙ্গজনকে ২,৪১৫ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের সহায়ক যন্ত্র এবং সাহায্য প্রদান করা হয়েছে।
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ক্ষমতায়ন বিভাগ একটি শিবির আয়োজন করে, যেখানে ১০টি গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ড তৈরি হয়েছে।
- ২০১৪ সালের আগে মাত্র ৭ লক্ষ মানুষকে কৃত্রিম অঙ্গ এবং সরঞ্জাম প্রদান করা হয়েছিল। ২০১৪ সাল থেকে ৩১ লক্ষেরও বেশি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে কৃত্রিম অঙ্গ প্রদান করা হয়েছে।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার আইন, ২০১৬

- স্বীকৃত প্রতিবন্ধী শ্রেণীর সংখ্যা ৭ থেকে ২১ করা হয়েছে, যাতে আরও বেশি প্রতিবন্ধী ব্যক্তি উপকৃত হতে পারেন।
- সরকারি চাকরিতে সংরক্ষণ ৩% থেকে ৪% করা হয়েছে।
- উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সংরক্ষণ ৩% থেকে ৫% করা হয়েছে।

সহজে ন্যায়বিচার

সহজ জীবনযাপন ও বাণিজ্যের সরলীকরণ

ন্যায়বিচার যখন সকলের কাছে সহজলভ্য হয় এবং সামাজিক বা আর্থিক পটভূমি নির্বিশেষে প্রতিটি ব্যক্তির কাছে পৌঁছায়, তখন তা সামাজিক ন্যায়বিচারের ভিত্তি হয়ে ওঠে। ন্যায়বিচারের এই মৌলিক অধিকারকে শক্তিশালী ও সরলীকরণের জন্য, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ৮ নভেম্বর "আইনি সহায়তা প্রদান ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ" শীর্ষক দুই দিনের জাতীয় সম্মেলনের উদ্বোধন করেন।

ভারতের আইনি ব্যবস্থা এখন আর শাস্তি ব্যবস্থার ওপর নির্ভরশীল নয়, বরং ন্যায়বিচারের ওপর দৃষ্টি দেয়। ন্যায়বিচার প্রতিটি ব্যক্তির একটা মৌলিক অধিকার এবং প্রত্যেকেরই এটাতে সহজে প্রবেশাধিকার পাওয়া উচিৎ। ন্যায়বিচার এবং আইনি সহায়তার সহজলভ্যতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে জাতীয় আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষ (NALSA) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এই বছর NALSA'র ৩০তম বার্ষিকী। এই তিন দশক ধরে, NALSA দেশের দরিদ্রতম নাগরিকদের সঙ্গে বিচার বিভাগকে সংযুক্ত করার জন্য উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা করেছে। জাতীয় স্তর থেকে উপজেলা স্তর পর্যন্ত, আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষ বিচার বিভাগ এবং নাগরিকদের মধ্যে সেতুবন্ধনের কাজ করে। আজ, লোক আদালত এবং প্রাক মোকদ্দমা নিষ্পত্তির মাধ্যমে, লক্ষ লক্ষ বিরোধ দ্রুত, সৌহার্দ্যপূর্ণভাবে এবং কম খরচে নিষ্পত্তি করা হচ্ছে। ভারত সরকারের চালু করা আইনি সহায়তা প্রতিরক্ষা পরামর্শ ব্যবস্থা মাত্র তিন বছরে প্রায় ৮ লক্ষ ফৌজদারি মামলার নিষ্পত্তি করেছে। সরকারের এই প্রচেষ্টাগুলি সারা দেশে দরিদ্র, নিপীড়িত, বঞ্চিত এবং প্রান্তিকদের জন্য ন্যায়বিচার সহজে পাওয়া নিশ্চিত করেছে।

গত ১১ বছর ধরে, সরকার ধারাবাহিকভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য সহজ করা এবং জীবনযাত্রা সহজীকরণ বাড়ানোর ওপর জোর দিয়েছে। ব্যবসার জন্য ৪০,০০০- এরও বেশি অপ্রয়োজনীয় সম্মতি তুলে দেওয়া হয়েছে। জন বিশ্বাস আইনের মাধ্যমে, ৩,৪০০-রও বেশি আইনি বিধানকে অপরাধমুক্ত করা হয়েছে এবং ১,৫০০-এরও বেশি অপ্রচলিত আইন বাতিল করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেছেন যে "ব্যবসা সহজ করা এবং জীবনযাত্রার সহজ করা তখনই সম্ভব যখন ন্যায়বিচারের সহজীকরণও নিশ্চিত করা হয়। সাম্প্রতিক

জনসম্প্রদায় মধ্যস্থতা প্রকল্প চালু করা হয়েছে

ন্যায় পাওয়ার জন্য এক গণআন্দোলন

আইনি সহায়তা ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ এবং আইনি পরিষেবা দিবস উদযাপন সংক্রান্ত ২০তম জাতীয় সম্মেলনে, প্রধানমন্ত্রী মোদী পারস্পরিক সম্মতি এবং শান্তিপূর্ণ বিরোধ নিষ্পত্তির সুবিধার জন্য সম্প্রদায় মধ্যস্থতা প্রশিক্ষণ মডিউল চালু করেন। এটা জনগণের কাছে ন্যায়বিচার এবং সম্প্রদায়গত সমাধান আনবে। প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন যে নতুন মডিউলটি সংলাপ এবং ঐক্যমতের মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তির প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্যকে পুনরুজ্জীবিত করছে। গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে শুরু করে গ্রামের প্রবীণরা পর্যন্ত, মধ্যস্থতা সবসময় ভারতের সভ্যতার একটা অংশ। নতুন মধ্যস্থতা আইন এই ঐতিহ্যকে এগিয়ে নিয়ে যায় এবং আধুনিকীকরণ করে। সম্প্রদায়গুলির মধ্যে মধ্যস্থতা এমন সম্পদ তৈরি করবে যা বিরোধ নিষ্পত্তি করতে, সম্প্রীতি বজায় রাখতে এবং মামলা মোকদ্দমা কমাতে সহায়তা করবে।

১৮টি ভারতীয় ভাষায় রায়ের অনুবাদ শুরু হয়েছে

ন্যায়বিচার এমন ভাষায় প্রদান করতে হবে যা প্রাপক বুঝতে পারেন। আইন প্রণয়নের সময় এই নীতিটি বিবেচনা করা উচিৎ। যখন মানুষ তাদের নিজস্ব ভাষায় আইন বুঝতে পারে তখন এটা তা আরও ভালোভাবে মেনে চলার দিকে পরিচালিত করে এবং মামলা মোকদ্দমা কমে। প্রধানমন্ত্রী মোদী স্থানীয় ভাষায় রায় এবং আইনি নথি পাওয়ার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেন। তিনি ৮০,০০০এরও বেশি রায় ১৮টি ভারতীয় ভাষায় অনুবাদ করার জন্য সুপ্রিম কোর্টের উদ্যোগের প্রশংসা করেন। তিনি পূর্ণ আস্থা প্রকাশ করেন যে উচ্চ আদালত এবং জেলা আদালতেও এই প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

৮০০,০০০-এরও বেশি মামলা নিষ্পত্তি সৌহার্দ্যপূর্ণ চুক্তির মাধ্যমে

- মধ্যস্থতার মাধ্যমে ৮৬১,০০০-এরও বেশি মামলার নিষ্পত্তি সৌহার্দ্যপূর্ণ চুক্তির মাধ্যমে করা হয়েছে এবং ১.৬ কোটি নাগরিককে বিনামূল্যে আইনি সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।
- গত দশকে, জাতীয় আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষ (NALSA) ৩৭টি রাজ্য কর্তৃপক্ষ, ৭০৭টি জেলা কর্তৃপক্ষ এবং ২,৪৪০টি আইন সমিতিতে তার নেটওয়ার্ক বাড়িয়েছে।
- ন্যায়বিচারে প্রবেশাধিকার প্রকল্প ২০২৫ এবং বীর পরিবার সহায়তা যোজনার মাধ্যমে মানব-বন্যপ্রাণী সংঘর্ষের শিকারদের জন্য ন্যায়বিচার সহজতর করতে NALSA প্রচেষ্টা চালিয়েছে।
- ন্যায়বিচার পাওয়া আরও সহজ করতে NALSA উদ্ভাবন এবং ডিজিটালাইজেশন গ্রহণ করেছে।
- দেশজুড়ে স্থায়ী লোক আদালতের মাধ্যমে নারী, শিশু, তপশিলী জাতি এবং আদিবাসীদের সঙ্গে জড়িত ১৩.১১ লক্ষেরও বেশি মামলার নিষ্পত্তি করা হয়েছে এবং ক্ষতিগ্রস্থদের ২,৩৫৪ কোটি টাকারও বেশি ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে।

> **একজন গরীব মানুষ যদি তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন না হন, আইন বোঝা এবং ব্যবস্থার জটিলতার ভয় কাটিয়ে না যান, তাহলে ন্যায়বিচার পেতে পারবেন না। তাই দুর্বল গোষ্ঠী, নারী এবং বয়স্কদের মধ্যে আইনি সচেতনতা বৃদ্ধি করা একটা অগ্রাধিকার। আমাদের তরুণরা, বিশেষ করে আইনের ছাত্ররা পরিবর্তন আনতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।**
>
> নরেন্দ্র মোদী, **প্রধানমন্ত্রী**

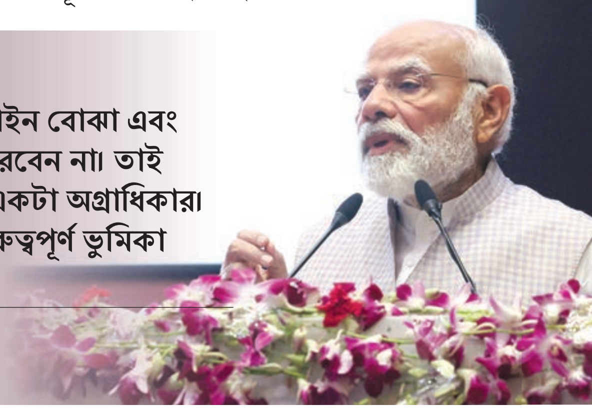

বছরগুলিতে, ন্যায়বিচারের সহজীকরণ বৃদ্ধির জন্য বেশ কয়েকটি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। প্রযুক্তি এখন অন্তর্ভুক্তি এবং ক্ষমতায়নের মাধ্যম হিসেবে কাজ করছে। ই-কোর্টস প্রকল্পটি দেখিয়েছে যে প্রযুক্তি কীভাবে ন্যায়বিচার প্রদানে বিচার প্রক্রিয়াকে আধুনিকীকরণ এবং মানবিকীকরণ করতে পারে। ই-ফাইলিং থেকে ইলেকট্রনিক সমন পরিষেবা এবং ভার্চুয়াল শুনানি থেকে ভিডিও কনফারেন্সিং পর্যন্ত, প্রযুক্তি সবকিছুকে সহজ করে তুলেছে। এই প্রকল্পের তৃতীয় পর্যায়ের বাজেট ৭,০০০ কোটি টাকারও বেশি বৃদ্ধি করা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রীর সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানটি দেখতে QR কোডটি স্ক্যান করুন।

প্রগতির পথ...

বন্দে ভারত-এ দ্রুত সফর

উন্নত দেশগুলিতে অর্থনৈতিক বৃদ্ধির মূল চালিকাশক্তি হিসেবে পরিকাঠামো পালন করছে এক গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা। ভারতও এই দিকে দ্রুত এগিয়ে চলেছে। ভারতের আধুনিক রেল পরিকাঠামো সম্প্রসারণের জন্য, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ৮ নভেম্বর বারাণসী থেকে চারটি নতুন বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনের সূচনা করেন...

এমন একটি এলাকা কল্পনা করুন যেখানে দীর্ঘদিন ধরে কোন রেল পরিষেবা নেই, কোন রেলপথ নেই, নেই কোন স্টেশন। রেললাইন স্থাপন এবং স্টেশন তৈরি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শহরটি নিজের মতো করে বিকশিত হতে শুরু করে। একইভাবে, একটা গ্রাম বছরের পর বছর ধরে পাকা রাস্তা ছাড়াই থাকে। একটা ভালো রাস্তা তৈরি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কৃষকের উৎপাদিত পণ্য পৌঁছতে শুরু করে বাজারে। পরিকাঠামো শুধুই বড় সেতু আর মহাসড়ক নির্মাণের মধ্যেই আটকে থাকে না; যখন এই ধরণের সুযোগ সুবিধাগুলি উন্নত হয়, তখন তারা সমগ্র অঞ্চলের উন্নয়নকে উৎসাহিত করে। গত ১১ বছরে, দেশে অনেক নতুন বিমানবন্দর তৈরি করা হয়েছে, পাশাপাশি চালু করা হয়েছে বেশ কয়েকটি বন্দে ভারত ট্রেন, যা উন্নয়নকে দিয়েছে নতুন গতি। বারাণসী থেকে চারটি বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনের উদ্বোধন করার সময়, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছিলেন যে এই প্রচেষ্টাগুলি উন্নয়নের সঙ্গে যুক্ত। আজ, ভারতও খুব দ্রুত গতিতে উন্নয়নের এই পথে এগিয়ে চলেছে। চারটি নতুন বন্দে ভারত ট্রেন চালু হওয়ার পর, দেশে এখন ১৬৪টিরও বেশি নতুন বন্দে ভারত ট্রেন চলাচল করছে।

শতকের পর শতক ধরে, তীর্থযাত্রা ভারতে চেতনার উৎস হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। এই যাত্রাগুলি শুধুই আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার পথ নয় বরং ভারতের আত্মাকে সংযুক্ত করে এমন একটি পবিত্র ঐতিহ্য। প্রয়াগরাজ, অযোধ্যা, হরিদ্বার, চিত্রকূট, কুরুক্ষেত্র এবং এই ধরণের অসংখ্য তীর্থস্থান আধ্যাত্মিকতার কেন্দ্র। আজ, যেহেতু এই পবিত্র স্থানগুলিকে বন্দে ভারত নেটওয়ার্কের সঙ্গে সংযুক্ত করা হচ্ছে, এটা ভারতের সাংস্কৃতিক বিশ্বাস এবং উন্নয়ন যাত্রাকে সংযুক্ত করার কাজটিও সম্পন্ন করছে। ভারতের ঐতিহ্যবাহী শহরগুলিকে উন্নয়নের প্রতীক করে তোলার দিকে এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন যে এই তীর্থযাত্রাগুলির একটা অর্থনৈতিক দিকও রয়েছে। গত ১১ বছরে, উত্তরপ্রদেশে উন্নয়নমূলক কাজ তীর্থযাত্রার অভিজ্ঞতাকে আরও উন্নত করেছে।

বন্দে ভারত এক্সপ্রেস বহু বৈশিষ্ট্যে সজ্জিত

- ১৪০ সেকেন্ডে ১৬০ কিমি/ ঘন্টা গতিতে পৌঁছাতে হবে।
- এক আনন্দময়, আরামদায়ক এবং নিরাপদ যাত্রা।
- প্রতিটি কোচেই ইনফোটেইনমেন্ট সিস্টেম।
- উন্নত বায়ু চলাচল এবং এমনকি তাপ বিতরণের জন্য এয়ার কন্ডিশনিং নালী।
- স্পর্শ-মুক্ত বৈশিষ্ট্য সহ জৈব-ভ্যাকুয়াম টয়লেট।
- সব কোচে উন্নত অগ্নি নিরাপত্তা ব্যবস্থা।
- কভাচ (ট্রেন সংঘর্ষ এড়ানোর ব্যবস্থা) দিয়ে সজ্জিত।
- প্রতিবন্ধীদের জন্য বিশেষ টয়লেট এবং ব্রেইলে তথ্য।
- সব কোচে জরুরি আলো, জরুরি জানালা এবং টক ব্যাঙ্ক ইউনিট।

পর্যটনের প্রসারে যাত্রীবান্ধব ভ্রমণ

- আঞ্চলিক সংযোগের প্রসার।
- ভ্রমণের সময় কমিয়ে আনা।
- যাত্রীদের আধুনিক, আরামদায়ক এবং দক্ষ ভ্রমণের বিকল্প।
- আঞ্চলিক উন্নয়ন, পর্যটন এবং অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি প্রচার।

> আজ, বন্দে ভারত, নমো ভারত এবং অমৃত ভারতের মতো ট্রেনগুলি ভারতীয় রেলের পরবর্তী প্রজন্মের ভিত্তি স্থাপন করছে। এটা ভারতীয় রেলপথকে রূপান্তরিত করার এক সম্পূর্ণ অভিযান। বন্দে ভারত হল ভারতীয়দের জন্য, ভারতীয়দের দ্বারা এবং ভারতীয়দের জন্য নির্মিত একটি ট্রেন। প্রতিটি ভারতীয় এতে গর্বিত।
>
> **নরেন্দ্র মোদী,** প্রধানমন্ত্রী

বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ভ্রমণকে আরও সহজ এবং দ্রুততর করে তোলে...

- বেনারস-খাজুরাহো বন্দে ভারতঃ এই রুটে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করা হয়েছে। এখন চলমান ট্রেনগুলির তুলনায় প্রায় ২ ঘন্টা ৪০ মিনিট সাশ্রয়।
- লখনউ-সাহারানপুর বন্দে ভারতঃ ভ্রমণের সময় প্রায় ৭ ঘন্টা ৪৫ মিনিট হবে। এতে ভ্রমণের সময় প্রায় ১ ঘন্টা কমবে।
- ফিরোজপুর-দিল্লি বন্দে ভারতঃ এই রুটের দ্রুততম ট্রেন। এটা মাত্র ৬ ঘন্টা ৪০ মিনিটে যাত্রা শেষ করবে।
- এর্নাকুলাম-বেঙ্গালুরু বন্দে ভারতঃ ভ্রমণের সময় ২ ঘন্টারও বেশি কমবে। এতে সময় লাগবে ৮ ঘন্টা ৪০ মিনিট।

৪টি নতুন বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেন নতুন গন্তব্যের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেছে

গত বছর, ১১ কোটি ভক্ত বাবা বিশ্বনাথের দর্শন করতে কাশীতে এসেছিলেন। অযোধ্যায় রাম মন্দির নির্মাণের পর থেকে, ৬ কোটিরও বেশি মানুষ রাম লালার পুজো করেছেন। এই তীর্থযাত্রীদের জন্য উত্তরপ্রদেশের অর্থনীতি হাজার হাজার কোটি টাকা লাভবান হয়েছে। এগুলি হোটেল, ব্যবসা, পরিবহণ সংস্থা, স্থানীয় শিল্পী এবং মাঝিদের জন্য স্থায়ী আয়ের উৎস। ফলে বেনারসের শয়ে শয়ে তরুণ এখন পরিবহণ থেকে শুরু করে বেনারসি শাড়ি পর্যন্ত প্রতিটি ক্ষেত্রে নতুন ব্যবসা শুরু করছে। এই সবকিছুই কাশীর পাশাপাশি উত্তরপ্রদেশের জন্যও সমৃদ্ধির দরজা খুলে দিয়েছে।

প্রধানমন্ত্রীর সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানটি দেখতে QR কোডটি স্ক্যান করুন।

‘দেবভূমি উত্তরাখন্ড’

ভারতের আধ্যাত্মিক জীবনের হৃদস্পন্দন

সূচনার পর থেকে ২৫ বছরে, উত্তরাখণ্ড তার পাহাড়ি সীমানা ছাড়িয়ে বিস্তৃত হয়েছে, তার সমৃদ্ধ আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে পরিকাঠামো, শিক্ষা, পর্যটন, কৃষি, দক্ষতা উন্নয়ন এবং ব্যবসার অন্তর্ভুক্ত করেছে। এই কারণেই, উত্তরাখণ্ডের রজতজয়ন্তী উদযাপনে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন যে রাজ্য যদি সিদ্ধান্ত নেয়, তাহলে আগামী বছরগুলিতে এটি “বিশ্বের আধ্যাত্মিক রাজধানী” হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে…

৯ নভেম্বর, ২৫ বছর আগে একনিষ্ঠ সংগ্রামের পর অটল বিহারী বাজপেয়ীর নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকারের রাজ্যের দাবি পূরণের দিন। যারা এই রাজ্য গঠনের জন্য লড়াই করেছিলেন তারা আজ উত্তরাখণ্ড যে উচ্চতায় পৌঁছেছে তা দেখে আনন্দিত হবেন। রাজ্যের সম্ভাবনাকে নতুন উচ্চতায় উন্নীত করার জন্য কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের প্রতিশ্রুতিতে সন্তুষ্টি প্রকাশ করে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী উত্তরাখণ্ডের প্রতিষ্ঠার রজতজয়ন্তী উদযাপনে (৯ নভেম্বর) ৮,১৪০ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

প্রধানমন্ত্রী মোদী শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পর্যটন এবং ক্রীড়া সম্পর্কিত বেশ কয়েকটি প্রকল্পের উদ্বোধন এবং ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন, যা রাজ্যের উন্নয়ন যাত্রাকে ত্বরান্বিত করবে। এই প্রকল্পগুলি নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগও তৈরি করবে। জামারানি এবং সং ড্যাম প্রকল্পগুলি দেরাদুন এবং হলদোয়ানির পানীয় জলের সমস্যা সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেন যে রাজ্যে বর্তমানে ২ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের প্রকল্প চলছে। হৃষীকেশ -কর্ণপ্রয়াগ রেল প্রকল্পের কাজ এগিয়ে চলেছে এবং দিল্লি-দেরাদুন এক্সপ্রেসওয়ে প্রায় সম্পূর্ণ। তিনি উল্লেখ করেন যে গৌরিকুন্ড-কেদারনাথ এবং গোবিন্দঘাট-হেমকুন্ড সাহেব রোপওয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে। এই প্রকল্পগুলি উত্তরাখণ্ডে উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করছে।

গত ২৫ বছরে উন্নয়ন গতি পেয়েছে…

রাজ্য এবং এর জনগণের সঙ্গে তাঁর গভীর মানসিক বন্ধন ভাগ করে নেওয়ার পাশাপাশি এই অঞ্চলে তাঁর নিজের আধ্যাত্মিক যাত্রার কথা স্মরণ করে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন যে পাহাড়ে বসবাসকারী তাঁর ভাইবোনদের সংগ্রাম, কঠোর পরিশ্রম এবং দৃঢ় সংকল্প তাঁকে সর্বদা অনুপ্রাণিত করেছে। ২৫ বছর আগে, যখন উত্তরাখণ্ড নবগঠিত হয়েছিল, তখন চ্যালেঞ্জগুলি ছিল বিশাল, সেই কথা স্মরণ করে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছিলেন যে সম্পদ সীমিত ছিল, রাজ্যের বাজেট ছিল ছোট, আয়ের উৎস ছিল অপ্রতুল এবং বেশিরভাগ চাহিদা কেন্দ্রীয় সহায়তার মাধ্যমে পূরণ করা হত। প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেন যে ২৫ বছর আগে, উত্তরাখণ্ডের বাজেট ছিল মাত্র ৪,০০০ কোটি টাকা, যা এখন ১ লক্ষ কোটি টাকা ছাড়িয়ে গেছে। এই সময়ের মধ্যে, রাজ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন চারগুণ বেড়েছে এবং

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আবেদন...

- উত্তরাখণ্ডের প্রতিটি বিধানসভা কেন্দ্রে যোগ কেন্দ্র, আয়ুর্বেদ কেন্দ্র এবং প্রাকৃতিক চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানের একটা সম্পূর্ণ প্যাকেজ থাকা উচিৎ, যা বিদেশী পর্যটকদের টেনে আনবে।
- উত্তরাখণ্ডের প্রতিটি প্রাণবন্ত গ্রামকে একটা ক্ষুদ্র পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা উচিৎ, যেখানে হোম স্টে, স্থানীয় খাবার এবং সংস্কৃতির প্রচার করা দরকার।
- নন্দা দেবী, জৌলজিবী, বাগেশ্বরের উত্তরায়ণী, দেবীধুরা, শ্রাবণী এবং মাখন উৎসবের মতো স্থানীয় উৎসব এবং ঐতিহ্যকে বিশ্ব মানচিত্রে তুলে ধরার জন্য "এক জেলা এক উৎসব" এর মতো প্রচার শুরু করা দরকার।
- ফল চাষের সম্ভাবনা বিবেচনা করে উত্তরাখণ্ডের সব পার্বত্য জেলাকে উদ্যানতত্ত্ব কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা উচিৎ।
- "ওয়েড ইন ইন্ডিয়া উদ্যোগ"-এর জন্য, উত্তরাখণ্ডে বড় আকারে সুযোগ সুবিধা তৈরি করা উচিৎ এবং পাঁচ থেকে সাতটি গুরুত্বপূর্ণ জায়গা চিহ্নিত ও উন্নত করা উচিৎ।

উদ্বোধনগুলি

২৩ টি এলাকা AMRUT প্রকল্পের আওতায় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে - দেরাদুনে জল সরবরাহ, পিথোরাগড় জেলার বৈদ্যুতিক সাবস্টেশন, সরকারি ভবনগুলিতে সৌরবিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং নৈনিতালের হলদোয়ানি স্টেডিয়ামে একটা অ্যাস্ট্রোটার্ফ হকি ময়দান।

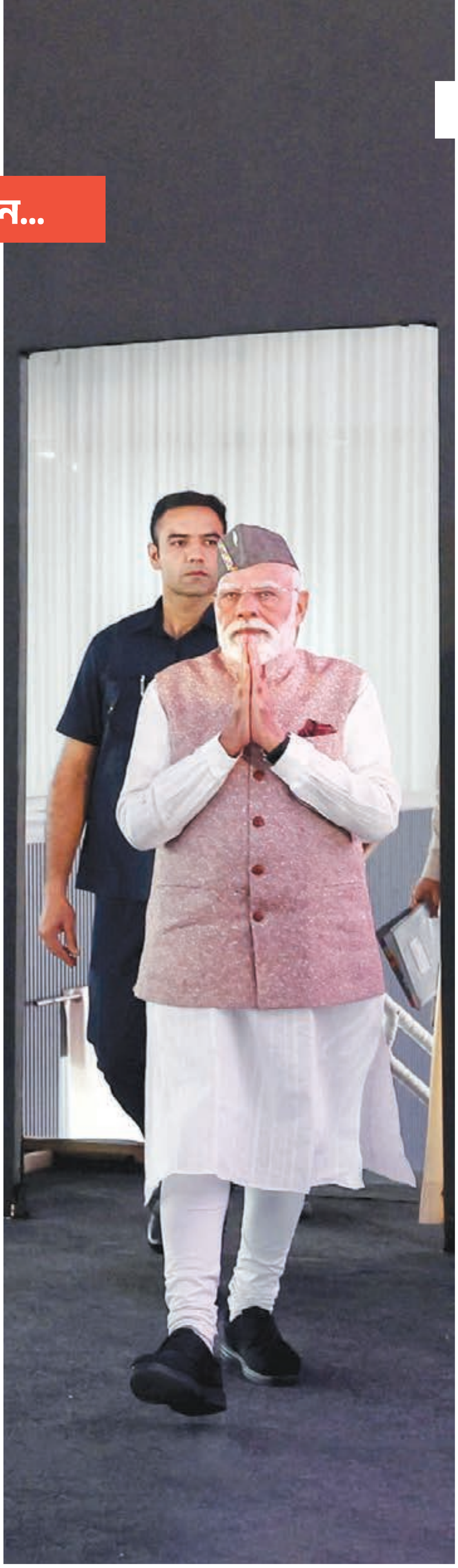

এই প্রকল্পগুলি রাজ্যের বিকাশে গতি দেবে...

প্রধানমন্ত্রী মোদী পানীয় জল, সেচ, কারিগরি শিক্ষা, জ্বালানি, নগর উন্নয়ন, ক্রীড়া এবং দক্ষতা উন্নয়ন সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ৭,২১০ কোটি টাকারও বেশি বরাদ্দের প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন এবং ৯৩০ কোটি টাকারও বেশি বরাদ্দের প্রকল্পের উদ্বোধন করেন।

২৮,০০০

এরও বেশি কৃষক প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনার আওতায় সরাসরি তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ৬২ কোটি টাকার সহায়তা পেয়েছেন।

ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

সং ড্যাম পানীয় জল প্রকল্প, দেরাদুনে ১৫০ MLD পানীয় জল সরবরাহ করবে এবং নৈনিতালে জামারানি বাঁধ বহুমুখী প্রকল্প, চম্পাওয়াতে একটি মহিলা ক্রীড়া কলেজ এবং নৈনিতালে একটি অত্যাধুনিক ডেয়ারি প্ল্যান্ট নির্মিত হবে।

রাস্তার দৈর্ঘ্য বেড়েছে দ্বিগুণ। তিনি আরও বলেন, আগে ছ'মাসে মাত্র ৪,০০০ বিমান যাত্রী এখানে আসতেন, সেখানে আজ, একদিনে ৪,০০০-এরও বেশি যাত্রী বিমানে আসেন।

পরিকাঠামো, শিক্ষা, শিল্প, পর্যটন, স্বাস্থ্য, বিদ্যুৎ এবং গ্রামীণ উন্নয়নের মতো ক্ষেত্রে রাজ্যে অসংখ্য অনুপ্রেরণামূলক সাফল্যের কাহিনী রয়েছে। গত ২৫ বছরে উত্তরাখণ্ডে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের সংখ্যা দশগুণেরও বেশি বেড়েছে। আগে শুধুমাত্র একটি মেডিক্যাল কলেজ ছিল, আজ ১০টি। টিকাদানের আওতা ২৫ শতাংশের নিচে ছিল কিন্তু এখন উত্তরাখণ্ডের প্রায় প্রতিটি গ্রাম টিকাদানের আওতায় এসেছে। ●

প্রধানমন্ত্রীর সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানটি দেখতে QR কোডটি স্ক্যান করুন।

পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র সব বিপর্যয়েই নিরাপদ

পারমাণবিক এবং নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ হল তার নিরাপত্তা। ভারতে, এই বিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং তার আশেপাশের এলাকা সুরক্ষিত এবং নিরাপদ, যা খুবই উচ্চ বেঞ্চমার্ক এবং স্ট্যান্ডার্ড মেনে চলে। রিখটার স্কেলে ৮.৬ থেকে ৯.০ মাত্রার মতো উচ্চ মাত্রার ভূমিকম্পও দেশের পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ক্ষতি করতে পারে না। শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের জন্য পারমাণবিক শক্তি ব্যবহার করার সময়, তার আশেপাশের বাস করা মানুষের নিরাপত্তা এবং সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য বিশেষ সুরক্ষা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

ভারতের পারমাণবিক শক্তি উৎপাদন ক্ষমতা বর্তমানে ২৪ রিঅ্যাক্টরস থেকে ৮,৭৮০ মেগাওয়াট এবং ১৩,৬০০ মেগাওয়াট অর্জনের প্রচেষ্টা চলছে। এর মধ্যে রাশিয়ার সহযোগিতায় ২,০০০ মেগাওয়াট এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহযোগিতায় ৩২০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়েছে। দেশের মোট বিদ্যুৎ উৎপাদনের ৩% পারমাণবিক শক্তি থেকে আসে। ভারত সরকার নিয়মিতভাবে মূল্যায়ন এবং কঠোর নিরাপত্তা বিধি বজায় রেখে দেশে পারমাণবিক শক্তি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য একটি পারমাণবিক শক্তি মিশন মেনে চলছে। সম্প্রতি, সংসদে পারমাণবিক শক্তি বিভাগের প্রতিমন্ত্রীর দেওয়া এক উত্তরে বলা হয়েছে যে বিশ্বের যেকোন জায়গায় পারমাণবিক নিরাপত্তার সঙ্গে সম্পর্কিত যেকোন বড় ঘটনার পরে নিরাপত্তার পুনর্মূল্যায়ন করা হচ্ছে।

২০১১ সালের ফুকুশিমা দাইচি পারমাণবিক দুর্ঘটনা সহ রাশিয়া ও জাপানের ভয়াবহ ভূমিকম্পের পর, পারমাণবিক শক্তি নিয়ন্ত্রণ বোর্ড ভারতীয় বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলির একটা বিশদ মূল্যায়ন করে, যাতে ভূমিকম্প, বন্যা এবং অন্যান্য বড় প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা করার ক্ষমতা এবং প্রস্তুতি মূল্যায়ন

করা যায়। এই মূল্যায়নে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে ভারতের পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলিতে থাকা সুরক্ষা ব্যবস্থাগুলি এতটাই শক্তিশালী যে রিখটার স্কেলে ৯.০ মাত্রার ভূমিকম্পের ক্ষেত্রেও এগুলি প্রভাবিত হয় না। তবে, নির্দেশিকা অনুসারে নিয়মিতভাবে সুরক্ষা মূল্যায়ন করা হয়। এটাও নিশ্চিত করা হয়েছিল যে উপকূলীয় অঞ্চলে অবস্থিত প্রতিটি পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র ভূমিকম্প, সুনামি, সমুদ্রের ঢেউ এবং বন্যা প্রতিরোধের জন্য স্ট্যান্ডার্ড প্রযুক্তিগত পরিমিতি অনুসারে ডিজাইন করা হয়েছে। এছাড়াও কর্মীদের এই ধরণের

২০২৪-২৫ আর্থিক বর্ষে পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলি প্রায় ৫৬,৫৮১ মিলিয়ন ইউনিট বিদ্যুৎ উৎপাদন করেছিল।

জরুরি পারমাণবিক ব্যবস্থাপনার জন্য একটি শক্তিশালী কাঠামো

ভারতে, পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের (NPPs)নকশায় ব্যাপক নিরাপত্তা ধারণা, বৈশিষ্ট্য এবং সিস্টেম একসঙ্গে আনা হয়, যেখানে প্রতিষ্ঠিত পরিচালনা পদ্ধতি কঠোরভাবে মেনে চলা গুরুতর দুর্ঘটনার সম্ভাবনাকে অনেকটাই কমায়। পারমাণবিক জরুরি অবস্থা পরিচালনার জন্য একটা শক্তিশালী কাঠামো রয়েছে। পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কাছাকাছি বসবাসকারী সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য ব্যাপক ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে, যা সুনির্দিষ্ট জরুরি প্রতিক্রিয়া ব্যবস্থা দ্বারা সমর্থিত, যার মধ্যে রয়েছে নিম্নলিখিত বিষয়গুলিঃ

- পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের অবস্থান নির্বাচন, নির্মাণ এবং পরিচালনা সবকিছুই পারমাণবিক শক্তি নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের নির্ধারিত কঠোর নিয়ন্ত্রক এবং সুরক্ষার প্রয়োজনীয়তার অনুসারে পরিচালিত হয়।
- জরুরি পরিস্থিতিতে তেজস্ক্রিয় নির্গমনের কারণে জনসাধারণের এলাকায় সম্ভাব্য প্রভাব কমাতে, NPP পরিকল্পনাগুলির চারপাশে একটা নিয়ন্ত্রণ অঞ্চল চিহ্নিত করা হয়। এটা তাৎক্ষণিক সতর্কতামূলক এবং দ্রুত প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য।
- পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের আয়োজক জেলা বা রাজ্যগুলিতে জেলা এবং রাজ্য পর্যায়ের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা রয়েছে, যা জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সমন্বয় করে তৈরি করা হয়।
- প্রতিটি পারমাণবিক স্থাপনার চারপাশে ১.৫ কিলোমিটারের একটি নিষিদ্ধ অঞ্চল, ৫ কিলোমিটারের একটি নিষ্ক্রিয়করণ অঞ্চল এবং ১৬ কিলোমিটারের একটি জরুরি পরিকল্পনা অঞ্চল রয়েছে।

“

আমরা ২০৪৭ সালের মধ্যে দেশের পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ১০ গুণেরও বেশি বৃদ্ধি করার সংকল্প নিয়ে এগিয়ে চলেছি। আমরা ২০২৫ সালে ৫০% পরিচ্ছন্ন জ্বালানি লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করেছি, যা ২০৩০ সালের লক্ষ্যমাত্রার পাঁচ বছর আগে।

- নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী

পরিস্থিতিতে প্রতিক্রিয়া জানাতে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

গত দু’বছরে পারমাণবিক শক্তি নিয়ন্ত্রক বোর্ড ৮৬টি কার্যকরী কেন্দ্র পরিদর্শন করেছে। এই পরিদর্শনে তেজস্ক্রিয় বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বা জরুরি প্রস্তুতি পরিকল্পনায় কোন ত্রুটি পাওয়া যায়নি।

পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদনে অংশীদারিত্বের জন্য বেসরকারি ক্ষেত্র

পারমাণবিক শক্তি মিশন ২০৪৭ সালের মধ্যে ১০০ গিগাওয়াট পারমাণবিক শক্তি উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করেছে। এই ক্ষেত্রে বেসরকারি ক্ষেত্রের অংশগ্রহণেরও অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও, পারমাণবিক শক্তি বিভাগ পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ, মালিকানা, পরিচালনা, পারমাণবিক নিরাপত্তা ও সুরক্ষা এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনার দিকগুলি বিবেচনা করার জন্য একটা কর্মী গোষ্ঠী গঠন করেছে। সরকারের চলতি FDI নীতি অনুসারে পারমাণবিক শক্তি ক্ষেত্রে বিদেশী অংশীদারদের ধরে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলি নেট জিরো অর্জনে সহায়তা করবে

গত পাঁচ বছরে, ২,১০০ মেগাওয়াট পারমাণবিক শক্তি ক্ষমতা গ্রিডের সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়েছে। এই সময়ের মধ্যে, পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলি থেকে প্রায় ২৪১ বিলিয়ন ইউনিট স্বচ্ছ বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়েছে। এর ফলে পরিবেশে ২০.৭ কোটি টনেরও বেশি কার্বন ডাই অক্সাইড (CO_2) নির্গমন হ্রাস পেয়েছে। দীর্ঘমেয়াদে পারমাণবিক শক্তি স্বচ্ছ বিদ্যুৎ পাওয়া বাড়াবে, যা শুধুই দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে না বরং ২০৭০ সালের মধ্যে নেট জিরো লক্ষ্য অর্জনেও সহায়তা করবে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আইসিসি মহিলাদের বিশ্বকাপ জয়ীদের সঙ্গে মত বিনিময় করেছেন

নতুন ভারতের খেলোয়াড়োচিত মানসিকতার প্রতীক

আন্তর্জাতিক মঞ্চ থেকে খেলার মাঠ, ভারতের ত্রিবর্ণরঞ্জিত জাতীয় পতাকা আজ সর্বত্র উড্ডীয়মান। এই গৌরব গাঁথায় আর একটি নতুন অধ্যায় যুক্ত হয়েছে। দেশের মেয়েরা আইসিসি মহিলাদের ক্রিকেট বিশ্বকাপ ২০২৫-এ জয়লাভ করায় দেশের গৌরব আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বিশ্বকাপজয়ী মহিলা ক্রিকেটারদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন এবং তাঁদের মানসিকতা, কঠোর পরিশ্রম ও সাহসের প্রশংসা করেছেন...

ভারতের খেলোয়াড়রা যখন মাঠে নামেন, তখন সারাদেশ তাঁদের পাশে থাকে। ভারতের উৎসাহ উদ্দীপনার গর্জন স্টেডিয়ামের প্রতিটি কোণায় ধ্বনিত হয় এবং প্রতিটি জয় প্রত্যেক দেশবাসীকে গর্বিত করে আর তাই ২০১৪ সালে দেশের দায়িত্বভার গ্রহণ করার পর, ক্রীড়াবিদরা যাতে প্রয়োজনীয় সব ধরণের সুযোগ-সুবিধা পান এবং সবসময় তাদের অনুপ্রাণিত করতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নিরলস উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন।

তাঁর পরিকল্পনায় উৎসাহিত হয়ে খেলাধূলা এখন আর মাঠের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই, তা নতুন ভারতের আন্দোলনে পরিণত হয়েছে। উৎসাহদানের এই সংস্কৃতি বজায় রেখে প্রধানমন্ত্রী ৬ নভেম্বর তাঁর বাসভবনে যখন ২০২৫ সালের আইসিসি মহিলাদের ক্রিকেট বিশ্বকাপ জয়ী দলের সদস্যদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, তখন তিনি তাঁদের বলেন, "প্রকৃত অর্থেই আপনারা কিছু একটা করে দেখিয়েছেন, ভারতে ক্রিকেট এখন আর শুধু একটি খেলাই নয়- এটি জনজীবনের অঙ্গ হয়ে উঠেছে। যখন ক্রিকেট জয়লাভ করে তখন ভারতের আনন্দ হয়। আবার যখন একটুর জন্য হেরে যায় গোটা দেশ তখন স্তব্ধ হয়ে যায়। আপনাদের সকলকে আমার শুভেচ্ছা রইলো।"

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর অনুপ্রেরণাই সাফল্যের উৎস ছিল

মহিলা ক্রিকেটাররা ২০১৭ সালে ফাইনাল ম্যাচে হারার পর যখন প্রদানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন সেই মুহূর্তের কথা স্মরণ করে তাঁরা বলেন, সেই সময় প্রধানমন্ত্রী তাদের যেভাবে অনুপ্রাণিত করেছেন, তা আজও তাদের উৎসাহিত করে। দলের ক্যাপ্টেন

রাষ্ট্রপতির সঙ্গে ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের সদস্যদের সাক্ষাৎ

আইসিসির ২০২৫-এর মহিলা বিশ্বকাপ জয়ী ক্রিকেট দলের সদস্যরা রাষ্ট্রপতি ভবনে ৬ নভেম্বর রাষ্ট্রপতি শ্রীমতী দ্রৌপদী মুর্মুর সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেন। রাষ্ট্রপতি বিজয়ী ক্রিকেট দলের প্রত্যেক সদস্যকে অভিনন্দন জানান। তিনি বলেন, ক্রিকেট বিশ্বকাপ জয় করে তাঁরা ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন। দেশ-বিদেশের লক্ষ লক্ষ ভারতীয় তাঁদের এই সাফল্য উপভোগ করেছেন। রাষ্ট্রপতি আরও বলেন, তাঁরা সমাজের কাছে আদর্শ হয়ে উঠেছেন। তরুণ প্রজন্ম বিশেষ করে মেয়েরা তাঁদের জন্য অনুপ্রাণিত হবেন।

ক্রিকেটার হরলিন কাউর দেওল প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলার সময় জানতে চান, “স্যার আপনার কাছে আমার একটা প্রশ্ন আছে, আপনি প্রতিদিন কীভাবে ত্বকের যত্ন নেন। আপনার ত্বক এত জেল্লা দেয় কেন”। প্রধানমন্ত্রী স্মিত হেসে বলেন, তিনি এই বিষয় নিয়ে চিন্তাভাবনাই করেন না তখন আরেকজন খেলোয়াড় বলেন, কোটি কোটি ভারতবাসীর ভালোবাসার কারণেই তার শরীর এত জেল্লা দিচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী এই কথাটি মেনে নেন। তিনি বলেন, সমাজের থেকে যে ভালোবাসা তিনি পান সেটিই তার শক্তি। তিনি বলেন, সরকারের প্রধান হিসেবে তিনি ২৫ বছর দায়িত্ব পালন করেছেন। এই সময়কালে যে আশীর্বাদ তিনি সকলের কাছ থেকে পেয়েছেন, তার দীর্ঘমেয়াদি ফল পাওয়া যাচ্ছে।

> **“ভারতীয় দলের বিশ্বকাপ জয়ে প্রত্যেক দেশবাসী গর্বিত। মহিলা ক্রিকেট দলের সদস্যদের সঙ্গে মত বিনিময় করতে পারা নিঃসন্দেহে দারুণ এক বিষয়।”**
>
> **নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী**

হরমনপ্রীত সিং প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলার সময়ে বলেন, “আপনি আমাদের বলেছিলেন, যখনই আমরা আবার সুযোগ পাবো তখনই আমরা সেই সুযোগকে কাজে লাগাবো। আজ আমরা বিশ্বকাপ জয় করে ফিরে এসেছি আর আবারও আপনার সঙ্গে দেখা করার সুযোগ পেয়ে আমাদের দারুণ লাগছে।” ভাইস ক্যাপ্টেন স্মৃতি মান্ধানাও ২০১৭ সালের সেই সাক্ষাৎ-এর প্রসঙ্গটি উল্লেখ করে বলেন, তখন প্রধানমন্ত্রী তাঁদের যেভাবে অনুপ্রাণিত করেছেন তা আজও তাদের মনে আছে।

ফিট ইন্ডিয়ার প্রচার

সাক্ষাৎ-এর সময় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, মহিলা ক্রিকেটারদের এই সাফল্য তাদের অন্যকে অনুপ্রাণিত করার সুযোগ করে দিয়েছে। তিনি পরামর্শ দেন, বিজয়ী দলের সদস্যরা বাড়ি ফিরেই যে স্কুলে পড়াশোনা করেছেন সেখানে যেন অবশ্যই যান। তাঁরা সেখানে ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে সারাটা দিন থাকবেন। ছাত্র-ছাত্রীরা তাঁদের নানা প্রশ্ন করবে এবং তাদের জীবন সম্পর্কে জানতে চাইবে। খেলোয়াড়দের অভিজ্ঞতার কথা শুনে তারা অনুপ্রাণিত হবে। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, খেলোয়াড়দের তিনটি স্কুল বাছাই করা উচিত। এই তিনটি স্কুলের মধ্যে প্রত্যেক বছর একটি করে স্কুলে গিয়ে ওই স্কুলে যারা খেলাধূলো করে সেইসব ছাত্র-ছাত্রী সহ বাকিদের অনুপ্রাণিত করতে হবে। প্রধানমন্ত্রী ফিট ইন্ডিয়া আন্দোলনের গুরুত্বের কথা উল্লেখ করেন। স্থূলত্ব সমস্যার সমাধানে এই আন্দোলন অত্যন্ত ফলপ্রসু। তিনি রান্নার তেলের ব্যবহার ১০ শতাংশ কমানোর পরামর্শ দিয়ে বলেন, খেলোয়াড়দের থেকে যখন এই বার্তা মানুষের কাছে পৌঁছোবে তখন তার এক সুদূর প্রসারী ফল পাওয়া যাবে। মহিলা সহ সকলের কাছে ফিট ইন্ডিয়ার বিষয়ে সচেতনতা গড়ে তুলতে তিনি উৎসাহিত করেন।

দলগত সিদ্ধান্ত মেনে চলা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ

মহিলা খেলোয়াড়দের সঙ্গে মতবিনিময়ের সময় প্রধানমন্ত্রী দলগত সিদ্ধান্ত মেনে চলার গুরুত্বের কথা উল্লেখ করেন। খেলাধুলায় যেমন টিম স্পিরিট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, একইসঙ্গে আপনি যখন ২৪ ঘন্টা কারোর সঙ্গে থাকবেন তখন একটি বন্ধন তৈরি হয়। প্রত্যেকে অন্যের দুর্বলতা এবং শক্তি সম্পর্কে উপলব্ধি করতে পারেন। আর তাই আমরা যখন কারোর দুর্বলতাটাকে সরিয়ে তার শক্তির কথা তুলে ধরি তখন সেই শক্তি বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। ●

ভারত এবং ভুটান

অভিন্ন সংস্কৃতি বহন করে এবং দুটি দেশ সেতুবন্ধ গড়ে তুলেছে

হিমালয়ের কোলে লালিত হওয়া দেশ ভুটানের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক কোনও সীমানার মধ্যে আবদ্ধ নেই, বরং বলা ভালো দুটি দেশ অভিন্ন সংস্কৃতি এবং আবেগের অংশীদার। দশকের পর দশক ধরে দুদেশের মধ্যে বন্ধন আস্থা, সহযোগিতা এবং সমৃদ্ধির পথ অনুসরণ করে আরও শক্তিশালী হয়েছে। এই সম্পর্ককে আরও মজবুত করতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ১১ ও ১২ নভেম্বর ভুটান সফর করেন। সফরকালে দুদেশের মধ্যে বেশ কয়েকটি চুক্তি ও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়...

পারস্পরিক আস্থা, বোঝাপড়া ও সদিচ্ছার ওপর ভিত্তি করে ভারত ও ভুটানের মধ্যে নিবিড় বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। ভারতের 'প্রতিবেশী প্রথম' নীতি এবং প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে সৌহার্দ্যের সম্পর্ক বজায় রাখার কারণে দুটি দেশের মধ্যে সেই সম্পর্ক আরও শক্তিশালী হয়েছে। রাজা জিগমে খেসর নামগিয়াল ওয়াংচুক-এর আমন্ত্রণে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দুদিনের ভুটান সফরের সময় তিনি চতুর্থ ড্রুক গ্যালপোর ৭০-তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে থিম্পুতে আয়োজিত অনুষ্ঠানে যোগ দেন। এছাড়াও আন্তর্জাতিক শান্তি প্রার্থনা উৎসবে অংশগ্রহণ করেন তিনি। প্রাচীন যুগ থেকে ভারত "বসুধৈব কুটুম্বকম" নীতি অনুসরণ করে আসছে। সমগ্র বিশ্বকে অভিন্ন পরিবার হিসেব বিবেচনা করাই এই নীতির লক্ষ্য। "সর্বে ভবন্তু সুখিনাঃ" মন্ত্রের মধ্য দিয়ে তিনি সকলের সুখ কামনা করেন। ভুটানের চতুর্থ রাজার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, রাজার সহজ-সরল জীবনযাত্রা প্রজ্ঞা, সাহস ও দেশের প্রতি নিঃস্বার্থ সেবার এক সংমিশ্রণ। মাত্র ১৬ বছর বয়সে বিপুল দায়িত্ব গ্রহণ করে তিনি দূরদর্শী নেতৃত্ব দানের মধ্যে দিয়ে ভুটানকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। তার ৩৪ বছরের শাসনকালে ভুটানের ঐতিহ্য ও উন্নয়ন নতুন এক উচ্চতায় পৌঁছেছে। দেশে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা এবং সীমান্তবর্তী অঞ্চলে শান্তি নিশ্চিত করার মতো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত তিনি নিয়েছেন। মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বা জিডিপির কথা বিবেচনা করার পাশাপাশি তিনি মানব কল্যাণকেও সমানভাবে গুরুত্ব দিয়েছেন। চতুর্থ রাজা ভারতের সঙ্গে ভুটানের সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ককে আরও শক্তিশালী করে তোলার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছেন। এই বন্ধুত্ব ক্রমশ আরও শক্তিশালী হয়েছে। এই শক্তিশালী হওয়ার পিছনে তাঁর গড়ে তোলা ভিত ছিল গুরুত্বপূর্ণ।

ঘোষণা.......

১,২০০ মেগাওয়াট

পুনাতসাংছু জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ঃ এই প্রকল্পের প্রধান জলাধার নির্মাণের কাজ শুরু করার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় অনুমোদন পাওয়া গেছে

- বারাণসীতে একটি ভুটানী মন্দির/বৌদ্ধ গুম্ফা এবং অতিথি নিবাসের জন্য জমি দেওয়া হয়েছে
- গেলেফুর পাশে হাতিসারে একটি অভিবাসন চেক পোস্ট গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত
- ভুটানের জন্য ৪,০০০ কোটি টাকার ঋণ

দুই দেশের মধ্যে যে বিষয়গুলির ওপর চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে

- দুদেশের মধ্যে পুনর্নবিকরণযোগ্য শক্তি, মানসিক স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং স্বাস্থ্য পরিষেবা।
- পুনর্নবিকরণযোগ্য শক্তি ও স্বাস্থ্য পরিষেবা।
- পেমা সচিবালয় এবং ভারত সরকারের ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অফ মেন্টাল হেল্থ অ্যান্ড নিউরো সায়েন্সেস-এর মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগ গড়ে তোলা

দিল্লি বিস্ফোরণের পর সহমর্মিতা প্রকাশ করার জন্য ভুটানকে ধন্যবাদজ্ঞাপন

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, আজকের দিনটি ভুটানের রাজ পরিবারের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন। যারা বিশ্বশান্তির পক্ষে, তাদের জন্যও দিনটি গুরুত্বপূর্ণ। দিল্লিতে একদিন আগে যে ভয়াবহ ঘটনা ঘটেছে, তারজন্য তিনি ভারাক্রান্ত মনে এখানে এসেছেন। দিল্লির ঘটনা সকলকে ব্যথিত করেছে। তদন্তকারী প্রতিটি সংস্থার সঙ্গে সারারাত ধরে তিনি যোগাযোগ করেছেন। আমাদের তদন্তকারী সংস্থাগুলি এই ষড়যন্ত্রের শেখর কোথায় রয়েছে সেটি খুঁজে বের করবে। ঘটনার সঙ্গে যুক্ত চক্রীরা ছাড় পাবে না। এদের সকলকে বিচারের আওতায় আনা হবে। দিল্লির এই ঘটনার পর ভুটান সহমর্মিতা প্রকাশ করায় তিনি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছেন।

> **"মহামান্য চতুর্থ রাজার ৭০-তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে যে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে সেই অনুষ্ঠানে দিল্লি বিস্ফোরণের প্রেক্ষিতে ভারতের জনগণের সঙ্গে ভুটান অনন্য এক প্রার্থনা সভার মধ্য দিয়ে সহমর্মিতা প্রকাশ করেছে। আমি এই উদ্যোগের কথা সবসময়ই মনে রাখবো।"**
>
> **নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী**

ভারত ও ভুটানের মধ্যে জলবিদ্যুৎ ক্ষেত্রে যে সহযোগিতা রয়েছে, তার ভিত্তি গড়ে ওঠে চতুর্থ রাজার নেতৃত্বে। শ্রী মোদী বলেন,তাঁর দূরদর্শীতার কারণেই বিশ্বের প্রথম কার্বন নিঃসরণমুক্ত রাষ্ট্র হিসেবে ভূটোন আত্মপ্রকাশ করেছে-যা অভূতপূর্ব এক সাফল্য।

মাথাপিছু পুনর্নবিকরণযোগ্য জ্বালানী উৎপাদনের নিরিখে ভুটানের স্থান সারা বিশ্বে প্রথম। বর্তমানে এই উৎস থেকেই দেশের সমস্ত বিদ্যুতের চাহিদা পূরণ হয়। আজ এই বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে একটি জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের সূচনা করা হয়েছে। ১,০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের এই প্রকল্পটি সেদেশের জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষমতা ৪০ শতাংশ বৃদ্ধি করবে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই অংশীদারিত্ব শুধু জলবিদ্যুতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই, ভারত ও ভুটান সৌরশক্তির ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। উভয় দেশই পরস্পরের মধ্যে যোগাযোগ বৃদ্ধি করতে উদ্যোগী হয়েছে। গেলেফু ও সামসের সঙ্গে যোগাযোগ বৃদ্ধি করতে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ভারতের রেল নেটওয়ার্কের সঙ্গে এই দুটি অঞ্চলকে যুক্ত করা হবে। প্রকল্পের কাজ শেষ হলে ভুটানের শিল্প এবং কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা ভারতের বড় বাজারকে আরও বেশি করে কাজে লাগানোর সুযোগ পাবেন। পর্যটক এবং বিনিয়োগকারীদের সুবিধার জন্য ভারত গেলেফুর কাছে একটি অভিবাসন চেক পোস্ট গড়ে তুলবে। ভারত গতবছর ভুটানের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার জন্য ১,০০০ কোটি টাকার একটি সহায়তা প্রকল্পের ঘোষণা করেছেন। সড়ক নির্মাণ, কৃষিকাজ, আর্থিক ব্যবস্থাপনা, স্বাস্থ্য পরিষেবা সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই অর্থ ব্যয় করা হবে। এরফলে ভুটানের নাগরিকদের জীবনযাত্রা আরও সহজ হবে। ●

> *ভারত ও ভুটান সরকারের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি অনুসারে ১০২০ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন পুনাতসাংছু জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্বের উদ্বোধন হল।*

প্রধানমন্ত্রীর পুরো অনুষ্ঠানটি দেখতে চাইলে এই কিউআর কোডটি স্ক্যান করুন।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত

সুস্থায়ী উন্নয়ন ও আত্মনির্ভরতার জন্য রপ্তানি প্রসার মিশন গড়ার প্রস্তাবে অনুমোদন

রপ্তানিকারকদের ঋণের সুযোগ দিতে এবং আন্তর্জাতিক স্তরে প্রতিযোগিতায় সামিল হতে ও আত্মনির্ভর ভারত গড়ার পথে এগিয়ে যেতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা রপ্তানি প্রসার মিশন গড়ার প্রস্তাবে অনুমোদন দিয়েছে। এর ফলে রপ্তানির ক্ষেত্রে যে প্রতিযোগিতামূলক পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে, তার ফলে সরবরাহ শৃঙ্খল শক্তিশালী হবে এবং নতুন নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। "মেড ইন ইন্ডিয়া"-র প্রভাব আন্তর্জাতিক স্তরে আরও অনুভূত হবে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা চারটি গুরুত্বপূর্ণ খনিজ পদার্থ গ্রাফাইট, সিজিয়াম, রুবিডিয়াম এবং জিরকোনিয়াম-এর জন্য রয়্যালটির হার সুষম করার প্রস্তাবও অনুমোদন করেছে।

সিদ্ধান্ত : ভারতের রপ্তানি পরিমণ্ডলকে জোরদার করতে ২৫,০৬০ কোটি টাকার রপ্তানি প্রসার মিশনে ছাড়পত্র দিল কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা

প্রভাব : ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষ থেকে ২০৩০-৩১ অর্থবর্ষ পর্যন্ত সময়কালে রপ্তানি প্রসার মিশনের জন্য একটি সুসংহত, নমনীয় এবং ডিজিট্যাল পদ্ধতিতে পরিচালিত ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা হবে। আন্তর্জাতিকস্তরে ব্যবসা বাণিজ্যের নানা সমস্যার মোকাবিলায় এবং রপ্তানির ক্ষেত্রে নতুন নতুন চাহিদা পূরণের জন্য এই মিশন একটি কৌশলগত ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে সহায়ক হবে। এই ফ্ল্যাগশিপ কর্মসূচীটি এবছরের বাজেটে ঘোষণা করা হয়। প্রথমবার যারা রপ্তানির ব্যবসা করছেন, শ্রমিকনির্ভর অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগ এবং দেশের রপ্তানি ব্যবসাকে সহায়তা করার জন্য এই প্রকল্পের ঘোষণা করা হয়েছে।

সিদ্ধান্ত : রপ্তানিকারকদের জন্য ক্রেডিট গ্যারান্টি কর্মসূচীর (সিজিএসই) অনুমোদন

প্রভাব : এমএসএমই সহ যোগ্য রপ্তানিকারকদের ২০ হাজার কোটি টাকা পর্যন্ত অতিরিক্ত ঋণের সুযোগ দেওয়ার জন্য মেম্বার লেন্ডিং ইন্সস্টিটিউশান (এমএলই) গুলিকে ১০০ শতাংশ ঋণ নিশ্চয়তা দেবে ন্যাশনাল ক্রেডিট গ্যারান্টি ট্রাস্টি কোম্পানি লিমিটেড।

- এই প্রকল্প আন্তর্জাতিক স্তরে ভারতীয় রপ্তানিকারকদের প্রতিযোগিতায় সামিল হতে উৎসাহিত করবে এবং নতুন নতুন বাজারে রপ্তানিকারকরা তাদের পণ্য নিয়ে যাতে পৌঁছতে পারেন সেই ব্যবস্থা করবে।
- এর ফলে, কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে এবং বিকশিত ভারত গড়ার পথে দেশ আরও একধাপ এগোবে।

সিদ্ধান্ত : পরিবেশবান্ধব জ্বালানী উৎপাদনে গুরুত্বপূর্ণ খনিজ পদার্থ গ্রাফাইট, সিজিয়াম, রুবিডিয়াম এবং জিরকোনিয়াম-এর রয়্যালটির যুক্তিযুক্ত ও পরিমার্জিত হারে প্রদানের সিদ্ধান্তে অনুমোদন

প্রভাব : এই সিদ্ধান্ত সিজিয়াম, রুবিডিয়াম এবং জিরকোনিয়াম-সমৃদ্ধ খনির নিলামে গতি আনবে। এই সব গুরুত্বপূর্ণ খনিজ পদার্থ ছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ খনিজ লিথিয়াম, টাংস্টেন, আরইইএস, নিয়োবিয়াম উৎপাদনেরও প্রসার ঘটবে। এইসব খনিজ পদার্থগুলি দেশে উৎপাদিত হলে আমদানি নির্ভরতা হ্রাস পাবে এবং সরবরাহশৃঙ্খলে কোনো ব্যাঘাত ঘটলে সেই সমস্যা দূরীকরণে সহায়ক হবে। এর ফলে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে। গ্রাফাইট, সিজিয়াম, রুবিডিয়াম এবং জিরকোনিয়াম উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহারে এবং পরিবেশবান্ধব জ্বালানীর ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

- বৈদ্যুতিক গাড়ির ব্যাটারিতে গ্রাফাইট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এটি মূলত ব্যাটারির অ্যানোড হিসেবে কাজ করে।
- জিরকোনিয়াম পারমাণবিক জ্বালানী, বিমান পরিবহণ, স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং উৎপদান শিল্প সহ বিভিন্ন শিল্পে ব্যবহৃত হয়।
- সিজিয়াম মূলত উচ্চ প্রযুক্তির কাজে ব্যবহৃত বৈদ্যুতিন সামগ্রী তৈরিতে ব্যবহার করা হয়।
- রুবিডিয়াম ফাইবার অপটিক্স, টেলি যোগাযোগ ব্যবস্থাপনা, রাতে কাজ করার সুবিধার জন্য বিশেষ ধরনের আলোর থেকে চোখকে বাঁচাতে চশমা তৈরির কাজে ব্যবহৃত হয়।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তগুলি সাংবাদিকদের অবগত করার কর্মসূচিটি প্রত্যক্ষ করার জন্য এই কিউআর কোডটি স্ক্যান করুন

Narendra Modi
@narendramodi

This Cabinet decision will boost sustainability and self-reliance. It will strengthen supply chains and create job opportunities as well.

pib.gov.in/PressReleasePa...

रक्षा मंत्री कार्यालय/ RMO India
@DefenceMinIndia

Technology is not only a tool but a culture. It is a way of doing things better, faster and more intelligently. It is about ensuring that data moves faster than doubt, that decision-making is informed by evidence and that the soldier, the scientist and the civil servant all work in synergy through shared platforms: Raksha Mantri Shri @rajnathsingh

Amit Shah
@AmitShah

दो लाख से अधिक आबादी वाले सभी शहरों में एक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक बनाया जायेगा।

Nitin Gadkari
@nitin_gadkari

On this #WorldScienceDay, let's celebrate the power of knowledge and innovation that shape a sustainable future. May science continue to guide us toward solutions for our planet's greatest challenges—advancing progress, equity, and hope for generations to come.
Happy World Science Day!

Shivraj Singh Chouhan
@ChouhanShivraj

घटिया बीज एक समस्या है, इसे बेचने वालों को रोकने के लिए हम सीड एक्ट ला रहे हैं...

Manohar Lal
@mlkhattar

Urban Invest Window (UIWin) सतत, समावेशी और भविष्य के लिए तैयार शहरों के रोडमैप की दृष्टिकोण से एक गेमचेंजर साबित होगा..

Bullet train experiences being logged for future projects: PM

TRIBUNE NEWS SERVICE

PM Narendra Modi during a visit to an under-construction bullet train station in Surat. PTI

NEW DELHI, NOVEMBER 16

Prime Minister Narendra Modi on Sunday visited the under-construction bullet train station at Surat in Gujarat and reviewed the progress of the Mumbai-Ahmedabad high-speed rail corridor.

He also interacted with the team of India's first bullet train project and enquired about the progress of the project, including adherence to speed and timetable targets. Workers assured him that the project was advancing smoothly without any difficulties.

They told the PM about the rigorous design and engineering control processes. Modi said as the experiences gained in the bullet train project were being recorded and compiled like a reference book, the country could move decisively towards large-scale implementation of bullet trains. Maintaining such records could benefit future students and contribute to nation-building, he added.

The Mumbai-Ahmedabad High-Speed Rail Corridor spans approximately 508 km, covering 352 km in Gujarat and Dadra & Nagar Haveli and 156 km in Maharashtra.

It will connect major cities, including Sabarmati, Ahmedabad, Anand, Vadodara, Bharuch, Surat, Bilimora, Vapi, Boisar, Virar, Thane and Mumbai, marking a transformative step in India's transportation infrastructure.

Built with advanced engineering techniques on a par with international standards, the project features 465 km (about 85 per cent of the route) on viaducts, ensuring minimal land disturbance and enhanced safety. So far, 326 km of viaduct work has been completed, and 17 of the 25 river bridges have been constructed.

Upon completion, the bullet train will reduce travel time between Mumbai and Ahmedabad to nearly two hours. The project is expected to boost business, tourism and economic activity along the entire corridor, catalysing regional development.

Justice begins in school

FROM LITIGATION TO DIALOGUE — LESSONS FROM PM

ASHOK K PANDEY

ON NOVEMBER 8, 2025, PM Narendra Modi addressed a conference on 'Strengthening Legal Aid Delivery Mechanisms' at the Supreme Court. The PM stressed that India's legal system must draw inspiration from its ancient roots, favouring dialogue and consensus over confrontation. He shared that nearly 800,000 criminal cases have been resolved in the last three years through the Legal Aid Defence Counsel System, demonstrating a revolution in justice delivery that holds meaning for another sacred institution: our schools.

The climate of trust

The sacred trust between teacher, learner, and parent is under stress. Litigation involving schools and teachers has multiplied, with incidents once resolved through conversation now leading to police cases — from a school bus accident to a fee non-payment issue. Principals are being arrested for mishaps they neither intended nor could have prevented. Teachers live in anxiety, and parents feel unheard, clouding the educational climate with fear and suspicion.

Dialogue as justice

The PM's call to revive dialogue as the foundation of justice invites a parallel transformation in education. If millions of disputes can be resolved among citizens through compassion and conversation, we must bring the same spirit to our schools. We can create mechanisms like a trust circle — a space for teachers, parents, and students to discuss grievances, listen, and seek reconciliation. The goal is not to win, but to heal the wound of dispute.

A call to action

The legal services authorities promote early, good-faith mediation and are approaching schools to sensitise students and teachers. These interventions should become a lived experience. Voluntary sittings to resolve school-level disputes save time, preserve relationships, and reduce costs. This habit of mediation before litigation can lighten the load on the justice system.

Accountability

This is not about shielding wrongdoing; when negligence or harm occurs, due process must proceed. Justice must be firm with wrongdoing and generous with understanding. We urge schools and families to try a structured space for listening and restoration before adversarial conflict begins. True justice lies in learning, reconciliation, and growth.

Culture of learning justice

If the legal system seeks renewal through India's timeless wisdom, our education system must rediscover its own roots in dialogue and compassion. Every school should become a place where justice is lived each day, in the tone of the teacher and the dignity offered to every child. When fear gives way to faith, and suspicion to understanding, we will reclaim what was once sacred in learning.

The author is fellow, Global Peace Foundation

Prime Minister Narendra Modi joins Bhutan King Jigme Khesar Namgyel Wangchuck and his wife Jetsun Pema at the Grand Kuenrey Hall in Thimphu on Wednesday. PTI

India reaffirms its support to Bhutan's 13th five-year-plan

Press Trust of India
Thimphu, November 12

INDIA ON Wednesday reaffirmed its "unwavering" support to Bhutan's 13th five-year-plan as Prime Minister Narendra Modi held talks with former king Jigme Singye Wangchuck and joined Bhutanese leadership to attend the Kalachakra initiation ceremony, hosted as part of the ... with our Act East Policy," Modi said on social media.

In the morning, Modi inaugurated the "Kalacakra Wheel of Time Empowerment" at the Global Peace Prayer Festival that was attended by top Bhutanese leadership, including Bhutan King Jigme Khesar Namgyel Wangchuck and Singye.

"This is an important ritual with great cultural significance for Buddhists around the

Tribal pride crucial part of India's consciousness: PM

HTC and agencies
letters@hindustantimes.com

NEW DELHI: Tribal pride has been an integral part of India's consciousness for thousands of years and the country cannot forget the tribal society's contribution in the freedom movement, Prime Minister Narendra Modi said on Saturday on the occasion of Janjatiya Gaurav Diwas, which coincides with the 150th birth anniversary of Birsa Munda.

Addressing an event in Gujarat's Narmada district, where he laid foundation stone of development projects worth over ₹9,700 crore, PM Modi said: "Tribal pride has been an integral part of India's consciousness for thousands of years. Whenever the question of the country's honour, self-respect, and self-rule has arisen... our tribal society has stood at the forefront. We cannot forget the contribution of tribal society in the freedom movement."

He added that the Janjatiya Gaurav Diwas "reminds us of the ... of our tribal brothers and sisters".

"The Congress which ruled the country for six decades, left the tribal communities to their fate. Our tribal regions faced issues like malnutrition, lack of health care, inadequate education, and poor connectivity. These deficiencies in a way became the identity of the tribal regions but the Congress did nothing about it."

Noting that tribal welfare has always been the highest priority for the ruling Bharatiya Janata Party (BJP), he said: "For the first time when Atal Bihari Vajpayee became the Prime Minister in the BJP-led government, a separate ministry for tribal affairs was established. After his government, when Congress got an opportunity to serve the country for ten years, they neglected this ministry. It was completely forgotten."

During his day-long visit to Gujarat, PM Modi also offered prayers to Pandori Mata, a deity of the tribal community, at a temple in Devmogra village.

... Tribal Pride Day, the entire nation is reverently remembering the unparalleled contribution of the great freedom fighter of the country, Lord Birsa Munda Ji, in protecting the pride of the motherland," he said on X.

President Droupadi Murmu, the first tribal to hold the post, paid floral tributes at the Birsa Munda statue on Parliament premises.

Vice President CP Radhakrishnan, Lok Sabha Speaker Om Birla and several lawmakers also attended the event.

Union home minister Amit Shah, too, paid tributes to Birsa Munda, saying: "Bhagwan Birsa Munda is the pride not just of the tribal community, but of the entire nation. Today, the whole country is celebrating his 150th birth anniversary and 'Janjatiya Gaurav Diwas' (Tribal Pride Day) with great joy."

In 2021, the central government declared November 15 as "Janjatiya Gaurav Divas" to mark the birth anniversary of Birsa Munda and remember the contri-

Indonesia interested in buying BrahMos missiles, says Rajnath

Press Trust of India
letters@hindustantimes.com

LUCKNOW: Indonesia has made a bid to purchase the BrahMos missiles, defence minister Rajnath Singh said on Saturday.

"Indonesia has requested to purchase the BrahMos missile being manufactured in Lucknow," Singh said, addressing Bharatiya Janata Party (BJP) workers in Lucknow.

Singh and Uttar Pradesh chief minister Yogi Adityanath flagged off the first batch of BrahMos missiles manufactured at the BrahMos Aerospace unit here on October 18.

The manufacturer of the BrahMos supersonic missile system has produced the first batch of missiles at its new integration and test facility in Lucknow.

The state-of-the-art unit, inaugurated on May 11, is fully operational now.

Defence minister Rajnath Singh said that Indonesia has made a bid to purchase the BrahMos missile.

The ₹300-crore unit, located in the state capital's Bhatgaon in Sarojini Nagar, is one of the most ambitious projects of the Uttar Pradesh Defence Corridor.

The assembly, integration, and testing of missiles here is carried out according to high-tech standards, according to an official release.

On the National Democratic Alliance's (NDA) victory in the Bihar elections, Singh said the people of the state did a wonderful job. "... all records have been broken, and no caste or religion has mattered."

Singh said Prime Minister Narendra Modi has raised India's prestige worldwide, and now, when India speaks, the world listens, which was not the case earlier.

"This image of India has been built on the strength of our leadership and the hard work of our workers," he said.

Singh, in his speech, also exhorted the BJP workers to not ever lose their self-respect and work for the party with dedication. "I tell all my workers to follow the rules. Lord Ram also followed the rules; hence he is called Maryada Purushottam," he said, according to the statement.

৭০ তম

ডিসেম্বর ৬, ২০২৫

মহাপরিনির্বাণ দিবস

ভারতীয় সংবিধানের রচয়িতা ভারত রত্ন ডঃ বাবাসাহেব ভীমরাও আম্বেদকর ছিলেন সামাজিক ন্যায়ের পথপ্রদর্শক। এই সংবিধান শুধুমাত্র দেশ গড়ার নথি নয়, প্রত্যেক ভারতবাসীর অধিকার রক্ষা ও নানা ধরনের সম্ভাবনা তৈরিতে এটি সহায়কের ভূমিকা পালন করে। ১৯৫৬ সালের ৬ ডিসেম্বর, বাবাসাহেব মহাপরিনির্বাণ লাভ করেন। তিনি যে সংবিধান আমাদের দিয়েছেন, তা আমাদের মর্যাদা ও সাম্য রক্ষা নিশ্চিত করে। বর্তমান প্রজন্মের ভারতবাসী ডঃ বাবাসাহেব আম্বেদকরের কাছে চির কৃতজ্ঞ...আমাদের দেশের গর্ব বাবাসাহেবকে আন্তরিক প্রণাম জানাই।

দিল্লিতে ডঃ আম্বেদকর আন্তর্জাতিক কেন্দ্র

মৌ-এ বাবাসাহেবের জন্মস্থান

নাগপুরে দীক্ষাভূমি

মুম্বাই-এ চৈত্যভূমি

লন্ডনে শিক্ষাভূমি

নিউ ইন্ডিয়া
সমাচার
পাক্ষিক

RNI NO. : DELBEN/2020/78825 DECEMBER 1-15, 2025
RNI Registered No DELBEN/2020/78825, Delhi Postal License No DL(S)-1/3548/2023-25,
WPP NO U(S)-96/2023-25, posting at BPC, Market Road, New Delhi-110001
on 26-30 advance Fortnightly (Publishing November 18, 2025, Pages-52)

Editor in Chief
Dhirendra Ojha
Principal Director General,
Press Information Bureau, New Delhi

Published & Printed by:
Kanchan Prasad,
Director General, on behalf of
Central Bureau Of Communication

Published from:
Room No–278, Central Bureau Of Communication, 2nd Floor, Soochna Bhawan, New Delhi -110003

Printed at
Chandu Press, 469, Patparganj Industrial Estate, Delhi 110 092

Bengali